নিশীথ-চিন্তা।

স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর

সি, আই, ই, প্রণীত।

ঢাকা, ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগোপীমোহন দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পঞ্চম সংস্করণ

১৩২৯ সন।

স্বদেশ-হিতৈষী

সহৃদয় পণ্ডিত

সতত-পরোপকার-রত

প্রীতিভাজন

শৈশব-সুহৃৎ

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাসকে

গ্রন্থকারের

প্রীতি ও শ্রদ্ধার

উপহার

আশ্বিন, ১৩০৩।

বিজ্ঞাপন।

নিশীথ-চিন্তার কএকটি প্রবন্ধ, বহুদিন হইল, বান্ধব নামক সাহিত্য-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেগুলি, এই পুস্তকের উদ্দেশ্য-রক্ষার অনুরোধে, সর্ব্বাবয়বে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। কএকটি প্রবন্ধ সম্প্রতি লিখিয়াছি। পুরাতন ও নূতন সমস্ত প্রবন্ধই নিশীথ-সময়ের রচনা। পুস্তকখানি এই হেতু নিশীথ-চিন্তা নামে অভিহিত হইল। যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রীতিমান্, এই ক্ষুদ্র পুস্তক কোন অংশেও তাঁহাদিগের প্রীতিকর হইলে, আমি আপনার শ্রম ও উদ্যম সফল মনে করিব।

ঢাকা—বান্ধব-কুটীর
৬ই আশ্বিন, ১৩০৩

শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ।

সূচীপত্র।
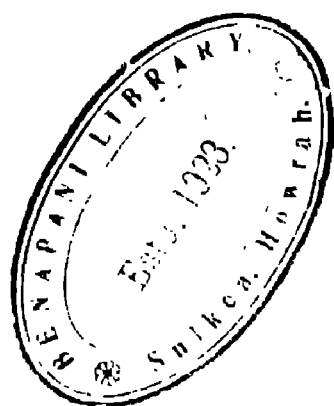
নিশীথ-চিন্তা।

রাত্রিকাল।

"গভীর নিশীথে কেন জাগিলিরে মন ?
কেন রে আকুল এত, এত উচাটন ?"

পাঠক! তুমি কখনও রাত্রি জাগিয়াছ কি? দিনমণির অস্তগমন হইতে দিনমণির পুনরুদয় পর্য্যন্ত সেই যে এক দৃশ্য,—কখনও গাঢ় গভীর অন্ধকার, কখনও অন্ধকারে ঢাকা অস্ফুট ও বিষণ্ণ আলো, কখনও বা অন্ধকার ও আলোকের আনন্দময় মিশ্রণজনিত সেই যে এক অনির্ব্বচনীয় আভা, তাহা কোন সময়েও আবিষ্ট চিত্তে প্রত্যক্ষ করিয়াছ কি? যদি না করিয়া থাক, তবে কিছুই কর নাই; প্রকৃতির এই লীলাময় মায়াকাননে যাহা দেখিবার আছে, তাহা দেখ নাই; যাহা শুনিবার আছে, তাহাও বোধ হয় শুনিতে পাও নাই।

দিবসেও এই পৃথিবী, এবং রাত্রিতেও এই পৃথিবী; এই অদ্রি, এই উদ্যান, এই সরোবর, এই নগর, এই গ্রাম, এই প্রান্তর, সমস্তই এই। কিন্তু তথাপি দিবা রাত্রি সমান নহে। দিবসের পৃথিবী মনুষ্যের। রাত্রির পৃথিবী কাহার, তাহা জানি না; অন্ততঃ মনুষ্যের নহে, এ কথায় আর সংশয় নাই। দিবসে ক্ষুধা তৃষ্ণা, সূর্য্যের খরজ্যোতিঃ, বিষয় বাণিজ্য, ক্রয় বিক্রয়, আঘাত প্রতিঘাত, নিয়ত-ঘূর্ণ্যমান সংসার-চক্রের শ্রুতিকঠোর ঘর্ঘর রব এবং লোকালয়ের হলহলা। রাত্রিতে জগতীর নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্য এবং নিদ্রিত সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব ভাব। যখন মনুষ্য-নিবাসের আলোকমালা একটি একটি করিয়া নিবিয়া যায়, এবং আকাশ-মণ্ডলের আলোকমালা একটি একটি করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, যখন অদূরে গৃহস্থাশ্রমের কুক্কুর-শব্দ এবং দূরে তরু-কোটরস্থ বিহঙ্গকণ্ঠের বিরল ধ্বনি ভিন্ন সকল প্রকার শব্দই একবারে স্তম্ভিত হয়, যখন স্বকীয় পদধ্বনিও পশ্চাদ্বর্ত্তিদেবতা কি অপদেবতার পদধ্বনি বলিয়া ভয় ও ভ্রান্তি জন্মায়, এবং আপনার ছায়াদর্শনও আপনাকে কণ্টকিত করিয়া তুলে; যে তখন জাগিয়া দেখিয়াছে এবং দেখিয়া হৃদয়কেও একটুকু জাগাইতে পারিয়াছে তাহাকে সুখী ও সৌভাগ্যবান্ বলিবে, না দুঃখী বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে? তাহার অন্তরের কথা সে আপনিই তখন সম্যক্ বুঝিতে পারে না, অন্যে আর কি বুঝিবে? তাহার চিন্তাসমুদ্র সে সময়ে যেরূপ

অভাবনীয় তরঙ্গতাড়নে আকুলিত হয়, সে নিজেই সম্পূর্ণরূপে তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে না, অন্যের কাছে কিরূপে তাহা সে প্রকাশ করিবে? তখন মনে সহর্ষ ভয় অথবা ভীতিসঙ্কুল ঔৎসুক্যের স্ফুরণে স্বভাবতঃই এই জিজ্ঞাসা হয় যে,—এই কি দেখিতেছি? ইহা কি হইল? বিশ্বের অনন্ত-কোটি জীব একমুহূর্ত্তের মধ্যেই কোথায় গেল? কে আসিয়া কোথা হইতে কি কুহক বিস্তার করিল, কি মোহমন্ত্র উচ্চারণ করিল, আর সমস্ত জগৎ কেন এইরূপ ঢলিয়া পড়িল? জীবের আশা ও পিপাসা কোথায় লুকাইল? উদ্দাম প্রবৃত্তি, উচ্ছৃঙ্খল ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, স্বার্থপরতা, অথবা মধুবর্ষিণী প্রীতি, মধুরাক্ষরা দয়া, সমস্তই এক সঙ্গে কোথায় পলাইল? ইহার অর্থ কি?—রাত্রি কি?

একবার ভাবি, রাত্রিই জগদাবরণভূতা জগদ্ধাত্রী বিশ্বজননী। শুনিয়াছি, পুরাতন বৈদিক মহর্ষিগণও এইরূপেই উহার * বন্দনা করিয়াছেন। যেমন স্তনন্ধয় শিশু সন্ধ্যার সমাগম হইলেই প্রসূতির ক্রোড়ে লুক্কায়িত হইবার জন্য আকুল হয়, এই নিখিল

* আরাত্রি পার্থিবং রজঃ পিতুরপ্রায়ি ধামভিঃ।
দিবঃ সদাংসি বৃহতী বিতিষ্ঠসে ত্বেষাং বর্ত্ততে তমঃ
যে তে রাত্রি নৃচাক্ষসো যুক্তাসো নবতির্নব।
অশীতিঃসন্ত্বষ্টা উতোতে সপ্তসপ্ততীঃ॥

ব্রহ্মাণ্ডস্থ প্রাণিবর্গও সেইরূপ দিবালোকের অদর্শন হইলেই রাত্রির স্নেহ-রস-পূর্ণ অনন্ত ক্রোড়ে আশ্রয় লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। মেদিনী তখন কি আনন্দের অব্যক্ত মধুর নাদেই না মুহূর্ত্তকাল নিনাদিত হয়। ব্যবসায়ী সহাস্যবদনে ব্যবসায় কার্য্য স্থগিত রাখে; কৃষক সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের পর, পশু-পাল সঙ্গে লইয়া, মনের সুখে গাইতে গাইতে গৃহাভিমুখে প্রধাবিত হয়; বিটপীর কল কল কোলাহলে দশদিক্ বাজিয়া উঠে; পার্থিব ক্রিয়াকর্ম্মের প্রবল প্রবাহ নিরুদ্ধ হইয়া আসে; দেখিতে দেখিতেই সকল একাকার হইয়া যায়, এবং যেখানে যে আছে সকলেই সেই এক শয্যায় শয়ন করিয়া কৃতার্থতা লাভ করে। ইহা মাতৃস্নেহের উপর মুগ্ধ নির্ভর ভিন্ন আর কি হইতে পারে? রাজা প্রজা, দাতা গৃহীতা, অপকারী অপকৃত, নিন্দুক নিন্দিত, পূজ্য পূজক, ভক্ষ্য ভক্ষক, কেহই সেই অতুল স্নেহের সুখ-শয্যায় বঞ্চিত নহে। তাপহারিণী, দুঃখবারিণী, করুণাময়ী জননী সকলকেই সমান আদরে বুকে লইয়া সকলের দুঃখ তাপ বিদূরিত করেন। যে দিনান্তে মুষ্টিভিক্ষাও আহরণ করিতে

রাত্রিং প্রপদ্যে জননীং সর্ব্বভূতনিবেশনীং।
ভদ্রাং ভগবতীং কৃষ্ণাং বিশ্বস্য জগতোনিশাং॥
সংবেশনীং সংযমনীং গ্রহনক্ষত্রমালিনীং।
প্রপন্নোহং শিবাং রাত্রিং ভদ্রে পারং অশীমহি॥

(ঋগ্বেদসংহিতা।)

পারে নাই, তাহাকেও ক্রোড়ে লন, এবং যে অসীম ঐশ্বর্য্যের অধিস্বামী হইয়াও সমস্ত দিবসে এক মুষ্টি তণ্ডুল তুলিয়া ভিখারীকে দিতে সমর্থ হয় নাই, তাহাকেও আশ্রয় দান করেন। যে ব্যক্তি আপনটি বই জগতে আর কাহাকেও আপনার বলিয়া মনে করে না, কাহারও সুখদুঃখের কোন সংবাদ লয় না,—শত রক্ষকে পরিরক্ষিত রহিয়াও চিত্তে আশ্বাস পায় না এবং আপনার প্রাণ-সঙ্গিনী প্রিয়তমাকেও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে চাহে না, সেও মা নক্ষত্রকুন্তলার পদপ্রান্তে আপনার দেহ প্রাণ সমর্পণ করিয়া ক্ষণকাল নয়ন মুদিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। আর, যে আপনার একটা প্রাণকে শত সহস্র প্রাণে বিলাইয়া দিয়াও তৃপ্তি লাভ করে না, যাহার অমলা প্রীতি, পাপী তাপী, পীড়িত পাষণ্ড, কাহাকেও ঘৃণা করিতে জানে না,—যাহার অফুরন্ত ভালবাসা আষাঢ়ের অজস্রধারায় বৃষ্টি হইয়াও নিঃশেষ হয় না, সেও নৈশ-শান্তির আনন্দময় আবেশে, তাহার হৃদয়ের প্রস্রবণ রুদ্ধ করিয়া, সকলকেই কিছু সময়ের জন্য একবারে পাসরিয়া রহে। রাত্রি জীবের মাতৃস্থানীয়া নয় ত কি? মাতার ক্রোড় বিনা, এমন শীতল, এমন কোমল, এমন শান্তির স্থান ত্রিভুবনে আর কোথায় সম্ভবে?

আবার ভাবি, ইহা নহে, ইহা নহে; কখনও এমন হইতে পারে না। রাত্রিতে কে কবে শান্তি পাইয়াছে? কে কোথায় শীতল হইয়াছে? প্রতপ্ত লৌহকটাহ যদি মনুষ্যের পক্ষে

শান্তির স্থান না হয়, তবে রাত্রির বিষাক্ত-কণ্টকময় ক্রোড়-দেশও তাহার জন্য শান্তির স্থান নহে। মনুষ্য তাহার যে সকল দুঃখ, যে সকল বেদনা, যে সকল দুর্ভাবনা, হৃদয়ের মধ্যে অতি যত্নে লুকাইয়া রাখে, এবং বহু চেষ্টায় ভুলিয়া থাকে, রাত্রি গভীরা হইলে, সে সকল আপনা হইতে জাগিয়া উঠে, এবং বিষ-দন্ত ভুজঙ্গীর ন্যায় পুনঃ পুনঃ দংশন করিয়া হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত ও দগ্ধ করিয়া ফেলে।

পর-দ্রোহী পাপাত্মাকে দিবসের প্রমত্ত-প্রবৃত্তি-চালনা এবং মোহমায়ায় ভুলাইয়া রাখিতে পারে। রাত্রিতে তাহাকে কে রক্ষা করিবে? ওই দেখ! ম্যাক্‌বেথ *

---

* ম্যাক্‌বেথ পূর্ব্বে স্কটলণ্ডের রাজা ডান্‌ক্যানের সেনাপতি ছিলেন। ম্যাক্‌বেথ ও ডান্‌ক্যান উভয়েই পূর্ব্বতন রাজা ম্যাল্‌কমের দৌহিত্র। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের নৈকট্য ছিল। একদা রাজা ডান্‌ক্যান ম্যাক্‌বেথের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সেখানেই রাত্রি যাপন করেন। ডান্‌ক্যান যখন বিশ্বাসের নির্ভরে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, ম্যাক্‌বেথ সেই সময়ে তদীয় উগ্রপ্রকৃতি ও লুব্ধমতি গৃহিণীর ভয়ঙ্কর তাড়নায় প্রবর্ত্তিত হইয়া, প্রভু, পালক ও পূজার্হ অতিথি উদার চরিত্র ডান্‌ক্যানের প্রাণ-নাশ করেন, এবং রাজসিংহাসন এইরূপে শূন্য হইলে আপনি রাজ্যের রাজা হন। কিন্তু তিনি তাহার এ দুষ্কৃতিলব্ধ রাজপদ দীর্ঘকাল ভোগ করিতে সমর্থ হন নাই। ডান্‌ক্যানের অনেক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অনুচর ছিল। ম্যাক্‌বেথ কালে তাহাদিগেরই এক জনের হস্তে নিহত হন, এবং ডান্‌ক্যানের পুত্র পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজ-পূজা লাভ করেন।

কমল-দল-সদৃশ সুকোমল রাজ-শয্যায় শয়ন করিয়াও নিদ্রার স্পর্শসুখ অনুভব করিতে পারিতেছে না। তাহার তাপিত শরীর ছিন্নমস্তক ছাগ-দেহের ন্যায় একবার পূর্ব্বে, একবার পশ্চিমে, একবার উত্তরে, একবার দক্ষিণে, এইরূপ করিয়া শয্যার চতুর্দ্দিকে বিলুণ্ঠিত হইতেছে, আর ছট্ ফট্ করিতেছে, মূর্চ্ছাও ক্ষণকালের তরে তাহার সহায় হইতেছে না। ওই দেখ! রাজ-কুল-কলঙ্ক যুবরাজ ফ্রাঙ্কয় * রমণীর নবনীতনিন্দি বাহু-লতিকায় পরিবেষ্টিত রহিয়াও নিমেষের জন্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া রহিতে পারিতেছে না। সে যেই চক্ষু বুজিতেছে, আর কে যেন তাহার চক্ষে দগ্ধ শলাকা বিন্ধাইয়া দিয়া তাহাকে শত প্রকার বিভীষিকা দেখাইতেছে; এবং শত শত রুধিরাক্ত খড়গ, যেন কাহার কিরূপ কুহক-শক্তিতে, সহসা তাহার মানস-নেত্রের সন্নিধানে বিলম্বিত হইয়া, তাহাকে এই ভূতভয়গ্রস্ত শিশুর ন্যায় বিকম্পিত, এই তৃষ্ণায় আকুলিত করিয়া চীৎকার করাইতেছে। হায়! এমন যে অসহ্য অকথ্য যন্ত্রণা ইহাই কি মানবজাতির সুখ-শয্যা? নরক আর তবে কাহাকে বলে?

*ফ্রাঙ্কয়—ফরাসী দেশের রাজকুমার, ভ্যালয় বংশীয় তৃতীয় হেন্‌রীর অনুজ,—মনুষ্যদেহে অপদেবতা—সকলের কাছেই সমান রূপে বিশ্বাস-ঘাতক,—ভীরু, লোভী, ভ্রাতৃদ্রোহী ও বিশ্ববঞ্চক; শত শত অবলার ধর্ম্মনাশক।

শোক-সন্তপ্ত এবং বিরহ-বিধুরের পক্ষেও রাত্রি এইরূপ জ্বালাময়ী ও ভয়ঙ্করী। যাহার হৃদয় শোক-দহনে দগ্ধ হইয়াছে, কিংবা প্রিয়-বিচ্ছেদ-বিষে জর্জ্জরিত হইতেছে, সে দিবসে কোন প্রকারে আপনাকে পাসরিয়া থাকিতে পারে, এবং এ কথায়, ও কথায় অন্তরের নিগূঢ় কথা বিস্মৃত হইতে পারে। কিন্তু রাত্রির নিঃশব্দ মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয়ের আগুন যখন দ্বিগুণিত বেগে জ্বলিয়া উঠে, কে তখন তাহা নিবারণ করে? অনেকেই জ্যোৎস্নাধৌত ধবল-যামিনীকে সুখ-যামিনী এবং অন্ধকারময়ী রজনীকে দুঃখের দীর্ঘ-যামিনী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। যাঁহারা এইরূপ প্রভেদ প্রত্যক্ষ অনুভব করেন, তাঁহারা অবশ্যই সুখীর মধ্যে গণ্য; দুঃখীর পক্ষে জ্যোৎস্না এবং অন্ধকার উভয়ই এক, পূর্ণিমা এবং অমাবস্যা অভিন্ন পদার্থ; দুই-ই আশাশূন্য, আশ্বাসশূন্য, বিষাদপূর্ণ, তাপ-প্রদ। যেখানে চন্দ্রমার অলস জ্যোৎস্না তটিনীর সৈকত-বক্ষে নিপতিত হইয়া নিদ্রিতবৎ প্রতীয়মান হইয়াছে, অথবা লতাকুঞ্জে শ্যামল পত্রাবলীর অন্তরে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া যেন বিলাস-বিষাদে ঢুলিয়া পড়িয়াছে, তাদৃশ স্থানও দেখিয়াছি; এবং যেখানে তমোময়ী নৈশ-শোভা তরু লতা, বন উপবন, গিরি গুহা এবং জল স্থল, সমুদয় বিশ্ব এক আবরণে আবৃত করিয়া সেই এক রোমহর্ষণ ভীষণ মূর্ত্তিতে বিরাজ করিয়াছে, সে স্থানও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যাহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থান হইতে সতত হাহাকার ধ্বনি অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া বাহির

হইতেছে, তাহার পক্ষে ইহাও যেমন, উহাও তেমন। তাহাকে না জ্যোৎস্নাই স্নিগ্ধ করে, না অন্ধকারই আবরিয়া রাখে।

রাত্রিকে আপনেরা তপস্বিনী বলিয়াছেন। এ কথাও নিতান্ত অলীক বোধ হয় না। যেমন পবিত্রকীর্ত্তি পুরাতন তীর্থের পুণ্যপ্রদ সংস্পর্শে অতি পাষাণ প্রাণও কেমন এক বিচিত্র ভাবে অবনত হয়, সেইরূপে প্রকৃত তপস্বিনীর পবিত্র সান্নিধ্যে নিতান্ত ভোগ-রত-চিত্তও মুহূর্ত্তের জন্য ভোগ-বিমুখ হইয়া, তপস্যারই মত সেই এক শান্তরসে আর্দ্র হইতে থাকে। রাত্রিতেও এইরূপ ঘটে। দিবসে যে যত ইচ্ছা তত নাস্তিক থাকুক, রাত্রিতে প্রায় সকলেই তপস্বী। যে বুদ্ধি দিবসের আলোকে শুধুই তর্ক করিতে ভালবাসে, এবং তর্কের অনুরোধে জগতের অতর্কিত মহাসত্যনিচয়কেও উপহাসচ্ছলে উড়াইয়া দিতে চাহে, রাত্রিতে সেই বুদ্ধিই আবার আর একভাবে অভিভূত হইয়া হৃদয়ের আশ্রয়ে পড়িয়া রহিতে সুখানুভব করে। যে অভিমান দিবসের আলোকে কেমন এক উচ্ছ্রিতভাবে অন্ধ হইয়া আপনাকে আপনার উপাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, রাত্রিতে সেই অভিমানই আপনার শূন্যতা ও অসারতা অনুভব করিয়া কার যেন চরণ-তলে লুটাইয়া পড়িবার জন্য অধীর হয়। রাত্রিতে অচেতন পদার্থও তপোনিবিষ্ট বলিয়া অনুভূত রহে। যেন পর্ব্বত অজ্ঞাতসারে কাহারও তপস্যা করিতেছে, পাদপ তপস্যা শিখিতেছে, পাদপ-প্রান্তবর্ত্তিনী বাত-

দুলিতা ব্রততীও যেন তপস্যারই আনন্দ-স্ফূর্ত্তিতে নুইয়া নুইয়া পড়িতেছে। যিনি শ্মশানে কিংবা জন-শূন্য স্থানে শবারূঢ় হইয়া শক্তির ভৈরবী মূর্ত্তি ভজনা করেন, রাত্রিই তাঁহার কাল; এবং যিনি স্বভাবের সৌন্দর্য্য-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য-স্বরূপ সেই অতীন্দ্রিয় সুন্দরের আরাধনা করেন, রাত্রিই তাঁহার উপযুক্ত সময়। মনুষ্যের হৃদয় তখন এমন এক দুর্ব্বহ ও অলৌকিক ভারে অবসন্ন হইয়া পড়ে যে, উহা আর নিরালম্ব থাকিতে ভালবাসে না; নিরালম্ব থাকিতে সমর্থ হয় না। তখন মনে লয় যেন প্রকৃতির প্রাণ-রূপিণী দেবী ভুবনমোহিনী, দিবসের উপদ্রব ও কলরবের পর একটু প্রশান্ত সময় পাইয়া, দেবাদিদেব পরমপুরুষের তপস্যার জন্য ভূতলে আসিয়া যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন; এবং পাছে তাঁহার ধ্যান-ভঙ্গ হয়, পাছে তাঁহার একাগ্রতায় বিঘ্ন জন্মে, এই ভয়ে সমস্ত বিশ্ব সুদূরে স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বায়ু যে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাও যেন ধীরে ধীরে;—স্রোতস্বিনী যে কুলু কুলু ধ্বনিতে চলিয়া যাইতেছে, তাহাও যেন ভয়ে ভয়ে; এবং জীবমণ্ডলী যে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতেছে, তাহাও যেন সসঙ্কোচে। এমন প্রগাঢ় তপস্যা কে দেখিয়াছে?—এবং দেবীর সেই তপস্বিনীর বেশ যে একবার নয়ন ভরিয়া নিরীক্ষণ করিয়াছে, সেই বা কি আর আপনাতে আপনি রহিতে পারিয়াছে?

অতি প্রাচীনকাল হইতেই এইরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত

আছে যে, ডাকিনী, শাঁখিনী এবং প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস, ও কবন্ধ প্রভৃতি নিশাচর ভূতযোনিরা নভোমণ্ডলে অলক্ষিতভাবে বিচরণ করে; এবং যেখানেই যজ্ঞ কিংবা তপস্যার অনুষ্ঠান দেখে, সেখানেই নানাবিধ ভীষণ ও বীভৎস আচরণ করিয়া আরব্ধ কার্য্যে উৎপাত জন্মাইতে যত্নশীল রহে। একথা কি সত্য? মেদিনী অদ্য পর্য্যন্ত যত যত পাপে কলুষিত হইয়াছেন, যত প্রকার গর্হিত দুষ্কৃতির ভার বহন করিয়া আসিতেছেন, তাহার অধিকাংশই রাত্রিযোগে প্রবর্ত্তিত ও সংসাধিত হয় কেন? ইহা কি ভগবতী নিশীথিনীরই তপস্যার ব্যাঘাত জন্মাইবার জন্য?—না ইহার অন্য কোন কারণ আছে? শার্দ্দূল দিবসে স্বকীয় নিভৃত নিবাসে কোন প্রকারে লুকাইয়া থাকে; যেই রাত্রি দেখে, অমনি মেষের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া পড়ে। পরস্বহারী দস্যু প্রভৃতি অধিকতর নিষ্ঠুর নরমূর্ত্তি শার্দ্দূলেরাও দিবাভাগে পেচকের মত কোন এক বিবরে অবস্থিত রহে, এবং যেই রাত্রির অন্ধকার অবলোকন করিতে পায়, অমনি সেই অন্ধকারে নিজ নিজ অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া স্বজাতির শোণিত পান অথবা ততোধিক ভয়ঙ্কর অন্যবিধ দুষ্কৃতির অনুষ্ঠানের জন্য ইতস্ততঃ পাদচারণা করে। পত্নী যদি আপনার পৈশাচিক তৃষ্ণার পরিতৃপ্তির তরে, বিশ্বাস-বিমুগ্ধ পরিশ্রান্ত পতির বদনে পানীয় দান না করিয়া, সদ্যঃ-প্রাণ-হর গরল তুলিয়া দেয়, সে কখন? না, রাত্রিতে। আর, স্বজন যদি অর্থলালসার

চরিতার্থতার জন্য স্বজন-হত্যায় হস্তোত্তোলন করে, হায়! তাহাও রাত্রিতে।

রাত্রি যখন অতি গভীর হয়, এবং সংসার সেই গভীরতায় বিমোহিত হইয়া ঝাঁ ঝাঁ করিতে থাকে. তখন যেন কেমন এক অশ্রুতপূর্ব্ব, অপার্থিব ও ঔদাস্যময় বিলাপ-ধ্বনি শ্রবণ করি! সে নিনাদ কোথা হইতে আইসে, কোথায় গিয়া বিলীন হয়. তাহা বুদ্ধির অগম্য। উহা কখনও মৃদু, কখনও মর্ম্মবিদারী কঠোর, কখনও করুণ, কখনও ভয়ানক। শ্রুতিমাত্রই সমস্ত মনোবৃত্তি একবারে উহাতে মিশিয়া যায়, এবং হৃদয় এক এক বার অবসন্ন হইয়া পড়ে, এক এক বার উন্মাদিত হইয়া উঠে। চিত্তে তখন কতই যে কি লয়, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। কখনও মনে করি যে, ঐ যে ঊর্দ্ধে প্রকৃতির অযুত-নেত্র স্বরূপ অসংখ্য নক্ষত্র পৃথিবীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, উহারাই বুঝি মনুষ্য-নিবাসে লোক-ভয়ঙ্কর মহাপাপের মত কিছু কি দেখিতে পাইয়াছে, এবং দেখিয়া বিলাপ করিতেছে। কখনও আবার এইরূপ চিন্তা করি যে, যে সকল প্রীতিলিপ্সু প্রেমিক পুরুষেরা অকালে লোকলীলা সংবরণ করিয়া এইক্ষণ অদৃশ্য দেবতা হইয়াছেন, তাঁহারাই বুঝি স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধবাদির সেই পুরাতন ঢল ঢল ভালবাসা এবং বর্ত্তমান বিশুষ্ক বিস্মৃতির তুলনা করিয়া দুঃখ জানাইতেছেন; অথবা পৃথ্বীবাসী প্রিয়জনদিগের ভোগমুগ্ধতা কিংবা ভাবি বিপদ্

দর্শনে বিষণ্ণ হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। ঐরূপ অলোকশ্রুত বিলাপ-ধ্বনি যখন কল্পনাযোগেও কানে পশে, তখন প্রাণটা কেমন করে, তাহা বলিয়া বুঝাইতে হইবে কি? তখন মনুষ্য আত্মবিস্মৃত হয়। যে, সকলের কাছেই, লৌহস্তম্ভের ন্যায় কঠিন বলিয়া পরিচিত রহিতে চাহে, সেও তখন মুহূর্ত্তের জন্য আপনাকে আপনি ভুলিয়া যায়,—আপনার ব্যাপার বাণিজ্য ও এই প্রত্যক্ষ জগতের বিবিধ কথা বিস্মৃত হইয়া আর একটা জগতের কথা ভাবিতে থাকে। তাহার তাদৃশ কঙ্কর-কঠোর ক্রূর হৃদয়েও সহসা তখন শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠে। সে যাহাদিগকে ভুলিয়া রহিয়াছিল, তাহার সেই প্রাণের জনদিগকে সে তাহার স্মৃতির মন্দিরে বহু দিনের পর পুনরায় প্রত্যক্ষবৎ বিলোকন করে,—এবং যাঁহাকে ধ্যানে কেহ দেখিতে পায় না, জ্ঞানেও কেহ জানিতে পায় না, সে ঐরূপ সময়ে, বুঝি বা, তাঁহারও অচিন্তনীয় ও আনন্দময় সত্তা আত্মায় কতকটা অনুভব করিয়া, মুহূর্ত্তকাল যোগীর ন্যায় জীবনে তন্ময় রহে।

নদীর জল

"সাগর উদ্দেশে নদী, ভ্রমে দেশে দেশে রে,
অবিরাম গতি।
গগনে উদিলে শশী, হাসি যেন পড়ে খসি,
নিশী রূপবতী।"

ঐ যে কলকলায়মানা নদী, জ্যোৎস্না-তরঙ্গে তরঙ্গ মিশাইয়া, উন্মাদিনীর মত, প্রেমের দ্রবীভূতমূর্ত্তি অথবা আনন্দের উন্মত্ত প্রবাহের মত উছলিয়া উছলিয়া চলিয়া যাইতেছে, আজিকার এই আনন্দময়ী উন্মাদিনী জ্যোৎস্নায় উহার সহাস্য পুলিনই আমার এ হৃদয়ের বিশ্রাম-স্থল। জ্যোৎস্না হাসিতেছে, নদীর তরঙ্গও হাসিতেছে, অথচ সেই হাসিতে প্রাণ কেন যে উদ্বেল অথচ উদাস, এবং কেমন এক আনন্দময় যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠিতেছে, তাহা বুঝিতে পারি না। যাহারা বণিগ্বিদ্যার ভাষ্যকার, শুধুই সম্পদের ভিখারী এবং সমাজরূপ অভিনয়-গৃহের ক্রীড়াপুতুল, তাহারাই

যাইয়া ধনীর প্রাসাদ এবং বিলাসীর প্রমোদ-ভবনে পদ-প্রতিপত্তি এবং সামাজিক সম্মানের অন্বেষণ করুক। যাহারা অর্দ্ধমৃত, তাহারাই যাইয়া মনুষ্যের অর্দ্ধমৃত প্রণয়, অর্দ্ধমৃত আমোদ, অর্দ্ধমৃত উপদেশ, এবং অর্দ্ধমৃত হৃদয়ের জন্য লালায়িত রহুক। আমার শিক্ষা ও দীক্ষার স্থান ঐ নদীর জল। আমি উহার তর-তর-বাহী সজীব প্রবাহে যে সজীব সৌন্দর্য্য এবং চল শোভা দেখিতেছি, সংসারে কোন্ বস্তুর সহিত তাহার তুলনা দিব? উহার হ্রাস ও বৃদ্ধি, আবর্ত্ত ও আবেগ, উহার মত্তগর্জ্জন, উহার মধুর সম্ভাষণ, উহার আবিলতা এবং অট্টহাস্যও আমার চক্ষে যেরূপ প্রতিভাত হইতেছে মানবজগতের কোন্ পদার্থকে তাহার উপমাস্থল বলিব?

তরঙ্গিণি! তুমি মায়াময়ী, তুমি মহিমময়ী, তুমি চিন্তার চির-উদ্দীপনা। তোমায় আমি ভালবাসি। তোমারও নিদ্রা নাই আমারও নিদ্রা নাই। তুমি অবিরাম প্রবাহিত হইতেছ। জান না কোথায় যাও, তথাপি বহিয়া যাইতেছ। আমার হৃদয়-নিঃসৃত দুর্নিবার স্রোতও অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে। জানে না কোথায় যায়, তথাপি বহিয়া যাইতেছে। তুমিও আপনার সুখে এবং আপনার দুঃখে আপনা আপনি গাইতেছ, এবং আপনার গীতে আপনিই ঢল ঢল রহিয়াছ;—আমিও আপনার সুখে এবং আপনার দুঃখে আপনি গাইতেছি এবং আমার এই অস্ফুট অথচ গভীর সঙ্গীতে, আপনিই বিভোর রহিয়াছি। আজি তুমি যেমন চন্দ্রমার অমল জ্যোৎস্নারাশিতে মিশিয়া গিয়াছ,

সর্ব্বাঙ্গেই কৌমুদী পরিয়াছ, এবং সমীরণের হিল্লোলে হিল্লোলে হিল্লোল তুলিয়া ঐ জ্যোৎস্না লইয়াই ক্রীড়া করিতেছ, আমার ইচ্ছা হয় আমি আমিও সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গে ঐ জ্যোৎস্না মাখিয়া, ঐ জ্যোৎস্নার সহিত মিশ্রিত হইয়া, তোমার ঐ মরালনিন্দি লহরীচয়ের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে একবারে সেই অনন্ত-সাগরে যাইয়া নিপতিত হই। কিন্তু হায়! তুমি দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে তোমার সাগর পাইয়াছ। আমি কার উদ্দেশ্যে কোন্ দেশে গেলে আমার সেই প্রাণের সাগর, প্রেমের সাগর এবং সুখ-সৌন্দর্য্য ও স্নেহ-মাধুর্য্যের অনন্তসাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আমার এই প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে পারিব? আমার এই প্রাণের অনন্ত পিপাসা পরিপূর্ণ করিতে সমর্থ হইব? তুমি স্বাধীন, আমি পরাধীন। কে আমার চরণের লৌহ-নিগড় ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আমাকে তোমার মত স্বাধীন করিয়া দিবে? তুমি কাহারও ভ্রূকুটিভঙ্গিতে ফিরিয়া চাও না। আমি মনুষ্য হইতে মর্কট ও মূষিক পর্য্যন্ত সকলেরই মতের অপেক্ষায় সতত "শশব্যস্ত"। কে আমায় অভয় দান করিয়া আমাকে তোমার ঐ দৃক্‌পাতশূন্য সাধনায় শিক্ষাদান করিবে? হায়! আমি যদি তোমার ঐ অবিরামগতি, একাগ্রমতি ও নির্ভীক ভাব লাভ করিতে পারিতাম, বোধ হয়, তাহা হইলে আমিও এতদিনে তোমার মত, জীবনের চরম ধন ও পরম স্থান প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইতাম। কিন্তু আমার সে মনোরথ কি কখনও সফল হইবে?

হে মোহান্ধ মনুষ্য কবি! তুমি আমায় কি কাব্যে মোহিত করিবে, বল। তুমি যাহাকে কাব্য বলিয়া আদর কর, তাহা সাধারণতঃ অকাব্য অথবা কুকাব্য। মনুষ্যের মধ্যে যে তাহাতে আকৃষ্ট হয়, সেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব হইতে পরিচ্যুত হইয়া অনেক দূর নীচে নামিয়া পড়ে। যাহা তোমার প্রকৃত কাব্য, তাহাও অপূর্ণ, অর্দ্ধবিকাশি, অর্দ্ধবিকসিত। সৌন্দর্য্য যেমন মলিন দর্পণে প্রতিভাত হয় না, কল্পনার সুন্দর আভাও তেমনই মনুষ্যের কলুষিত হৃদয়-দর্পণে প্রতিভাত হইতে পারে না। উহা তোমার বুদ্ধির নিকট বিদ্যুতের ক্ষণিক স্ফুরণের ন্যায়, কুত্রচিৎ কখনও প্রকাশ পাইলেও বুদ্ধির গ্রামকে অতিক্রম করিয়া হৃদয় পর্য্যন্ত পঁহুচিবার পথ পায় না। তুমি শত আরাধনা করিয়াও উহাকে তোমার হৃদয়ে বান্ধিয়া রাখিতে পার না। অপিচ, তুমি লৌকিক যশের জন্যই নিয়ত আকুল; কল্পনার অলৌকিক লীলাময় অপরূপ শোভাকে কিরূপে তুমি তোমার করিয়া লইবে? তুমি ঈর্ষ্যা, অসূয়া, দ্বেষ ও হিংসার অধীন; কল্পনার অপাপবিদ্ধ অমৃতরসাঞ্জনে তোমার ঐ পাপচক্ষু কিরূপে রঞ্জিত হইবে! আর ভাষা? তুমি প্রকৃতির আকস্মিক করুণায় সত্য ও সৌন্দর্য্যের যেটুকু আভা দৈবাৎ কখনও দেখিতে পাও, তোমার মানুষী ভাষায় কি প্রকারে তাহা পরিব্যক্ত হইবে?—তোমার দুর্ব্বল বর্ণতুলিকায় কিরূপে তাহা চিত্রিত হইবে? আমার কাব্য ঐ তরঙ্গিণী,—পরিস্ফুট, পূর্ণ-

বিকসিত, এবং তরঙ্গে তরঙ্গে আন্দোলিত। আমি উহাতে কখনও প্রীতির প্রমত্ত উচ্ছ্বাস দেখিয়া পুলকে পরিপূরিত হই, কখনও করুণার মৃদুকণ্ঠ শুনিয়া দর-দর ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করি; কখনও আনন্দের কমনীয় কল্লোল-নাদে উন্মাদিত হইয়া উঠি এবং কখনও উহার অবাত-বিক্ষোভিত প্রসন্ন ও প্রশান্তমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া, ধীরে ধীরে, যেন আত্মজ্ঞানেরও অগোচরে, শান্তির নির্ম্মল সলিলে নিমগ্ন হইতে থাকি।

মনুষ্যের প্রেমে আমার খুব বেশী বিশ্বাস নাই। মনুষ্য-বর্ণিত প্রেমিক এবং প্রেমিকায়ও আমার গাঢ় শ্রদ্ধা নাই। আমি অমন আ'ধ আ'ধ ভালবাসা ভালবাসি না। প্রেমের অমন ভ্রমর-বৃত্তিতায়ও ভুলিয়া রহিতে চাহি না। যে প্রেম আঁখির পলকে পরিবর্ত্তিত হয়, আতপ-তপ্ত কুসুমের মত দেখিতে দেখিতেই শুকাইয়া যায়, অথবা ব্রততীর ন্যায় বাতাহত হইলেই ছিন্ন হইয়া পড়ে,—যে প্রেম সুখে এক, দুঃখে আর, সম্পদে এক, বিপদে আর, যখন নূতন তখন এক, এবং যখন পুরাতন তখন আর, কুকবির কুহকাচ্ছন্ন চঞ্চল মনুষ্যই তাহা লইয়া তৃপ্ত হইতে পারে। আমার প্রেমের আদর্শ ঐ কুলুকুলুভাষিণী মৃদুহাসিনী তরঙ্গিণী। যদি কখনও ভালবাসার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সাধনা করি, তবে ঐ তরঙ্গিণীর নিকটই আশা পূরাইয়া ভালবাসা শিখিব, এবং সে সাধনার মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সিদ্ধকাম হইবার জন্য প্রয়াস পাইব।

জোয়ারে উঠিব, ভাঁটায় নামিব, বর্ষায় স্ফীত হইব, শীতে ক্ষীণ হইয়া যাইব, কিন্তু তথাপি যেখানে আমার সাগর রহিয়াছে, সেই দিকেই একমনে ও একপ্রাণে প্রধাবিত হইব। পর্ব্বতও যদি সম্মুখে আসিয়া পড়ে, পর্ব্বতকে ভাসাইয়া দিব, কিংবা ভেদ করিয়া চলিয়া যাইব, এবং প্রাণ-প্রবাহ যদি একবারে শুষ্ক হইয়া যায়, তথাপি অন্তঃসলিলা ফল্গুগঙ্গার ন্যায় অভ্যন্তরে প্রবাহিত হইয়া পরের প্রাণে পবিত্র শান্তির অমৃত বিলাইব। প্রেমের এমন লীলা আর কোথায় আছে ?

মনুষ্য যে মনুষ্যের জন্য বিলাপ করে, তাহাতেও আমার হৃদয় আর্দ্র হয় না। মনুষ্যের বিলাপ ক্ষণস্থায়ী। উহা প্রায়ই স্বার্থ ও সামাজিকতায় জড়িত, এবং অধিক স্থলেই নট-নৈপুণ্যের ন্যায় প্রদর্শিত। প্রাতে যাহার শোক এবং সন্ধ্যাসমাগমেই যাহার সুখ-লালসা, তাহার আবার শোক কি ? যে এক চক্ষে অশ্রু বিসর্জ্জন এবং আর এক চক্ষে আপতিত ঘটনার ক্ষতিলাভ পর্য্যবেক্ষণ করে, তাহার আবার শোক কি ? অথবা লোকাচারই যাহার জীবন-সর্ব্বস্ব—যে লোকাচারের বিবিধ শাসনে হাসির হিল্লোল বন্ধ করিয়া ক্ষণকাল ক্রন্দন করে, কিংবা হৃদয়বিদারি ক্রন্দনের সময়ও তাদৃশ আচারের শাসনে ফুল্ল অরবিন্দের ন্যায় হসিতচ্ছবি দেখাইতে বাধ্য হয়, তাহার আবার শোক কি ? ফলতঃ যাহার প্রাণের মন্ত্র সুখ-স্বার্থ এবং পায়ের নিগড় সমাজ,—যাহার উত্থানে ও উপবেশনে, শয়নে ও জাগরণে লোকাচারের

সমান শাসন,—যাহার ভক্তি প্রীতি, ধর্ম্ম কর্ম্ম এবং জীবনের সমস্ত অনুষ্ঠানই লোকাচারের নিত্য নূতন বিচিত্র শাসনে নিত্য নূতন বিচিত্র ভাব ধারণ করে, সে কেন শোকাকুলতার ভাণ করিয়া বৃথা আবার মমতার বিড়ম্বনা করিতে যায়?

হে সহৃদয়! তুমি কি তোমার জীবনে কখনও কাহারও জন্য কাঁদিয়াছ? অথবা অন্যের ক্রন্দন শুনিয়াছ? যদি কাঁদিতে কি ক্রন্দন শুনিতে ইচ্ছা কর, তবে স্বচ্ছসলিলা সরযূর তটে গমন কর। কত রাজা ও রাজ্য জগতে বিরাজ করিল। কত রাজা ও রাজ্য, জলে জলবুদ্বুদের ন্যায়, বিলয় পাইল। পরিবর্ত্তনের স্রোতে কতই কি পরিবর্ত্তন ঘটিল। কিন্তু সরযূর তটে আজিও হা রাম! হা অযোধ্যা! এই একমাত্র হাহাকার! জ্যোৎস্নায় এবং অন্ধকারে, সন্ধ্যার রক্তিমায় এবং ঊষার বিরস-লাবণ্যে সকল সময়েই হা রাম, হা অযোধ্যা, এই একই হাহাকার-ধ্বনি স্নেহগদগদ স্রোতস্বিনীর বক্ষঃস্থল বিদারণ করিয়া ফাটিয়া বাহির হইতেছে, এবং পর-দুঃখ-কাতরা প্রতিধ্বনিও যেন হা রাম! হা অযোধ্যা! বলিয়াই নিশার নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্যের মধ্যে বিলাপ করিতেছে।

হে প্রেমিক! তুমি কি কখনও প্রিয়-বিয়োগ-বিধুরার প্রাণের বিলাপ শ্রবণ করিয়াছ? যদি প্রেমময়ীর পীযূষ-মধুর কোমল প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া তাদৃশ বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিতে

ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে, মথুরা কি বৃন্দাবনের নিকটে, শ্যাম-সলিলা যমুনার তটে একবার যাইয়া, নৈশ-নিস্তব্ধতার সময়ে উপবেশন কর। তুমি সেখানে যাহা শুনিতে পাইবে, এ জগতের আর কোথাও তাহা পরিশ্রুত হইবার নহে। যিনি যমুনার তটে সুখের শৈশব অতিবাহিত করিয়া, যৌবনে এই পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম প্রেম-ভক্তির পবিত্র ধর্ম্ম প্রচার এবং ধর্ম্ম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দ্বারা মানব-জাতিকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন,—যোগী যাঁহাকে 'যোগেশ্বর,' প্রেমিক যাঁহাকে 'প্রেমের গুরু', এবং কাঙ্গাল যাঁহাকে 'কাঙ্গালের ধন' বলিয়া পূজা করিয়াছিল,—যিনি জ্ঞান ও গুণ-গরিমায় পর্ব্বত হইতেও উচ্চ, হৃদয়ের গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র হইতেও গভীর হইয়া জীব-হৃদয়-রঞ্জনে শিশুর ন্যায় মৃদু স্বভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই চির-মনোহর শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ কত কাল হয় মানব-লীলা সংবরণ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। কিন্তু যমুনা তাঁহাকে পাসরিতে পারিয়াছে কি? সূর্য্য উদিত হইতেছে এবং সূর্য্য অস্ত যাইতেছে,—চন্দ্র তারা নভোমণ্ডলে প্রস্ফুটিত হইয়া পুনরায় লয় পাইতেছে—বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী, যুগের পর যুগ বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রেমবিহ্বলা যমুনা অদ্যাপি সেই প্রেমময় কৃষ্ণের প্রাণ-প্রিয় মধুর নাম বিস্মৃত হইতে পারে নাই। ভক্তি-বিরোধী বৌদ্ধ যমুনার তটে অনন্ত পতাকা উড়াইয়া নিরাশ-জ্ঞানের তত্ত্ব-সঙ্গীত গাইয়াছে; যমুনা সে গীতে কর্ণপাত

করে নাই। ভোগবিহ্বল যবন-ভূপতিরা শৌর্য্য ও শিল্প-সৌন্দর্য্যের বিবিধ দুর্লভ সম্পদ প্রদর্শন করিয়া যমুনাকে ভুলাইতে চাহিয়াছে। কিন্তু যমুনা তাহাদিগের শৌর্য্য কিংবা কারুকার্য্য কিছুরই দিকে ফিরিয়া চাহে নাই। যমুনার জল যেমন একটানা, যমুনার প্রাণও তেমনই একটানা। যমুনার কাল জল ও কোমল প্রাণে কৃষ্ণ নাম ভিন্ন আর কিছুই প্রতিধ্বনিত হয় না। যমুনার জলরাশি যখন গভীর নিশীথে কলকল করিয়া বহিয়া যায়, তখন প্রকৃতই এইরূপ মনে লয় যে, কেহ যেন শোকের অসহ্য জ্বালায় উন্মাদিত হইয়া 'হা কৃষ্ণ!' বলিয়া বিলাপ করিতেছে, এবং ঐ জল যখন বায়ু হিল্লোলে উচ্ছ্বসিত হইয়া গর্জ্জিতে থাকে, তখন নিশ্চয়ই এই ধারণা জন্মে যে পাগলিনী আর সহিতে না পারিয়া এক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে। হা যমুনে! তুমি কি স্রোতস্বিনী,—না কৃষ্ণ-হৃদয়-বিনোদিনী প্রেম-মূর্ত্তি শ্রীরাধিকার অশ্রুধারারূপিণী? মানুষ যে এখনও তোমার শোক-শীর্ণ বিষন্ন মূর্ত্তি দেখিলেই কৃষ্ণপ্রেমে আকুল হইয়া অশ্রুজলে ভাসিতে থাকে, ইহার আর কি কিছু কারণ আছে?

অকৃতজ্ঞ ভারতবাসী, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের ক্ষণিক সুখে অথবা ক্ষণিক দুঃখে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া, ভারতের ভূত-কীর্ত্তিস্বরূপ চির-কীর্ত্তনীয় মহাপুরুষদিগকে অনায়াসে ভুলিতে পারিয়াছে,—যাঁহাদিগের পদরজঃস্পর্শে পৃথিবী পবিত্র হইয়াছিল, যাঁহাদিগের

অপ্রতিম প্রতিভায় ও তেজঃপ্রভায় ভারত-ভূমি দেব-ভূমি এবং ভারতবাসীরা আর্য্যজাতি বলিয়া পরিচয় পাইয়াছিল, যাঁহাদিগের অলৌকিক শক্তির অজেয় আকর্ষণে ভারতের সামাজিক ধর্ম্ম, ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ ও করুণার অমৃত-রসে রঞ্জিত এবং মহত্ত্ব ও মাধুরীর সহিত পরিমিশ্রিত হইয়া এই পার্থিব জগতে সভ্যতার চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছিল,— যাঁহাদিগের কবি-জন-স্পৃহণীয় পৌরুষসৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া কবিতা আপনিই এক সময়ে প্রেমাধীনা দেব-কন্যার ন্যায় ভারতের অনন্ত কুঞ্জে কোকিলার মত্তকণ্ঠে মধুর গীত গাইয়াছিল, ভারত-সন্তান সেই প্রাণাধিকপ্রিয় প্রাণারাধ্য পুরুষ-প্রবরদিগকে অকাতর-মনে পাসরিয়া রহিয়াছে। কাহারও চক্ষু একফোঁটা জল দিয়াও তাঁহাদিগের তর্পণ করে না; কাহারও হৃদয় তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া সামান্য একটি নিশ্বাসেও উত্তপ্ত হয় না; কেহ দিনান্তেও একবার তাঁহাদিগের নাম করিয়া স্বজাতিবাৎসল্য ও স্বজনানুরাগের পরিচয় দেয় না; কিন্তু ভারতীয় আর্য্যের গৌরব-সহচরী সিন্ধু ও ভাগীরথী, নর্ম্মদা এবং গোদাবরী, আমার ঐ সরযূ ও যমুনা অথবা পুত্র-শোকাতুরা জননী কিংবা পতিশোক-বিবশা বিধবার ন্যায়, আজি বিংশতি শতাব্দীর সুদূর ব্যবধানেও ভারত বীরদিগের পুরাতন কথা কহিয়া কহিয়া পথ-শ্রান্ত পথিককে শোক ও বিস্ময়ের বিচিত্রভাবে অভিভূত করিতেছে,— তটস্থিত তরুলতা এবং

তরুশাখাস্থিত বিহঙ্গনিচয়কেও শোকে সংজ্ঞাশূন্য করিয়া রাখিতেছে; এবং যাহার শরীরে শোণিতের কিঞ্চিন্মাত্রও সঞ্চার আছে, যাহার হৃদয়যন্ত্র প্রায় নিস্পন্দ ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় এখনও একটুকু একটুকু স্পন্দিত হইতেছে, ঐ মর্ম্মস্পর্শী নৈশবিলাপ তাহাকেও আকুল ও উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে।

হা অদৃষ্ট! আমি আপনাকে আপনি মনুষ্য বলিয়া গণনা করি! হা অদৃষ্ট! আমি আমার এই স্বার্থসঙ্কুচিত পাষাণ-কঠিন প্রাণেরও আবার স্পর্দ্ধা করি! আমি যদি এইরূপ নির্ঘৃণ মনুষ্য না হইয়া বৃক্ষের একটি পাতা কিংবা বনের একটি ফুল হইতাম তাহাও আমার পক্ষে শত গুণে ভাল ছিল। আমার এ আগুন তাহা হইলে আমায় আর দহন করিত না। আমি অনুতাপের অরুন্তুদ জ্বালায় অহোরাত্র এইরূপ আর পুড়িয়া মরিতাম না, এবং স্মৃতি ও আশা, অভিমান ও আত্মাবমাননার বিরোধদুঃখও সর্ব্বদা আমাকে এরূপ দংশন করিতে পারিত না। যেমন নদীর জলে নির্ম্মাল্য পুষ্প,—হর্ষ নাই, বিষাদ নাই, ভূত নাই, ভবিষ্যৎ নাই,—আমিও তাহা হইলে ঠিক্ সেইরূপ থাকিতাম, এবং চিরকাল নদীর জলে ভাসিয়া ভাসিয়া অবশেষে আমার প্রাণ, মন ও আত্মার প্রার্থিত মহাসাগরে মিশিয়া যাইতাম। আমি আছি কি নাই, কেহ তাহা দেখিত না; আমি ছিলাম কি না, তাহাও কেহ জানিত না। যদি দেখিত কি জানিতে পাইত, তাহা

হইলে ইহা বুঝিয়াই দয়া করিত যে, তৃষ্ণা এতদিনে তৃপ্তির সহিত সঙ্গত হইয়াছে,—যে চলিতে পারে না, সে পরের শক্তিতে চালিত হইয়া গম্যস্থানে পঁহুচিয়াছে।

দুঃখে সুখ।

"মৃগতৃষ্ণিকার ফাঁদে
শুষ্ককণ্ঠে কেঁদে কেঁদে
এখন পেয়েছি এক সুখের সদন

হৃদয়! তুমি দুঃখের সঙ্গ ও সংস্পর্শ হইতে মুক্তি লাভের জন্য এসংসারে কোথায় যাইয়া পালাইয়া রহিবে? দুঃখে পরিম্লান হয় নাই, এমন মুখচ্ছবি কোথায়? আর দুঃখের মুর্ম্মুর-দহনে জর্জ্জরিত হয় নাই, এমন জীবনই বা কোথায়?

"কোথায় যাইবে হায়! কোন্ পথ সেই পথ
কঙ্কর কণ্টক যেথা নাই।"

যখন কোন জন-মানব শূন্য বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যস্থলে থাকি, এবং লতা ও পাতার আবরণে ঢাকা তরুরাজির শ্যাম-

রেখা দর্শন করিয়া, মৃগতৃষ্ণিকাভ্রান্ত তৃষাতুর কুরঙ্গের ন্যায় দেখিতে দেখিতে তাহার নিকটবর্ত্তী হই, তখন মনে করি যে, যে লোকালয় দূর হইতেই হৃদয়কে এত আনন্দিত করে, না জানি তাহাতে প্রবিষ্ট হইলে কত সুখেই সুখী হইব। যাহার বাহিরের শোভাই এত মনোহর, না জানি তাহার অভ্যন্তর-দেশ সুখ ও শান্তির সংমিশ্রণে কিরূপ মধুর। কিন্তু হায়! যেই লোকালয়ে প্রথম পদ-নিক্ষেপ করি, অমনি একে আর দেখিয়া স্তম্ভিত হই, এবং কি ভাবিলাম, কি হইল, ইহা চিন্তা করিয়া হতাশ হইয়া পড়ি। সেখানে যার দিকে চাই, তাহাকেই বিষাদে অবসন্ন দেখি; যার সহিত আলাপ করিতে যাই, তাহারই বুকের মধ্যে আগুনের একটা প্রচ্ছন্নশিখা দেখিয়া পরিতপ্ত হই। সেখানে সকলেরই যেন এক ভাব এক কথা।—

"সোনার গাগরী বিষ জল ভরি
কেবা আনি দিল আগে।
করিনু আহার না করি বিচার,
এ বধ কাহারে লাগে॥
নীর লোভে মৃগী পিয়াসে ধাইতে
ব্যাধ শর দিল বুকে।
জলের শফরী আহার করিতে
বড়শী লাগিল মুখে॥

নব ঘন হেরি, পিয়াসে চাতকী
চঞ্চু পসারল আশে—
বারিক কারণ বহল পবন,
কুলিশ মিলিল শেষে॥”

সেখানে রোগ, শোক, অনুতাপ, আশাভঙ্গ ও দৈন্য-দারিদ্র প্রভৃতি অশেষবিধ দুঃখের প্রাচুর্য্যসত্ত্বেও পরস্পরের সম্বন্ধে, আরও নানারূপ দুঃখসৃষ্টি, দুঃখবৃষ্টি এবং দুঃখের আধিপত্য বিস্তারই যেন জীবের প্রধান কার্য্য। দুটি চারিটি লোক এখানে ওখানে মানুষের দুঃখের বোঝা কমাইবার জন্য যত্ন না করিতেছে, এমন নহে। কিন্তু তাহারা সংখ্যায় বড় অল্প। যাহারা মানুষের দুঃখবৃদ্ধির জন্য দিবারাত্রি ব্যাপৃত, সেখানে তাহাদিগের সংখ্যা বেশী। সেখানে প্রীতি অথবা মমতার একখানি মধুরাক্ষরা রসনা যদি এক মুহূর্ত্তের তরে একটি পিপাসু প্রাণে সামান্য একটুকু শান্তি দেয়,—ক্রোধ, ক্রূরতা, ঈর্ষ্যা ও অহঙ্কারের শত সহস্র জিহ্বা, শত সহস্র হৃদয়ে, অহোরাত্র কুপিত ভুজঙ্গের মত আঘাত করিয়া, লোকনিবাসকে পার্থিব নরক-নিবাসে পরিণত করিয়া রাখে। ধনী, নিঃস্ব ও নিরাশ্রয়কে ন্যায়োচিত সাহায্য অথবা স্নেহের হস্তাবলম্ব প্রদান না করিয়া, দাম্ভিকতার বৃথা প্রদর্শনের দ্বারা, তাহার দুঃখের তীব্রতা বাড়ায়। পণ্ডিত ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা, অবোধ ও অজ্ঞদিগকে তাহাদিগের ক্ষীণতর

শক্তির অনুরূপ আলোক দান না করিয়া, আকারণ ধাঁধায় ফেলায়। আর, যাহারা ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও দয়া-দাক্ষিণ্য ও নিরভিমান সৌজন্যের দ্বারা মনুষ্যের প্রাণটাকে তাহার প্রাণারাধ্যের দিকে আকর্ষণ করিতে যত্ন না করিয়া, নীরস-নিঠুর "দূর দূর" দৃষ্টির দ্বারা, নিকটস্থকেও দূরে যাইতে বাধ্য করায়। যে নিরানন্দ, সে আপনি একটুকু আনন্দলাভের চেষ্টা না করিয়া পরের আনন্দ নষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পায়। যে একবারেই নিষ্কর্ম্মা ও নিরুৎসাহ, সেও আপনার পথ পাইবার উপায় চিন্তা না করিয়া, পরের কর্ম্মপথেই নিরন্তর কাঁটা ছড়ায়। শুধু ইহাই নহে, বন-ভূমি ব্যাঘ্রভল্লুকের বসতিস্থান হইয়াও যে সকল বিকট-জন্তুর পদ-চিহ্নে কলঙ্কিত হয় নাই, লোকালয়ে সেই সকল জন্তুরই বিশেষ প্রভাব। এই জন্যই লোকালয় সময়ে সময়ে অবলা ও দুর্ব্বলের 'ত্রাহি ত্রাহি' রবে কম্পিত হয়। এই জন্যই মানী সেখানে অতিলৌকিক দুঃখের অনিবার্য্য ক্লেশ হইতেও অপমানের ঘৃণার্হ দুঃখে অধিকতর ক্লিষ্ট রহে। সাধু ও সরল, বিশ্বাসঘাতকতার দুঃসহ জ্বালায় অহোরাত্র দগ্ধ হইয়া, তুষানলের যন্ত্রণা ভোগ করে; এবং উন্নত ও উচ্ছ্রিত পুরুষেরা, হৃদয়ে প্রীতির অমৃত-প্রস্রবণ ও আত্মায় আত্মোৎসর্গের আনন্দমাত্র পোষণ করিয়া, আপনাতে আপনি লুকাইযা থাকিতে ভালবাসে। লোকালয়ে, কি মণিমণ্ডিত স্বর্ণসিংহাসন, কি ধূলিধূসর তৃণশয্যা, সকল স্থলই কোন না

কোন রূপ দুঃখে অশ্রুজলে সমান অভিষিক্ত। কি প্রাসাদ, কি পর্ণকুটীর, সকল স্থানই দুঃখের দীর্ঘনিঃশ্বাসে সমান সন্তপ্ত।

"মর্ম্মরিলে তরুরাজি নৈশ সমীরণে,
আমি ভাবি, শুনি শাখী দুঃখ অভাগার
নিঃশ্বসিছে ধীরে ধীরে বিষাদিত মনে।
নিশির শিশির পড়ে, আমি ভাবি মনে
কাঁদিছে নক্ষত্রাবলী দুঃখিত গগনে।"

লোক লইয়াই লোকালয়। সুতরাং লোকালয় সম্বন্ধে যে কথা, পৃথক্ পৃথক্ রূপে পরীক্ষা করিলে, প্রত্যেক লোকের সম্বন্ধেই প্রায় সেই কথা। লোকালয়ের যেমন বাহির দেখিয়া মনুষ্য প্রথমতঃ বিমোহিত, শেষে প্রতারিত হয়, লোকের সম্বন্ধেও অহরহই সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। অনেকের সম্পর্কেই প্রথম-দর্শনে এইরূপ প্রতীতি জন্মে যে, বুঝি তাহাদিগের মত সুখী আর নাই। তাহাদিগের সস্মিত চক্ষু, সানন্দ কথোপ-কথন এবং প্রমোদ-প্রফুল্ল মুখচ্ছবি, সমস্তই সুখে উচ্ছল, সুখে যেন একবারে ঢল-ঢল। কিন্তু হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ কর, সেখানে সকল সময়েই হাহাকার। সেখানে জোয়ার নাই, সকল সময়ই একটানা ভাঁটা; যৌবন নাই, সকল সময়েই সেই এক শুষ্ক ও রুক্ষ বার্দ্ধক্য। বসন্তের সমীর সেখানে বহিতে পায় না। সেখানে বর্ষার বারিধারা নিদাঘ-দাহে

শাস্তি দেয় না, এবং প্রকৃত আনন্দ ক্ষণকালের তরেও তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না।

ঐ রূপ 'সুখী' লোকদিগের মধ্যে যাহারা জ্ঞান অথবা মনস্বিতার উচ্চ অভিমানে একটুকু বেশী কঠোর, তাহারা শ্বেত-মর্ম্মর-খচিত সুন্দরদৃশ্য শ্মশানের মত :—উপরে সুখ-সামগ্রীর পুষ্পিত আবরণ, অন্তরে শ্মশানের সন্তাপ এবং শ্মশানেরই ভস্মাবশেষ। যে দুঃখ রোদন-ধ্বনিতে পরিস্ফুট, ভাষার পরিব্যক্ত ও বাষ্পবারিতে বিধৌত হইয়া যায়, অথবা মনুষ্য মনুষ্যের কাছে প্রণয় কিংবা প্রয়োজনের অনুরোধে যেরূপ দুঃখের কথা কহিয়া সান্ত্বনা কিংবা সহানুভূতির প্রত্যাশা করে, তাহাদিগের দুঃখ সে জাতীয় নহে। তাহাদিগের দুঃখ বিষ-দিগ্ধ শলাকার মত মর্ম্মস্থানে লাগিয়া থাকে ;—স্পর্শ করিলেই অধিকতর বেদনা জন্মায়। তাহারা, এই হেতু, যতই সেই দুঃখের প্রগাঢ়তা অনুভব করে, ততই উহাকে নানারূপ যত্নের দ্বারা একবারে আত্মার অন্তস্তলে নিয়া লুকাইয়া রাখে। বুকের মধ্যে এক সঙ্গে শত বৃশ্চিক দংশন করিতে রহে ; কিন্তু তথাপি মুখে একটি কথা ফোঁটে না, তাহারা তাহাদিগের প্রাণটাকে বৃন্তচ্যুত কুসুমের মত পাদ-তলে পুনঃ পুনঃ দলন করিয়া পিশাচের জ্বলন্ত চুল্লীতে ফেলাইয়া দিতে পারে, তথাপি পরের কাছে প্রাণের দুঃখ, প্রাণের কথা প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। বাহিরের ব্যবহারে সুখী অথচ অন্তরে দুঃখ-

দগ্ধ এইরূপ ব্যক্তিদিগের মধ্যে আর এক শ্রেণীর লোকও দৃষ্ট হয়। তাহারা জ্ঞানী হইয়াও অভিমানী নহে, বরং একবারে অভিমানশূন্য ; এবং প্রীতি ও স্নেহশীলতা প্রভৃতি সকল প্রকার সুকোমল্ ভাবেই সতত পূর্ণ। পুষ্পপল্লবাবৃত শ্মশানের সঙ্গে তাহাদিগের সাদৃশ্য নাই। তাহাদিগের সাদৃশ্যের স্থল অর্দ্ধদগ্ধ বট ও অশ্বত্থ প্রভৃতি বড় বড় বৃক্ষ। বট এবং অশ্বত্থ প্রভৃতি প্রকাণ্ড পাদপ-নিচয় যেমন শরীরের একদিকে দগ্ধ হইয়াও অন্যদিকে শত সহস্র বিহঙ্গকে কোলে আবরিয়া রাখে, তাদৃশ প্রীতিমান্ ও স্নেহময় পুরুষেরাও পরের সুখ এবং পরের শান্তি কামনায় আত্মার একদিকে দগ্ধ হইয়া আর একদিকে প্রফুল্লতার উচ্ছ্বাস প্রদর্শন করে। আপনার আগুনে আপনি পুড়িয়া পুড়িয়া ভস্ম হয়, অথচ পাছে আপনা হইতে দুর্ব্বল অন্য কাহারও গায়ে সে আগুনের ঝাঁজ লাগে, পাছে সে আগুন অন্য কাহারও সুখ-শান্তির বিঘাতক হইয়া উঠে, এই ভয়ে সতত সহস্র প্রকার কৃত্রিম আমোদের আশ্রয় লয়। অহো! কি উচ্চাশয়া কপটতা! অহো! কি উদার আত্মনিগ্রহ!

তবে কি মনুষ্যজগৎ সম্পূর্ণরূপে এবং সর্ব্বতোভাবেই সুখ-সম্পর্কশূন্য? এমন কথা নহে। চক্ষু যেখানে পলকে পলকে নূতন মূর্ত্তি এবং রূপের নূতন লহরী দেখিয়া নিত্য নূতন সুখ অনুভব করে, সে স্থান কখনও একবারে সুখ-শূন্য হয় না। কর্ণ যেখানে বিহগ-কূজন এবং বীণা ও বেণু প্রভৃতির

বিনোদ-নিঃস্বনে প্রতিক্ষণেই নূতন সুখের সন্নিহিত হয়, সে স্থান কখনও একবারে সুখ-শূন্য হয় না। রসনা যেখানে সহস্রপ্রকার ভোগ্যবস্তুতে প্রতিমুহূর্ত্তেই নূতন রসের স্বাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে, সে স্থান কখনও একবারে সুখ-শূন্য হয় না। বুদ্ধি যেখানে প্রতিদিবসেই শিক্ষার নূতন পথে নূতন কথা শিখিয়া জ্ঞানের নূতন আলোক দর্শনে বিস্ময়ে বিমোহিত রহে, সে স্থান কখনও একবারে সুখ-শূন্য হয় না। ফলতঃ, মনুষ্যদেহের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই সুখের একটি উন্মুক্ত দ্বার, মনুষ্যের প্রত্যেক মনোবৃত্তিই অশেষবিধ সুখের বিচিত্র সোপান। কিন্তু তথাপি মনুষ্য দুঃখী।

যাহা প্রচলিত ভাষায় মনুষ্যের সুখ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে, তাহাও কি দুঃখ-সম্পর্ক-শূন্য? এ বড় বিষম সমস্যা। ইহার দুই দিক্ই দুরারোহ। মনুষ্য যত প্রকার সুখের অধিকারী, তাহার মধ্যে কতকগুলি সুখ পাশব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কেন না, মেষ ও মহিষ এবং ব্যাঘ্র ও ভল্লুক প্রভৃতি সকল প্রকার পশুরই ঐ সকল সুখে, স্বভাবের পার্থক্য অনুসারে, সমান অধিকার। যাহারা প্রকৃতির অনুচ্চ-বিকাশে অথবা কর্ম্মদোষে পাশব-সুখ ভিন্ন অন্য কোনরূপ সুখের যোগ্য নহে, অথবা যাহারা উল্লিখিতরূপ পাশব-সুখ লইয়াই একবারে উন্মত্ত ও আত্মবিস্মৃত, তাহারা কিছুকাল দুঃখের একটুকু অনধিগম্য রহে। অপিচ, তাহাদিগের সর্ব্ব-প্রকার ক্ষুধাই সমস্ত দিন এমন ভয়ঙ্কর ভাবে 'খাই খাই' করে,

এবং তাহাদিগকে খাদ্যের অন্বেষণে এমনই উন্মাদিত রাখে যে, তাহারা প্রায়শঃ কখনও সুখ-দুঃখের পার্থক্য বুঝিবার সময় পায় না। আর এক কথা এই, তাহাদিগের ক্ষুধার তৃপ্তি অথবা সুখের পথে যাহা কিছু বিঘ্ন থাকুক, তাহা বাহিরে। ভিতরে, ভয় ছাড়া আর কোনরূপ কণ্টক কিংবা প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে না। সুতরাং, ছাগ ও কুক্কুট প্রভৃতি জীব সাধারণতঃ যে জন্য সতত সন্তুপ্ত, ভোগ্যের অন্বেষণ-বর্ত্মে বাহিরে কোনরূপ বাধা না ঘটিলে, তাহারও সেইরূপ সুখ-সন্তুষ্ট। সর্প, শিশুর সুকুমার অঙ্গে পুনঃ পুনঃ দংশন করিয়াও যে জন্য লজ্জিত কিংবা দুঃখিত না হইয়া, আত্মসুখে প্রীত রহে, তাহারাও আপনার সুখ-স্বার্থের অন্বেষণে, পরের মর্ম্মচ্ছেদ করিয়া, সেই জন্যই অপূর্ব্ব সন্তোষলাভ করিয়া থাকে। কারণ, প্রীতি যেখানে ফোটে নাই, দয়া যেখানে বিকসিত হয় নাই, এবং ন্যায়পরতা ও ভক্তি যেখানে অঙ্কুরিত হইবারও স্থান পায় নাই, সেখানে কে কাহারে শাসন করে, কে কাহার কোন্ সুখের উপর দুঃখের ছায়া ফলায়? কিন্তু যাহারা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া মনুষ্যত্বের পথে একটুকুও উপরে উঠিয়াছে, দুঃখ হইতে এই ভাবে নিষ্কৃতিলাভ অথবা এই অবস্থার সুখ-সন্তোষ কোন দিনও তাহাদিগের প্রার্থনীয় নহে। তাহারা এইরূপ দুঃখশূন্য জীবন অথবা সুখের কথা শুনিলে ভয়ে শিহরিয়া উঠে। মিল বলিয়াছেন যে, সুখ-সন্তুষ্ট শূকর অপেক্ষা দুঃখদগ্ধ মনুষ্যের জীবনই অধিকতর বাঞ্ছনীয়, এবং সুখ-সন্তুষ্ট মূর্খ

অপেক্ষা দুঃখজর্জ্জরিত সক্রেতিসের জীবনই অধিকতর স্পৃহনীয়।* এইরূপ শোচনীয় সুখের পাশব-গ্রাম অতিক্রম করিয়া মনুষ্যোচিত জীবনের উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিলেই দেখিতে পাই যে, মনুষ্য যে সকল সুখের জন্য দিনকে রাত্রি এবং রাত্রিকে দিন করিয়া তপস্বীর ন্যায় ঊর্দ্ধে তাকাইয়া থাকে, ডুবারুর ন্যায় সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়, অথবা কাপালিকের ন্যায় কঠোরকর্ম্মা হয়, তাদৃশ কোন সুখই নিরবচ্ছিন্ন সুখ নহে।

* "It is indisputable that the being whose capacities of enjoyment are low, has the greatest chance of having them fully satisfied; and a highly-endowed being will always feel that any happiness which he can look for, as the world is constituted, is imperfect. But he can learn to bear its imperfections, if they are at all bearable; and they will not make him envy the being who is indeed unconscious of the imperfections, but only because he feels not at all the good which those imperfections qualify. *It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied.* And if the fool, or the pig, is of a different opinion, it is because they only know their own side of the question. The other party to the comparison knows both sides."

J. S. Mill.

মনুষ্যের যে সুখে যতটুকু তৃপ্তি, হায়! তাহাতেই আবার ততটুকু অতৃপ্তি। আশা যখন উৎফুল্ল হইয়া উঠে, স্মৃতি তখন বৃশ্চিকের মত দংশন করে; এবং স্মৃতি যখন পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটুকু সুখী হইতে ইচ্ছা করে, বর্ত্তমান ক্ষণের অবশ্যভোগ্য অপরিত্যাজ্য যন্ত্রণারাশি তখন উহার সকল সুখেই দুঃখের গরল মাখিয়া দিতে থাকে।

এ কথার এক প্রমাণ পৃথিবীর সঙ্গীত, আর এক প্রমাণ পৃথিবীর সাহিত্য। যে সকল সঙ্গীত, প্রমোদ-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া, আদ্ধার তালের ঠমকে ঠমকে, নর্ত্তকীর মত নৃত্য করে, কিবা প্রেমের গভীর ভাব, কিবা সাধনার গভীর চিন্তা, কিবা ভক্তি, কিবা বিস্ময়, ইহার কিছুই তদ্দারা প্রবাহিত হয় না। সফরী অল্প জলে নাচিয়া নাচিয়া এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া খেলা করিতে পারে, অগাধ জলের রোহিত ও মকর মুহূর্ত্তকালও সেখানে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে, যে সকল গীত প্রেমিক কিংবা সাধক ও ভক্তের হৃদয়-গহ্বর-নিঃসৃত গাঢ়তর সুখের গুরুভার বহন করিয়া, মন্থরগতিতে চলিতে থাকে, তাহার সমস্তই মনুষ্যজগতের বিলাপ-ধ্বনির ন্যায় শ্রূয়মাণ হয়। মনুষ্য সুখ-পূর্ণ হৃদয়ে, সুখের উচ্ছ্বাসে সুখেরই গীত গায়; তথাপি শ্রোতার চিত্ত কেমন এক অনির্ব্বচনীয় দুঃখে পরিপ্লুত হইয়া, ক্ষণে স্ফীত ও ক্ষণে অবসন্ন হইতে রহে,—মনুষ্যহৃদয়ের সে গভীর সুখ গভীর দুঃখে মিশিয়া যায়।

কথাটা সাহিত্যে অধিকতর পরিস্ফুট। সাহিত্য যখনই রসে গাঢ়, স্বাদে বিশুদ্ধ ও মধুর, এবং উৎকর্ষে অধিকতর উচ্চ, সুতরাং অধিকতর আরাধ্য হয়, তখনই উহার সুখের চিত্র, মেঘাবৃত চন্দ্রমার মত, দুঃখেরই আর এক খানি মূর্ত্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সাহিত্যের মূলমন্ত্র সুখ। মনুষ্য কোন্ পথে চলিয়া কোথায় যাইয়া সুখী হইতে পারে, সাহিত্য তাহাই সাক্ষাৎসম্বন্ধে অথবা প্রকারান্তরে প্রদর্শন করে। মনুষ্য কিরূপ সুখকে বিষবৎ পরিহার করিয়া, কিরূপ সুখের ভজনা করিলে, ক্রমে উন্নত ও জীবনে চরিতার্থ হইবে, সাহিত্য তাহারই আদর্শচিত্র আঁকিয়া দেখায়। ইতিহাস, উপন্যাস, কাব্য দর্শন, নীতিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান, সকল শাস্ত্রেরই ঐ এক কথা, সাহিত্যের সকল বিভাগেই ঐ এক আলাপ। সাহিত্য যে সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি আঁকিতে যত্নবান্ হয়, ইহার এই অর্থ যে, সুন্দরের উপাসনা করিতে শিখিলেই মানুষ আপনি সুন্দর হইয়া পরিণামে সুখী হইবে। সাহিত্য যে কুৎসিত ও বীভৎসের কদর্য্য মূর্ত্তি আঁকিয়া মনুষ্যের বিরক্তি জন্মায়, তাহারও এই অর্থ যে, মনুষ্য কুৎসিত ও বীভৎস বস্তুকে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করিতে শিখিলেই পরিশেষে সৌন্দর্য্যে অনুরাগী হইয়া সুখের পথ পাইবে। কিন্তু যদি দেখিতে ইচ্ছা হয় চাহিয়া দেখ, সাহিত্যের যে চিত্র মানুষের চক্ষে যত বেশী সুখ-প্রদ, সুখ-শীতল, জানি না কি এক ভাবের পরিমিশ্রণে সেই চিত্রই তত বেশী দুঃখাবহ।

কালিদাস মনুষ্যোচিত সুখের কএক খানি চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি এখানে কেবল দুই খানি চিত্রেরই নাম লইব। তাঁহার প্রথম চিত্র মালবিকা এবং অগ্নিমিত্রের * প্রেম ও সুখের ইতিহাস লইয়া ;—শেষ চিত্র অবনীর অতুল-

* মালবিকা—বিদর্ভের অন্তর্গত মালব-প্রদেশীয় রাজকন্যা,—রাজা মাধবসেনের কনিষ্ঠা ভগিনী,—বিদ্যাধরীর ন্যায় সুন্দরী,—নৃত্য-গীত-প্রভৃতি বিলাস-বিদ্যায় নিপুণা, প্রণয়োন্মুখী নবযুবতী। অগ্নিমিত্র বিদিশানগরীর বিশ্রুতনামা রাজা,—বৌদ্ধদ্রোহী বিখ্যাত যোদ্ধা পুষ্প-মিত্রের একমাত্র পুত্র ;—প্রৌঢ় যুবা, প্রণয়পিপাসু, প্রমোদ-বিহ্বল। বৃদ্ধ পুষ্পমিত্র সেনাপতিরূপে রাজ্যশাসন এবং রাজ্য সংরক্ষণে ব্যাপৃত রহিতেন। অগ্নিমিত্র, পিতার পৌরুষে রাজপদে ও রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, রমণীরঞ্জন কাব্যনাটকের রসাস্বাদ ও রমণীমোহন রসবিলাসেই দিনপাত করিতেন। রাজা মাধবসেন মালবিকাকে অগ্নিমিত্রের হস্তে সম্প্রদানের উদ্দেশ্যে, পৌর-জন-সমভিব্যাহারে বিদি-শার অভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মালবিকা পথে দস্যুকর্তৃক অপহৃত হইয়া অগ্নিমিত্রের গৃহে দাসীরূপে আশ্রয় লাভ করেন, এবং সেখানে প্রথমতঃ রাজার সহিত গান্ধর্ব্ব বিধানে সঙ্গতা হইয়া, পরিচয়ের পর, পশ্চাৎ তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী হন। অগ্নিমিত্রের তিন মহিষী। জ্যেষ্ঠা ও প্রধানার নাম ধারিণী, মধ্যমার নাম ইরাবতী এবং শেষ পরিণীতা এই মালবিকা। ধারিণী যেরূপ স্নেহশীলা ও উদার-হৃদয়া, ইরাবতী তেমনই কুটিলা ও কোপন-স্বভাবা ছিলেন। ইরাবতী মাল-বিকাকে নানা প্রকারে যন্ত্রণা দিতে চাহিতেন, ধারিণী তাঁহাকে স্নেহের ছায়াদানে সুখী করিতেন।

সম্পদ অভিজ্ঞান-শকুন্তল। তাঁহার প্রথম চিত্রের কোন স্থানেও দুঃখের এমন একটি রেখাপাত হয় নাই, যাহা কাহারও চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইতে পারে। উহার আগাগোড়া সর্ব্বত্রই সুখের সমান উল্লাস,—সর্ব্বত্রই নব-বসন্তের নূতন আমোদ, নববিকশিত ফুলের নূতন শোভা; ফুলের হাসি, ফুলের মধু, ফুলের সৌরভ, ফুলের গৌরব; এবং উহাতে যতটুকু সুখ আছে, তাহাও সুতরাং ফুলের মত কোমল। কিন্তু সে সুখ এত লঘু, এত তরল যে, তাহা মনুষ্যহৃদয়কে ক্ষণকালও আকৃষ্ট রাখিতে পারে না,—তাহা মনুষ্যহৃদয়ের উপর দিয়াই ভাসিয়া যায়, অন্তস্তলে প্রবেশ-পথ পায় না;—মনুষ্যের মধ্যে যাহারা বড়, যাহাদিগের কল্পনা উচ্চ, আশা ও পিপাসা উচ্চজাতীয়, তাহারা কেহই মালবিকা কিংবা অগ্নিমিত্রের সেই ষট্‌পদ-বিলাস-যোগ্য সামান্য সুখকে আপনাদিগের প্রাণের মধ্যে আনিয়া পুষিয়া রাখিবার জন্য অধীর হয় না। কালিদাসের শেষ চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, সেখানে সকলই আর এক প্রকার। সে চিত্রের চরমলক্ষ্য সুখ। কিন্তু সে সুখ, মাধুর্য্যে টল-টল হইয়াও, স্বাদে একটুকু বেশী বিশুদ্ধ, এবং এই জন্যই, অগ্নি-দগ্ধ সুবর্ণের ন্যায়, দুঃখ-দগ্ধ। মনুষ্যমাত্রেই তাদৃশ মহৎ সুখকে আপনার মন ও প্রাণের মধ্যস্থলে যজ্ঞীয় অগ্নির ন্যায় প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতে চাহে, অথচ যে যখন হাত বাড়ায়, তাহারই হাতে আগুনের একটুকু ঝাঁজ লাগে—সেই কাঁদিয়া অধীর হয়।

প্রেমময় সুখের প্রতিমূর্ত্তিচিত্রণে শেক্ষপীর কালিদাসেরও পূজার্হ গুরু, অথবা পৃথিবীস্থ সকলেরই গুরুস্থানীয়। কেন না, মানব-চরিত্রে প্রেমের যত প্রকার বৈচিত্র্য সম্ভবে, তিনি তাহার সমস্তই সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম ভেদের সহিত তন্নতচ্ছেদ করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন এবং উঁহার উজ্জ্বল ও ক্ষীণ-প্রভ, নির্ম্মল ও মলিন, সকল প্রকার চিত্রই তাঁহার ঐন্দ্রজালিক তুলিকায় অবিনশ্বর রেখায় চিত্রিত রহিয়াছে। তাঁহার অফিলিয়া, * তাঁহার দেস্‌দিমোনা, তাঁহার জুলিয়েট, তাঁহার ক্লিওপেট্রা, প্রত্যেকেই প্রেমের এক একখানি অদৃষ্টপূর্ব্ব আলেখ্য; এবং প্রত্যেক আলেখ্যই আপনাতে আপনি নূতন। অফিলিয়া ও দেস্‌দিমোনা † উভয়েই কোমল-স্বভাবা, কোমলতার এক এক

* অফিলিয়া,—হামলেট্ নামক নাটকের নায়িকা,—পিতৃশোক-প্রমথিত যুবরাজ হামলেটের প্রণয়ারাধ্যা—পবিত্র-হৃদয়া, কুমারী। হামলেট ডেন্‌মার্কের তদানীন্তন রাজা ক্লডিয়সকে তাঁহার পিতৃঘাতী পরমশত্রু জ্ঞানে মনে মনে ঘোরতর বিদ্বেষ করিতেন। তিনি যখন ক্লডিয়সকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে ভ্রম বশতঃ পলোনিয়সকে হত্যা করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরিত হন, প্রেমাবিষ্টপ্রাণা অফিলিয়া তখন শোকে ও বিরহে পাগল হইয়া জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

† দেস্‌দিমোনা,—ভিনিস-নগরীয় রাজ সভার অন্যতম সদস্য ব্রাবান্‌সিওর একমাত্র কন্যা,—অথেলো নামক মূর-জাতীয় বিখ্যাত বীর-সেনাপতির গুণ-মুগ্ধা ধর্ম্মপত্নী। অথেলো যেমন সরল সাধু ও বিশ্বাস-পরায়ণ বীর, দেস্‌দিমোনাও সেইরূপ পতিপ্রাণা সতী বলিয়া সাহিত্যে

খানি অতুল্য প্রতিমা। অথচ, সে কোমলতার সহিত কোমলতারই কি অপরূপ পার্থক্য! দুইয়েই ভীরু। ভয়ে এক জনের হৃদয়-নিহিত গভীর প্রেম এত লুক্কায়িত হইয়া রহিতেছে যে উহা আছে কি নাই, সে বিষয়ে তাহার নিজেরই যেন সংশয় জন্মিতেছে। ভয়ে আর এক জনের প্রেম, আর লুকাইয়া রহিতে না পারিয়া, ছিন্ন-মূলা, ব্রততীর ন্যায়, পতির চরণতলে লুটাইয়া পড়িতেছে। দুইয়েই বাণ-বিদ্ধ কপোতীর ন্যায় আপনার বুকের দুঃখ বুকের মধ্যে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য যত্ন পাইতেছে। এক জন, সে দুঃখের প্রগাঢ়তায় আপনাকে এবং আপনার প্রাণাধিক প্রিয়তমকেও একবারে পাসরিয়া, কালের অনন্ত সমুদ্রে নীরবে ভাসিয়া যাইতেছে। আর এক জন, আত্মোৎসর্গের চরম-পরীক্ষা সময়েও, প্রাণাধিককে প্রেমভক্তির মধুরস্বরে সম্ভাষণ করিয়া, জন্মের শোধ বিদায় লইতেছে। এদিকে

সম্মানিত। অথেলোর একটি কর্ম্মচারী ছিল, তাহার নাম ইয়াগো। সে এই ধর্ম্মসূত্র গ্রথিত প্রণয়িযুগলের পরস্পর গভীর প্রেমে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া ইঁহাদিগের মধ্যে ভেদ জন্মাইবার বুদ্ধি করে, এবং নানারূপ কূটকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা অথেলোর চিত্তে, দেস্‌দিমোনার চরিত্রগত পবিত্রতা বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ জন্মায়। অথেলো, সে দুঃখ সহিতে না পারিয়া, দেস্‌দিমোনার বুকে ছুরি বসাইয়া দেন, এবং সেই ছুরি দ্বারাই পরিশেষে আপনার প্রাণ বিনাশ করেন। দেব-স্বভাবা দেস্‌দিমোনা মৃত্যুকালেও তাঁহার প্রতারিত পতির মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন।

আবার জুলিয়েট * ও ক্লিওপেট্রা † উভয়েই লালসার তরতর-ধারা প্রবহমাণা, অথচ সে লালসার সহিত লালসারই কি প্রভেদ! লালসা, এক জনের স্নিগ্ধচক্ষু ও স্নেহার্দ্র অধর হইতে মন্দাকিনীর অমৃত-ধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়া, প্রিয়তমের প্রাণ জুড়াইতেছে,—প্রিয়তমকে সুদূরলভ্য পবিত্র স্বর্গ-সুখের পূর্ব্বস্বাদ প্রদান করিতেছে। লালসা, আর এক জনের প্রতপ্তহৃদয় হইতে গরল-ধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়া, আপনার গতি-পথে ভাল মন্দ সমস্ত বস্তুকেই দগ্ধ করিয়া যাইতেছে, এবং যাহার দিকে প্রবাহিত, সেই প্রাণপ্রিয় প্রেমাস্পদকেও একবারে পোড়াইয়া ফেলিতেছে। শেক্ষপীরের অসংখ্য চিত্র। তাঁহার প্রত্যেক চিত্রের সহিত প্রত্যেক চিত্রের এইরূপ নৈকট্য ও দূরতা এবং সমস্ত চিত্রের একত্র প্রদর্শনে, এই হেতুই, অসংখ্য কুসুম-শোভিনী বনভূমির সেই অনির্ব্বচনীয় বিচিত্রতা। কিন্তু মনুষ্যের তৃষিত চক্ষু তাঁহার সে বিশাল ও বিচিত্র চিত্রপটে কি দেখিতে পায়? দেখিতে

* জুলিয়েট—ভিরোণা নগরের সমৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত অধিবাসী লর্ড ক্যাপুলেটের রূপসী কন্যা,—উল্লিখিত ভিরোণার অন্যতর সম্ভ্রান্ত অধিবাসী লর্ড মন্তাগুর পুত্র রূপ-গুণ-প্রসিদ্ধ রোমিওর প্রাণাধিক প্রিয়তমা,—রোমিওর প্রেমে উন্মাদিনী।

† ক্লিওপেট্রা,—মিশরদেশের রাজকন্যা,—পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ়া,——রোমের রাজ-বীর অমিতপরাক্রম এণ্টনির প্রণয়িনী—বিখ্যাত সুন্দরী, বিখ্যাত বিলাসিনী।

পায় যে, জল-ভার-পূর্ণ মেঘ যেমন বুকের মধ্যে বিদ্যুতের আগুন পোষে, সুখ-ভার-পূর্ণ প্রেমময় হৃদয়ও সুখের সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ একটা দুঃখের আগুন পুষিয়া থাকে। দেখিতে পায় যে, যে সুখ আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া যত বেশী শোধিত হয়, সেই সুখই উৎকর্ষের পর উচ্চতর উৎকর্ষে তত বেশী পরিণত রহে; এবং ইহাও দেখিতে পায় যে, মনুষ্য সাধারণতঃ যত কেন নিকৃষ্ট ও নীচাশয় হউক না, মনুষ্যজাতির সমবেত-হৃদয় সে দুঃখ-শোধিত পবিত্র সুখকেই দেবতার ভোগ্য জ্ঞানে পূজা করে।

কিন্তু মনুষ্যের সুখ যদি দুঃখের সম্পর্কশূন্য না হয়, মনুষ্যের দুঃখও একবারে সুখ-শূন্য নহে। সুখে যেমন দুঃখ আছে, দুঃখেও তেমন সুখ আছে; এবং আমার এই পোড়া মন, আমার এই কঠিন প্রাণ ঐরূপ নীরস ও কঠোর সুখকেই বেশী ভালবাসে।

সুখে যে সুখ, সে শরৎকালীন মেঘের ন্যায় চঞ্চল, মেঘভাঙ্গা রৌদ্রের ক্ষণিক হাস্যের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; পদ্মপত্রের শিশির-বিন্দুর ন্যায় টল-টল, প্রভাত-পদ্মের লাবণ্যের মত লজ্জা-ভয়ে জড়সড়। আর দুঃখে যে সুখ, সে মেঘাবৃত প্রাবৃট্‌যামিনী অথবা তুষার-সমাবৃত পর্ব্বতের সেই ধ্যানযোগ্য শোভার ন্যায় অচঞ্চল, সাগরজলের ন্যায় গভীর, সমাধিমন্দিরের ন্যায় শান্ত ও নির্ভীক, এবং 'নিবাত' দীপশিখার ন্যায় নিকম্প ও নীরব। যে সুখে সুখী, সে সংসারের নিকট ঋণী। সে যাহা পাইতে

অধিকারী কিংবা উপযুক্ত নহে, তাহা সে পাইয়াছে। সুখ তাহাকে পরাধীন ও পর-প্রত্যাশী করিয়াছে। তাহার হৃদয় রক্ত-পুষ্ট গন্ধকীটের মত গতিশক্তি হারাইয়া নিশ্চেষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে; সে ভোগ-লালসার দুর্নিবার তাড়নায় পরিশেষে ভোগেরই ভোগ্য হইয়া আপনাকে হারাইয়াছে। যে দুঃখে সুখী, সে সংসারের নিকট অঋণী। সে যাহা পাইতে অধিকারী কিংবা উপযুক্ত ছিল, তাহা সে পায় নাই। সে স্বাধীন, সে স্বতন্ত্র। তাহার হৃদয় সফরীর বিক্ষেপের ন্যায় চাপল্য দেখায় না, এবং তাহার অন্তরাত্মাও ক্ষণ-মুহূর্তের জন্য দাক্ষিণে কিংবা বামে হেলিয়া পড়ে না। যে এ সংসারকে কিছুই দেয় নাই, দিতে পারে নাই, দিবার যোগ্য হয় নাই, অথচ সংসারের নিকট সহস্র পাইয়াছে, সে সুখী হইলেও সম্মানার্হ নহে। তাহার সে সুখ মুখ ফুটিয়া কথা কহিতে পারে না; সে যদি সংসারের কাছে হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞ রহিতে পারে, তাহার পক্ষে তাহাই প্রচুর। কিন্তু যে নিয়ত দান করে অথচ প্রতিদানে কিছুই পায় না,—আপনাকে মুক্তহস্তে বিলাইয়া দেয়, অথচ সংসারের নিকট কোন দিন কিছু পায় নাই বলিয়া এখন আর কোনরূপ প্রত্যাশা রাখে না, সে কৃতজ্ঞতায় ঐরূপ অবনত হইতে না পারিলেও আত্মনির্ভরের দৃঢ়-ভূমিতে অটল রহিবার উপযুক্ত,—অতএব দুঃখে আকণ্ঠমগ্ন রহিলেও সুখী। তাহার মস্তকের উপর ঝটিকার পর ঝটিকা

বহিয়া যায়, তাহার হৃদয়ের দাবানল দিনে নিশীথে সমান ভাবে ধগ্ ধগ্ করিয়া জ্বলিতে থাকে, নিদ্রা তাহার চক্ষুকে পরিত্যাগ করে, শান্তি তাহা হইতে সশঙ্কভাবে দূরে রহে, প্রীতি এবং কোমলতা তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া বসে, তথাপি তাহা সুখ। কারণ, সে তাহার আত্মদানরূপ মহাবলির বিনিময়ে কিছুই পায় নাই বলিয়া আত্মপ্রসাদের আশ্রয় পাইয়াছে, এবং সুতরাং সে দুঃখে সুখী।

শকুন্তলা কখন সুখে ছিলেন? কণ্বের কুসুমাস্তীর্ণ তপোবনে, না—কশ্যপের আশ্রমে? আমার হৃদয় সখিসমাবৃতা প্রিয়-সম্ভাষণ-পুলকিতা আনন্দদুলিতা শকুন্তলা অপেক্ষা অব-হেলিতা, প্রবঞ্চিতা অন্যায়তঃ প্রত্যাখ্যাতা তপস্বিনী শকুন্তলাকেই অধিকতর সুখী বলিয়া হিংসা করে। মৃদুনাদিনী মালিনী ধীরে বহিয়া যাইতেছে, বসন্তের মৃদুমধুর ও সুখ-শীতল সমীর, সে মালিনীর জলে স্নাত হইয়া, মল্লিকা ও মালতীর সৌরভের সহিত ধীরে ধীরে খেলা করিতেছে; মধুলুব্ধ ভ্রমর সে বসন্তসমীরে তাড়িত হইয়া সুন্দরীর সুকুমার মুখারবিন্দে উড়িয়া পড়িতেছে, সমানবয়স্ক সখীরা ভ্রমরের সে ভ্রমান্ধতা এবং ভ্রমর-ভয়-বিহ্বলা সুন্দরীর সে বিনোদবিভ্রম দর্শনে প্রণয়ে গলিয়া,—প্রণয়ে ঢলিয়া পরিহাস করিতেছে; এমন সময়ে একটি রূপ-নিধান যুবার নয়নের সহিত নয়ন-সঙ্গতি হইলে যুবতী মাত্রেরই হৃদয়রুদ্ধ প্রেমের উৎস সহসা উথলিয়া উঠিতে পারে। এইরূপ অনেকেরই

হইয়া থাকে। মিরন্দারও * এমনই হইয়াছিল। সে তাহার পিতার বিজন-বাসে সহসা ফর্দিনন্দের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া নয়ন ভরিয়া রূপ দেখিয়াছিল, রূপের মোহে আত্মহারা হইয়া মুখরার ন্যায়, মনের কথা খুলিয়া কহিয়াছিল। সে অনুসূয়া এবং প্রিয়ংবদার ন্যায়, প্রিয়ভাষিণী সখীর কাছে ইঙ্গিতে ও উপহাসে পরীক্ষিত এবং প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত না হইয়াও, প্রেমজ-সুখের আধিপত্য অনুভব করিয়াছিল তাই বলিয়াছি যে, এরূপ আকস্মিক প্রেম বিস্ময়াবহ নহে। কিন্তু যে প্রেম অপমানের অনন্ত বৃশ্চিক-দংশনে টলে না, প্রিয়তমের অভাবনীয় দুর্নীত

* মিরন্দা।—শেক্ষপীর প্রণীত The Tempest অর্থাৎ ঝটিকা নামক নাটকের নায়িকা ;—মিলান নগরের ভূতপূর্ব্ব অধিরাজ, উদার চরিত্র উচ্চশিক্ষান্বিত, ইদানীং সমুদ্রমধ্যস্থ জনশূন্য দ্বীপনিবাসী নির্ব্বাসিত প্রস্পিরোর একমাত্র কন্যা ;—পঞ্চদশবর্ষীয়া—পুষ্পিত-লাবণ্যা—প্রস্ফুটনোন্মুখী—পবিত্র-হৃদয়া, দয়াশীলা যুবতী। প্রস্পিরো তদায় কনিষ্ঠভ্রাতা এণ্টনিয়োর হস্তে সমস্ত রাজ-কার্য্য ও রাজ্য-ভার সমর্পণ করিয়া অহোরাত্র অধ্যয়নে রত ছিলেন। এই অবস্থায় কএক বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর ভ্রাতৃদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক এণ্টনিয়ো নেপল্‌স্ নগরের রাজা এলন্সোর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, তদীয় সাহায্যে, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃকন্যা মিরন্দাকে একখানি ক্ষুদ্র ও ভগ্ন ডিঙ্গায় চড়াইয়া গভীর রাত্রিতে সমুদ্রে ভাসাইয়া দেয়। রাজকুমারী মিরন্দা তখন তিন বৎসরের শিশু। মিরন্দা সেই দুধের শৈশব হইতে, এইকাল পর্য্যন্ত পিতা ভিন্ন আর কোন পুরুষ অথবা মনুষ্যের মুখচ্ছবি দেখিতে পায় নাই।

ব্যবহারে এবং সঙ্গে সঙ্গে সংসারের অশেষবিধ দুরুচ্চার নিগ্রহেও আপনার মহামন্ত্র ভোলে না, তাহা প্রকৃতই বিস্ময়াস্পদ ও সমস্ত জগতের পূজাযোগ্য। যে শকুন্তলা কক্ষে জলপূর্ণ কলসী লইয়া আলবালে জল-সেচন করিয়াছিলেন, এবং আপনার কটিপিনদ্ধ বল্কলবন্ধনের সুখদক্লেশে সখি-মুখে যৌবন-সমাগমের সুখের কথা শুনিয়া সলজ্জ প্রণয়কোপে ঝঙ্কার দিয়াছিলেন, তাদৃশ শকুন্তলা জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীর ন্যায় যার-পর-নাই মধুময়ী হইলেও জগতে দুর্লভ নহে। কিন্তু যে শকুন্তলা অঙ্গে পূর্ণায়ত যৌবন ও পূর্ণ বিকশিত রূপের বোঝা এবং অন্তরে দুঃখের অপার ও অতল সমুদ্র বহন করিয়াও কুলপতি কশ্যপের আশ্রমে পবিত্র প্রেমের জ্বলন্তশিখার ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন, মনুষ্য অদ্যাপি যাঁহার সে সময়ের সে প্রতিমূর্ত্তিকে অরুন্ধতী নক্ষত্রের অমল জ্যোতির ন্যায় পূজা করে, সে স্বর্গসুখময়ী শকুন্তলা সংসারে একবার একটি বই আর ফোটে নাই।

শকুন্তলার চিত্র যাঁহার উজ্জ্বলতর চরিত্রের ছায়ামাত্র, সেই লোক-ললামভূতা জনক-দুহিতা সীতার পবিত্র কথাও এ সময়ে একবার স্মরণ করিতে পার। সীতা, তদীয় চিরস্মরণীয় জীবনের

সম্প্রতি সেই নেপলস্ নগরের যুবরাজ রমণীয়চরিত্র, ফর্দিনণ্ড ঝটিকা-তাড়নে বিপন্ন হইয়া, প্রস্পিরোর আশ্রয়দ্বীপে বন্দীরূপে তাঁহারই অধীনতায় অবস্থিত, এবং ঐ স্থানে মুগ্ধস্বভাবা মিরন্দার সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎকার ও প্রণয়।

কোন্ সময়ে উচ্চতম সুখে সুখী হইয়া আত্মায় কৃতার্থ হইয়াছিলেন? মিথিলার সীতা মধুপুত্তলী মাত্র। সে পুত্তলের তখন পর্য্যন্ত প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় নাই। সীতা তখন রূপের ডালি হইলেও সামান্য বালিকা। পৃথিবীর ইতিহাসের সহিত তদীয় অশ্রুতপূর্ব্ব প্রেমময় জীবনের কিরূপ নিগূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে, তখন পর্য্যন্ত তাহার সে কথা বুঝিবার সময় হয় নাই। অযোধ্যার সীতা আমোদ অথবা আনন্দের উন্মুক্ত উৎস; আপনার আমোদে আপনি উছলিয়া উছলিয়া পড়িতেছে। সে আমোদের নিবৃত্তি নাই। এ সংসারের সুখ যে দুঃখের সহিত ওতপ্রোত জড়িত, তখন পর্য্যন্ত সে তত্ত্ব তাঁহার বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় নাই। দণ্ডকারণ্যবাসিনী সীতা, সাগরাভিসারিণী ভাগীরথীর ন্যায়, প্রেম-বিহ্বলা,—আপনার উচ্ছলিত প্রেমাবেগে আত্মহারা। কিন্তু যিনি আপনার পুণ্যপুঞ্জময় রূপ ও তপের প্রভায় বাল্মীকির পুণ্য নিকেতনকে ভক্তির প্রগাঢ় আনন্দে আবিষ্টবৎ রাখিয়াছিলেন, তিনি মানুষী নহেন, তিনি দেবতা, তিনি আশীর্ব্বাদের সজীব প্রতিমূর্ত্তি; আপনার জন্য তাঁহার আর ভাবনা নাই, ভাবনা পরের জন্য। আত্মসুখের জন্যও তাঁহার আর কোনরূপ কামনা নাই, কামনা পরকীয় সুখের জন্য। যিনি জীবনের অগ্নিপরীক্ষায় অস্পৃষ্ট ও অক্ষুণ্ণ রহিয়া প্রেম ও সুখের এই চরমোৎকর্ষে পঁহুছিতে পারিলেন, তাঁহার মত সুখী আর কে? এই অবনীতলে অনন্তকোটি অবলা প্রেম অথবা মনুষ্যত্বের নিম্নতম গ্রামেও না পঁহুছিয়া,

পতিসহবাসে ভোগে ও সুখে রহিল; এবং যিনি জগতে দাম্পত্য প্রেমের পরাকাষ্ঠা ও চরম-আদর্শ প্রদর্শন করিয়া মানবজাতিকে পবিত্র করিয়া গেলেন, জগতের বিচারে তিনিই পতিসহবাসে বঞ্চিতা, কলঙ্কিতা এবং অশেষ প্রকারে অবমানিতা হইয়া পরিশেষে জটাচীরধারিণী বনবাসিনী হইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার মত সুখী আর কে? আর, সীতাগতপ্রাণ সীতাময় রাম? রামেরও ইহাই প্রধান সুখ যে, তিনি প্রাণ-শূন্য প্রজামণ্ডলীর জন্য আপনার অমূল্য অমৃততুল্য প্রাণ, এবং প্রাণাধিকা প্রিয়তমাকেও অকাতরে বিসর্জ্জন করিলেন। রামের চরিত্র সকল সময়ে এবং সকল স্থলেই লোকাতিরিক্ত পদার্থ। উহা পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়াও সমুদ্রের ন্যায় উদার, এবং বজ্রের ন্যায় কঠিন হইয়াও কুসুমের ন্যায় কোমল। দশরথ এবং কৌশল্যাও তাঁহাকে ভক্তি করিতেন, এবং যাহারা নিতান্ত নিঃস্ব, নিতান্ত অসহায়, মনুষ্যের মধ্যে কেহ যাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিত না, তাহারাও রামধনকে তাহাদিগের প্রাণের জন ও প্রাণ-ধন জ্ঞানে ভালবাসিত। তিনি তাঁহার জীবনের বর্ত্মে যে দিকে যখন পদ-ক্রম করিতেন, সেই দিকেই তখন জীবের হৃদয়সিন্ধু উথলিয়া উঠিত। তাঁহার ইতিহাস, এই হেতুই, জগতের ইতিহাসে, পৃথক্ একটা বস্তুর ন্যায়, সর্ব্বাংশে অতুল। কিন্তু সেই অতুল ইতিহাসেরও শেষভাগ আত্মোৎসর্গের অলৌকিক মহিমায় এত উপরে

উঠিয়া পড়িয়াছে যে, উহাকে মনুষ্যজাতির পক্ষে দুর্নিরীক্ষ বলিলেও দোষ হয় না। দৃষ্টি সেখানে প্রসারিত হইতে যাইয়া দীপ্তির প্রখরতায় অন্ধীভূত হয়, বুদ্ধিও সেখানে আলোচনা করিতে যাইয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত রহে। সেখানে সুখ ও দুঃখের পার্থক্যবোধ কঠিন, এবং দুঃখের মর্ম্মগত সুখই রামচরিত্রের উচ্চতার অনুরূপ বলিয়া অধিকতর সমুজ্জ্বল। রাম যখন সীতাসঙ্গত ছিলেন, তখনও তিনি সর্ব্বত্যাগী শাক্য-সিংহের ন্যায় ঋষি-যোগীর গুরুস্থানীয়। যাহারা মিত্রতার মধুরসম্বন্ধে তাঁহার সন্নিহিত হইয়াছে, তাহারাও তাঁহার পবিত্রতা ও পরার্থী প্রীতির অপ্রতিম আলোকে বিমোহিত হইয়া, ভীত-ভীতবৎ দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। রাম যখন সাধারণের সুখ অথবা মানবজাতির কল্যাণ-কামনায় সীতাবিযুক্ত হইয়াও প্রফুল্লচিত্ত এবং স্বধর্ম্মশাসনে কর্ম্মরত, তখন সংসারের ছোট বড় সকলেই হা রামচন্দ্র! বলিয়া ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়াছে।

জ্ঞানোজ্জ্বল সক্রেতিশ! * গৌরবিণী অণ্টোয়ানেট! আমি এই নৈশ-নিস্তব্ধতার মধ্যে তোমাদিগকেও এক্ষণে

* সক্রেতিশ।—গ্রীসদেশের জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক, তার্কিক ও ধর্ম্ম-প্রবক্তা এবং পরম্পরা-সম্বন্ধে ইয়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের আদিগুরু অথবা পথ-প্রদর্শক। ইঁহার অসংখ্য শিষ্য ছিল। প্রসিদ্ধনামা প্লেটো সেই শিষ্যমণ্ডলীর প্রধান বলিয়া উল্লেখযোগ্য। সক্রেতিশকে কর্ম্মবাদী

আমার দিব্যচক্ষে দর্শন করিতেছি। তুমি সক্রেতিশ, গ্রীসের কতকগুলি অবোধ পশুকে জ্ঞান-দানে উদ্ধার করিতে যাইয়া, বিনা দোষে, বিনা অপরাধে, পশুর বিচারে, প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিলে! আর তুমি অণ্টোয়ানেট, পারিসের অসংখ্য উন্মাদগ্রস্ত, দুরিত-দুর্গন্ধময় দুরন্ত পামরকে প্রীতি ও স্নেহের অধিকারদানে তরাইতে যাইয়া, বিনা দোষে, বিনা

ধর্ম্মোপদেষ্টা বলা যাইতে পারে। কেন না, পৃথিবীকে কর্ম্মভূমি, এবং সৎকর্ম্মকে স্বর্গলাভের সোপান বলিয়া শিক্ষা দিতেন। তাঁহার মতে, ভালমানুষ হওয়া এবং নিজ নিজ প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট পথে অর্থাৎ কর্ম্ম-ব্যবসায়ে নিবিষ্ট থাকিয়া, আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মকে ভালরূপে নিষ্পাদন করাই মনুষ্যজীবনের চরমোৎকর্ষ। সক্রেতিশ যিশুখ্রীষ্টের প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বের লোক। সক্রেতিশ যখন, জ্ঞানের উজ্জ্বলতায় ও চরিত্রের গৌরবে, দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া পূজা পাইবার যোগ্য, সেই সময়ে গ্রীসের রাজধানী আথেন্স্ নগরের অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। আথেন্স্ নগর সে সময়ে পাশব-ভোগ-বিলাসের পঙ্কিল সমুদ্রে প্রায় ডুবু ডুবু। তখন নাটক ও প্রহসনই উল্লিখিত নগরবাসীদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র, এবং নষ্টলোকেরাই দেশের নায়ক ও চালক। সক্রেতিশের কথা ও কার্য্য তাহাদিগের নিকট অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় লাগিল। মিলেটাস্ নামক এক ব্যক্তি আর দুইটী সঙ্গী যুটাইয়া খ্রীঃ পূঃ ৩৯৯ অব্দে, সক্রেতিশের নামে, রাজসভায় লিখিত অভিযোগ উপস্থিত করিল। অভিযোগের সার মর্ম্ম এই।—

অপরাধে, পামরের বিচারে আপনার সুখের জীবন আহুতি দিয়াছিল! আমি তোমাদিগের উভয়কেই এইক্ষণ প্রত্যক্ষবৎ নিরীক্ষণ করিতেছি। তুমি সক্রেতিশ, তোমার জীবনব্যাপী জ্ঞান-যজ্ঞ সমাপন করিয়া; 'নিপীত-কাল-কূট নীলকণ্ঠ' অথবা সদানন্দ সিদ্ধপুরুষের অনুকরণে, হাসিয়া হাসিয়া বিষ পান করিয়াছিলে,—বিষপানের সময়েও প্রীত ও পরিতৃপ্ত চিত্তে বহুসংখ্য জীবকে জ্ঞানের আনন্দ-শীতল আলোক

(১) সক্রেতিশ ধর্ম্মদ্রোহী। কেন না, তিনি দেশের পুরাতন দেব-দেবীর মধ্যে অনেককে মানেন না। (২) তিনি রাজ্যদ্রোহী। কেন না, রাজ্যের অনেক যুবা তাঁহার উপদেশে তাঁহারই ন্যায়, মন্দ পথ লইতেছে। রাজসভার ৫৫৭টি সভ্য একত্র বসিয়া উক্ত প্রকার অভিযোগ ও সক্রেতিশের অসামান্য যুক্তিপূর্ণ উত্তর শুনিল, এবং অবশেষে অধিকাংশের মতে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। সভা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সক্রেতিশের প্রতি বিষ-পান-মৃত্যুর কঠোর দণ্ড ব্যবস্থা করিল। সক্রেতিশ প্রফুল্লতাকে ধর্ম্মজীবনের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া জানিতেন, এবং এই নিমিত্ত সর্ব্বদাই প্রফুল্ল রহিতেন। তিনি বিচারকদিগের ঐ অদ্ভুত দণ্ড-ব্যবস্থা শুনিয়াও অটল, আনন্দময় ও প্রফুল্ল রহিলেন; এবং প্রায় একমাস কাল কারাবাসে লৌহনিগড়ে নিবদ্ধ রহিয়া, সপ্ততি বর্ষ বয়সের সময়, বহু শিষ্যের সম্মুখে বিষপানে প্রাণত্যাগ করিলেন।—*Vide Grote's History of Greece and the Dialogues of Plato.*

দেখাইয়াছিলে। তুমি অন্টোয়ানেটও,* এইরূপ তোমার জীবন-লীলার প্রীতিময় যজ্ঞ সমাপন করিয়া, সিংহাসনের সুখ-মঞ্চ হইতে বধ-যন্ত্রের ভীষণ মঞ্চে, বিদ্যাধরীর বিষাদ-গম্ভীর প্রশান্তমূর্ত্তিতে, প্রশান্ত ভাবে উঠিয়াছিলে,—বধকের ব্যাল-মসৃণ অস্ত্রপাতসময়েও, অক্ষুব্ধ ও অচঞ্চল চিত্তে, বহুসংখ্য আশ্রিতের প্রাণে রাজপদোচিত ও রমণী-জন-সুলভ অমল মমতার অমিয়-ধারা ঢালিয়াছিলে। আমি তোমাদিগকেই

---

* মেরী অন্টোয়ানেট—অষ্ট্রীয়ার বিখ্যাত-নামা সম্রাট্ ম্যারাইয়া থেরেসা ও প্রথম ফ্রান্সিসের চতুর্থ কন্যা,—ফরাশিরাজাধিরাজ ষোড়শ লুইর সুবিখ্যাত রাজমহিষী—প্রজাবৎসলা, প্রীতিময়ী, নির্ভীক-স্বভাবা বীর-ললনা। ষোড়শ লুই রাজপদে অভিষিক্ত হইলেও অন্টোয়ানেটই ফ্রান্সের প্রকৃত রাজা ছিলেন। কারণ, ষোড়শ লুই সকল বিষয়েই ইঁহার প্রখরবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইতেন। ইঁনি প্রজাদিগের মঙ্গল কামনায় ফরাশি দেশের পুরাতন রাজতন্ত্রকে প্রজাতন্ত্ররাজ্যের কতকগুলি অধিকার প্রদানের উদ্দেশ্যে দেশীয় প্রতিনিধিদিগের দ্বারা জাতীয় সভা নামে একটা মহাসভা গঠন করাইয়াছিলেন। সেই সভার অভাবনীয় বিচারেই আগে ষোড়শ লুইর, তারপর রাজপরিবারস্থ ও রাজপক্ষপাতী অসংখ্য লোকের, এবং অবশেষে মেরী অন্টোয়ানেটের শিরচ্ছেদ হয়। এই লোক-ভয়ঙ্কর রোম-হর্ষণ ইতিহাস প্রধানতঃ অন্টোয়ানেটের পরম শত্রুদিগের দ্বারা কীর্ত্তিত হইয়া থাকিলেও, প্রায় সকলেই ইঁহাকে প্রজার প্রতি প্রগাঢ় স্নেহশীলা, প্রীতিপরায়ণা, পরোপকারিণী ও দয়াময়ী বলিয়া পূজা করিতে বাধ্য হইয়াছে।

সুখী বলিব,—না তোমাদিগের সকল নিগ্রহের নিদান গ্রীসের সেই হতমূর্খ বিচারকবৃন্দ অথবা পারিসের ঐ মানব-কুল-কলঙ্ক মর্ত্ত্যদ্রোহী দুরাত্মাদিগকেই সুখী বলিয়া নির্দ্দেশ করিব? যদি সংসারে সুখ কিছু থাকে, তবে বোধ হয়, তোমরাই স্ব স্ব জীবনের শেষ-সময়ে তাহার সার রসের স্বাদ পাইয়াছিলে। আমার অন্তরাত্মা অস্ফুট অথচ আতঙ্কজনক গম্ভীরস্বরে তোমাদিগের মত বহ্নিধৌত বিশুদ্ধ জীবকেই সুখী বলিয়া অভিবাদন করে। তোমরা দুঃখে সুখী, অতএবই দিব্যধামের যাত্রী। মনুষ্যের হৃদয় উপদিষ্ট না হইয়াও তোমাদিগের পদারবৃন্দে প্রণত হয়, মনুষ্যের সহানুভূতি যুগ যুগ ভরিয়াই তোমাদিগের স্তুতিগীত গান করে। আমি যখন তোমাদিগের নির্ম্মল মুখচ্ছবি ধ্যান করিতে করিতে আত্মবিস্মৃত হই,—তোমাদিগের মত নিগ্রহবিড়ম্বিত নির্ম্মল বস্তুর অন্বেষণে, কল্পনার অক্লান্ত পক্ষে উড্ডীন হইয়া, দিগ্‌দিগন্তরে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াই,—যখন সাধু-বীরদিগের কারাবাসে প্রবেশ করিয়া অশ্রুপাত করি, কিংবা সিদ্ধদেবতার ক্রুশবিলম্বিত জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় ও ভক্তিতে মাথা নোয়াই,—যখন স্নেহ ও কারুণ্যের প্রতিমূর্ত্তিরূপিণী কুসুম-কোমলা অবলাদিগকে অসুরের পদাঘাতে বিড়ম্বিত, অথবা দয়ার অবতার ও অবনীর অলঙ্কারস্বরূপ সহৃদয় সজ্জনদিগকে শৃগাল ও কুক্কুরের দংশনেও নিগৃহীত দেখিয়া মরমে মরিয়া

যাই, তখন আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে ইহাই উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকি যে, দুঃখ! তুমিই মহাত্মাদিগের সুখ। * তুমি গরলাক্ত হইলেও জ্ঞানীর কাছে সুধারসাভিষিক্ত, তুমি কণ্টকময় হইলেও প্রেমিকের নিকট স্বাদু ও শীতল। যেমন সূর্য্যের উত্তাপ বিনা ফুল ফোটে না, ফল ফলে না, তেমনই তোমার সন্তাপ বিনা পরার্থা প্রীতি, প্রীতির ন্যায় স্বভাব-মধুরা কৃতজ্ঞতা, মহত্ত্ব, মাধুর্য্য, উদারতা এবং আত্মোৎসর্গের ভাব প্রভৃতি মনুষ্যোচিত মহাবস্তুনিচয়ের কোনটিই বিকসিত হইতে সমর্থ হয় না। তুমি আছ বলিয়াই প্রতিভা, সময়ে সময়ে পূর্ণচন্দ্রের ফুল্লজ্যোতিতে প্রতিভাসিত হইয়া, জগৎকে আলোকিত করে, এবং মনুষ্যের হৃদয়, শক্তির তাড়িতস্পর্শে উদ্বোধিত হইয়া, আপনার গম্যস্থানের অনুসন্ধান করিতে থাকে। এই যে

*"O sorrow, wilt thou live with me,
No casual mistress, but a wife,
My bosom friend and half of life,
As I confess it needs must be ;
O sorrow, wilt thou rule my blood,
Be sometimes lovely like a bride,
And put thy harsher moods aside,
If thou wilt have me wise and good."
(Tennyson.)

গভীরা নিশা, ত্রিভুবন নিদ্রাভিভূত, তরুলতানিচয়ও নিস্তব্ধ এবং জগতের শ্বাসপ্রশ্বাস যেন নিরুদ্ধ, হে দুঃখ! তুমি কেন এমন সময়ে মনুষ্যের অবসন্ন প্রাণে প্রবেশ কর? মনুষ্য অজ্ঞাতসারেও যাঁহার জন্য প্রাণের পিপাসায় লালায়িত রহে, তুমি কি সেই প্রাণারাধ্য প্রিয়তমেরই কথা স্মরণ করাইয়া দিতে ভালবাস?

তারা আর ফুল।

"শ্যামাঙ্গিনী রজনীর কবরী-ভূষণ,
কনকের ফুলরাশি—তাই কি তোমরা ?
অথবা দীপের মালা সুরবালাগণ
জ্বালিয়াছে, আলোকেতে উল্লাস-অন্তরা ?"

আমি আকাশের তারা গণিতে বড় ভালবাসি। আকাশ যখন মেঘের ছায়ায় আবৃত না থাকে, আমি তখন তারার দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিলেই আনন্দে বিভোর রহি। পৃথিবীর অনন্ত উদ্যানে ফোটে ফুল; আর, আকাশের অনন্ত বিস্তারে ফোটে তারা। কি মধুর! কি সুন্দর! কি প্রীতি-কর! কি বিস্ময়াবহ! যখন শিশু ছিলাম, তখন বসন্ত ও গ্রীষ্মের সন্ধ্যাসময়ে প্রায়ই আমি ফুলের সঙ্গে ফুলের বিয়া দিয়া এবং বিবাহ-সূত্র-বদ্ধ পুষ্পদম্পতীকে মালার সঙ্গে গলায় দোলাইয়া মনের সুখে আত্মহারা হইতাম; কোন দিন বা

তারার সঙ্গে তারার বিয়া জুটাইবার জন্য আবিষ্টের মত বহুক্ষণ বসিয়া থাকিতাম। কিন্তু হায়! কোথায় মাটীর ফুল, আর কোথায় মনোবুদ্ধির অগম্য নভোবিলাসিনী তারা! শিশু ভিন্ন, এ দুইয়ের মধ্যে, কে আর সাদৃশ্য দেখিবার জন্য অধীর হয়?

পণ্ডিতেরা তারা গণনা করেন দূরবীক্ষণ লইয়া, আমি তারার শোভা দেখি শুধুই আমার প্রেমবীক্ষণের সাহায্যে। প্রেম বস্তুটা কি তাহা বুঝি না। তবে এই তক বুঝি যে, উহা এক প্রকারের একটা অভাবনীয় তৃষ্ণা, এবং সে তৃষ্ণা তৃপ্তিশূন্য ও জ্বালাময় হইয়াও আনন্দপ্রদ। আমার এই সাধের প্রেমবীক্ষণও, বোধ হয়, শিশুরই উপযোগী যন্ত্র। নহিলে, নয়ন উহার আলোক-রেখায় রঞ্জিত হইলেই, আমার প্রাণটা সেই শৈশবের জ্বালাময় আনন্দে অবশ হইয়া, আকাশের তারা আর উদ্যানের ফুল, এ দুইয়ের সাদৃশ্য খুঁজিবার জন্য আকুল হয় কেন? কিন্তু উদ্যানের ফুল সকল সময়েই কাছে আছে। উহারে দেখিয়া সাধ মিটে। উহারে আভরণ করিয়া অঙ্গে পর, অথবা দেবের নির্ম্মাল্য জ্ঞানে মাথায় রাখ, উহা সকল সময়েই তোমার। আকাশের তারা অনন্তব্যাপ্ত আকাশমণ্ডলের ঊর্দ্ধদেশে! মানুষের কল্পনাও সেখানে পঁহুছিতে পারে না। আমি কেমন করিয়া সেখানে যাইয়া একটি একটি করিয়া তারা গণিব?

"উঠিতে লাগিল তারা আকাশে ছড়ায়ে,
একে একে ঝিকি মিকি,
শুভ্র আলো ধিকি ধিকি,
ফুটিল নীলিমা কোলে ;—
ফুটে ফুটে যেন দোলে
আকাশের নীলিমার কালিমা ঘুচায়ে।

পড়িল সে ধীর আলো পাতায় লতায়,
পড়িল সৈকত তীরে
পড়িল নদীর নীরে
পড়িল শ্মশান-ভূমে রজত ছটায়।"

ফুলে আলো নাই। এ অংশে ফুলের সহিত তারার তুলনা সাজে না। কিন্তু ফুল যখন চাঁদের আলোতে স্নাত হইয়া মৃদু মৃদু হাসে, আর মনুষ্যের চক্ষুকে সুখ-সুধায় সিক্ত করে, তখন নিশীথিনীর মায়ামোহে উহাও আলোকময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এবং সে স্নিগ্ধমধুর শীতল আলো চাঁদের না ফুলের, সে বিষয়ে সংশয় জন্মে। তারার আলো তেমন তরল ও কোমল না হইলেও অপরূপ ও উপমাশূন্য। যখন নিবিড়শ্যাম নিরভ্র-নভোমণ্ডল একে একে অসংখ্য তারায় পরিশোভিত হইয়া ঝল মল করিতে আরম্ভ করে, তখন নিতান্ত হতভাগ্য ভিন্ন জীবের মধ্যে কে এমন আছে

যে, তাহা দেখিয়া তন্মুহূর্ত্তেই চক্ষু ফিরাইয়া আনিতে পারে? * তারা কোথাও ফুটিতেছে, কোথাও ফুটন্ত সৌন্দর্য্যে হাসিতেছে, কোথাও হারের মত দুলিতেছে, কোথাও হিরণ্ময় বত্মের ন্যায় দৃশ্য হইতেছে, এবং সকলে মিলিয়া সুবিশাল শ্যাম-চন্দ্রাতপ-লগ্ন অনন্ত কোটি সমুজ্জ্বল হীরক-ফুলের ন্যায় ঝিকিমিকি করিতেছে। বিশ্ব যখন এ বিচিত্র শোভায় বিলসিত রহে, তখন নিতান্ত দুরিতচারী দুরদৃষ্ট ভিন্ন জীবের মধ্যে কে এমন সম্ভবে যে, তাহা দেখিয়াও হৃদয়ে অস্পৃষ্ট ও চিত্তে অনাকুল রহিতে সমর্থ হয়? ভাবুক! তুমি একবার ঐ অনির্ব্বচনীয় শোভা আঁখি ভরিয়া নিরীক্ষণ কর, তোমার হৃদয়ের ভাব-সমুদ্র উথলিয়া উঠুক;—তোমার কল্পনা, প্রমোদার চূর্ণকুন্তল, পৃথিবীর প্রমোদ-বিলাস ও বিলাস-টল-টল কাব্যনাটক—নাটকীয় হর্ষ-বিষাদ, নাটকোচিত ক্ষণিক সুখের ক্ষণ-মাত্র-স্থায়ী প্রসঙ্গ লইয়া অসূয়া ও আত্মকলহ, এবং পতঙ্গ ও পিপীলিকার পৃথক্ পৃথক্ স্বার্থের ন্যায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয় স্বার্থ ও জাতিবিশেষের প্রতি বিদ্বেষের কথা অতি-

* "Two things there are, which, the oftener and the more steadfastly we consider, fill the mind with an ever-new, an ever-rising admiration and reverence;—the Starry Heavens above, the Moral Law within."—*Words of Immanuel Kant, quoted by Sir William Hamilton.*

ক্রম করিয়া, অনন্তের অনন্ত শোভায় যাইয়া উড্ডীন হউক।

প্রেমিক! তুমিও তোমার তৃষাতুর প্রাণটা লইয়া একবার ঐ পুষ্পিতসৌন্দর্য্যের অপার ও অতল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়। প্রেমে যেখানে আনন্দ আছে, ঈর্ষ্যা নাই, আবেগ আছে, আবিলতা নাই;—যেখানে প্রেমের পূজা হৃদয়কে হৃদয়ের সহিত বিযুক্ত না করিয়া পরস্পর সংযুক্ত করে—সহস্র হৃদয়কে এক ভাবে আকৃষ্ট, এক রসে নিমগ্ন এবং এক ধ্যানে নিবিষ্ট রাখে, তোমার জ্বালাময় প্রাণ সেখানে যাইয়া শান্তিলাভ করুক;—তোমার প্রাণের আশা ও পিপাসা পৃথিবীর পঙ্কিল সুখ ও 'পঙ্কজ' মাধুরীকে অতিক্রম করিয়া ক্ষণকাল অনন্তের অনন্ত সৌন্দর্য্যে মিশিয়া রহুক।

এক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই, তারা পদার্থটা কি? ভক্ত কবি এবং ভক্তিমান্ বৈজ্ঞানিকেরা এই নিখিল বিশ্বমণ্ডলকে ভগবানের রূপ-সাগর বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। উহারা কি সেই অনন্ত রূপ-সাগরের সোণার কমল? প্রশ্ন সহজ, উত্তর কঠিন। ফলতঃ, উত্তরের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ে অনুভব করা এক প্রকার অসাধ্য। মানুষের হৃদয় যখন সেই মহাসত্যের কণিকামাত্রও প্রকৃত প্রস্তাবে অনুভব করিবার জন্য যত্নপর হয়, তখন উহা ভয়ে—বিস্ময়ে এবং সৌভাগ্যবশতঃ কখনও বা ভক্তিতে স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। কারণ, ঐ যে

'নিবু নিবু জ্বলে তারা বিবর্ণ লজ্জায়,'—ঐ যে 'কনকের ফুল-রাশি' ঊর্দ্ধে শোভা পায়, উহারা প্রত্যেকেই এক একটি প্রকাণ্ড নভশ্চর জ্যোতিষ্ক;—ভয়ঙ্কর প্রভাময় প্রকাণ্ড সূর্য্য।

উদ্যান কিংবা অরণ্যের ফুলে ফুলে যেমন বর্ণের অশেষ বৈচিত্র্য, আকাশের তারা অতি বড় এক একটা আলোক-পিণ্ড হইলেও, বর্ণ-বৈচিত্র্যে তেমনই রমণীয়—তেমনই রঞ্জিত।* কেহ টগর, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা ও মল্লিকার মত শ্বেত। যেন

* জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানবিৎ পুরাতন ও নব্য পণ্ডিতেরা সকলেই এ কথায় সমান সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছেন।—

"Sir John Herschel is of the opinion that there exist in Nature suns of different colours." *The Mechanism of the Heavens by Danison Almsted. L. L. D.*

"In the heavens there are stars of many colours; for one star differeth from another in glory. But the colours we see with the unaided eye are far less beautiful and less striking than those which are brought into view by the telescope." *The Expanse of Heaven by R. A. Proctor.*

"The stars shine out with variously coloured lights; thus we have scarlet stars, red stars, blue and green stars and indeed stars so diversified in hue that observers attempt in vain to define them, so completely do they shade into one another." *J. Norman Lockyer, F. R. S.*

কতিপয় তেজঃপ্রদীপ্ত শুভ্ররশ্মি ঋষি, নিজ নিজ তপোবলে শূন্যবত্মে উত্থিত হইয়া, যোগাসনে সমাসীন রহিয়াছেন। কেহ চাঁপা ও চন্দ্রমল্লিকা অথবা অতসীর মত পীত। যেন কতিপয় রূপোজ্জ্বলা দেব-বালা, ঋষিদিগের রূপে ও তপে বিমোহিত হইয়া, দূরে থাকিয়া তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। কোন কোন তারা গোলাপের মত পাটল। কেহ আবার 'শিব-সতী' নামক অতি সুন্দর বন-ফুলের মত ধূমল। কেহ বর্ণে ধূসর, কেহ পিঙ্গল। কেহ শ্যামল, কেহ পাংশুল। কেহ প্রভাত-সূর্য্যের ন্যায় অরুণ, কেহ সান্ধ্য-সূর্য্যের ন্যায় ঘনারুণ। কেহ লোহিত, কেহ আলোহিত, কেহ নীল-লোহিত। কেহ কৌসুম্ভ, কেহ কনক-লাঞ্ছন। কেহ নীলাভ, কেহ গাঢ় নীল। মরি! মরি! রূপের কি অপূর্ব্ব মাধুরী। আমি রূপ দেখিবার জন্য আমার ঐ পুরঃস্থিত পুষ্পোদ্যানে পড়িয়া রহিব?—না, ঐ ঊর্দ্ধস্থিত 'আকাশ-কুসুম' অথবা তারাফুলের অপ্রতিম সৌন্দর্য্যে নয়ন ও মন নিবদ্ধ করিয়া আমার এ জীবন অতিবাহিত করিব?

শুধু ইহাই নহে। ফুল যেমন থোপায় থোপায় অথবা গুচ্ছে গুচ্ছে যামিনীর অস্ফুট আলোকে, নানাবিধ অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইয়া, দূরস্থ দ্রষ্টার ভ্রান্তি জন্মায়; আকাশের তারাফুলও ঐ রূপ থোপায় থোপায় অথবা গুচ্ছে গুচ্ছে

কোথাও মেষ, * কোথাও মিথুন, কোথাও বৃষ, কোথাও বৃশ্চিক, কোন স্থানে সপুচ্ছ সর্প, † কোন স্থানে সর্প-রেখা, কোথাও উড়ন্ত অশ্ব, কোথাও উড়ন্ত তীর, কোথাও বড় ভল্লুক, কোথাও ছোট ভল্লুক, কোথাও বীণা, কোথাও বীর, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে পৃথিবীস্থ দর্শকের চক্ষে প্রতিভাত হইয়া, শিশুকে হর্ষে এবং সুপণ্ডিতকে বিস্ময়ে বিহ্বল করিয়া রাখে।

ফুলের সহিত ফুলের বিবাহের কথা বলিয়াছি। এ কথার কল্পনায় জীবনের এক সময়ে আনন্দ হয়, আর এক সময়ে হাসি পায়; শেষে সে আনন্দ ও হাস্যের শ্লেষ, উভয়ই

---

* "The Zodiacal Constellations,—
The Ram, the Bull, the Heavenly Twins,
And next the Crab, the Lion shines,
The Virgin and the Scales,
The Scorpion, Archer, and He-Goat, (?)
The man that holds the watering-pot,
The Fish with glittering scales."

†"Draco or the Dragon,—Serpens or the Serpent,—Pegasus or the Winged Horse,—Sagitta or the Arrow,—Ursa Major or the Great Bear,—Ursa Minor or the Little Bear,—Lyra or the Lyre,—the Orion."

বৈজ্ঞানিক সত্যের নিকট বিস্ময়ে অবগত হইয়া রহে, কেন না, ফুলের সহিত ফুলের প্রকৃতই বিবাহ আছে, এবং ভ্রমর ও সমীরের সুচারু ঘটকতাতেই তাহা সাধারণতঃ সম্পাদিত হইয়া থাকে। আকাশের তারাফুলের মধ্যেও যে অনেক স্থানে ঐরূপ অথবা উহার মত বিবাহের আশ্চর্য্য বন্ধন আছে, তাহা মানুষের বুদ্ধি সহজে মানিয়া লইতে চাহিবে কি? না চাহিলেও কথাটা প্রকৃত। এই যে পূর্ব্বে শ্বেত, পীত, পাটল ও পাংশুল প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের তারার কথা কহিয়াছি, উহারা অনেকেই প্রীতিবদ্ধ দম্পতীর ন্যায় যুগ-বদ্ধ এবং পণ্ডিতদিগের নিকট যুগল-তারা অথবা যুগল-সূর্য্য বলিয়া পরিচিত। *

তারার সহিত তারার সাধারণ সম্পর্ক আছে; সে এক পৃথক্ কথা। যে আলোক-পিণ্ড পৃথিবীর প্রাণপ্রদ সূর্য্য,—পৃথিবীর অধিবাসীরা পূর্ব্বমুখ হইয়া প্রাতে যাহাকে 'নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায়' বলিয়া অভিবাদন করে,—সন্ধ্যাকালে

* "Sir William Herschel has enumerated upwards of 500 Double Stars, * * * And other observers have extended still further the catalogue of 'Double Stars', without exhausting the fertility of the heavens" *Outlines of Astronomy by Sir John F. W. Herschel, Bart. K. H.*

পশ্চিমগগনে যাহার মেঘ-রঞ্জিত মোহন-মূর্ত্তি ও প্রসন্নজ্যোতি দেখিয়া প্রীতিতে উল্লসিত হয়,—গায়ত্রী যাঁহার স্তুতিগীত, এবং যাহা 'জবাকুসুম-সঙ্কাশ' নামে প্রতিদিন্ কোটি কোটি কণ্ঠে পূজিত হইতেছে, তাহাও অনন্ত জগতের অনন্ত তারার মধ্যে একটি তারা; এবং সুতরাং সমস্ত তারার সহিত এক সূতায় গ্রথিত,—এক নিয়মে শাসিত, এবং এক কেন্দ্রবদ্ধ। যুগল-তারা অথবা যুগল-সূর্য্যের পরস্পর সম্বন্ধ ইহা অপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠ এবং অশেষ-বিশেষে গাঢ়তর। উহারা উভয়ে সর্ব্বাংশে এক পরিবার-বদ্ধ, এক বৃন্তে দুইটি ফুল, এক রাজ্যে দুই রাজা, অথবা এক আসনে দুই বিগ্রহ; পৃথিবীর সূর্য্য, আপনার অধিকৃত মণ্ডলে একাকী আলোক দান করে। আলোক-দানে তাহার সঙ্গী সাথী নাই। যুগল-তারা আপনাদিগের অধিকারমণ্ডলে দুইয়ে মিলিয়া আলোর অপরূপ বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। আমাদিগের এ সৌর-জগতে দিবসের আভা চিরদিনই এক প্রকার। যাহারা যুগল-তারার অধিকারে বসতি করে, তাহাদিগের দিনের আভা কোন দিন পীত, কোন দিন পাটল; কোন দিন বা এক দিকে পীত, আর এক দিকে পাটল; অথবা এক দিকে আলোহিত, আর এক দিকে * নিবিড়-নীল। কুসুম-

* "What wondrous effects of light and shade must be the result! Sometimes both suns will be above the horizon

দম্পতীর একটি আর একটিকে কখনও প্রদক্ষিণ করে না। যুগল-তারার মধ্যে দাম্পত্যভাব এই অংশে একটুকু বেসী যে, উহারা একটি আর একটিকে চিরকাল প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছে, চিরকালই প্রদক্ষিণ করিবে। যেন উহাদিগের প্রেমের পিপাসায় তৃপ্তি নাই। সে পিপাসা যত কাল জ্বলন্ত আগুনের মত বুকের মধ্যে ধগ্ ধগ্ করিবে, তত কালই উহারা একে এই ভাবে অন্যের মুখপ্রেক্ষী রহিবে।

এখন পর্য্যন্ত ছয় হাজারের কিছু অধিক যুগল-তারা পরিগণিত হইয়াছে। * উহাদিগের প্রকৃতসংখ্যা ইহা হইতে কত বেসী তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। যুগল-তারা চর্ম্মচক্ষে ঠিক্ একটি অভিন্ন তারার মত দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু দূরবীক্ষণ লইয়া চাহিয়া দেখিলেই দৃষ্ট হয় যে, উহারা

together, sometimes only one sun, and sometimes both will be absent. Especially remarkable would be the condition of a planet whose suns were of the coloured type. To-day we have a red sun illuminating the heavens, to-morrow it would be a blue sun, and, perhaps, the day after both the red sun and the blue sun will be in the firmament together. What endless variety of scenery such a thought suggests!" *The Story of the Heavens by Sir Robert Stawell Ball, LL. D.*

* "More than 6,000 double stars are now known." *Lockyer.*

একে দুই, অথবা দুইয়ে মিলিয়া এক। একটি আর একটি হইতে শত কোটি মাইল দূরে দূরে রহিয়া, * বহু শত কিংবা বহু সহস্র বৎসরে, উহাকে একবার প্রদক্ষিণ করিতেছে; অথচ, উহারা পরস্পর এত দূরস্থ হইয়াও আমাদিগের নিকট এক দেহ—এক প্রাণ অথবা একটা ফুল বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে! যুগল-তারার এই পরস্পর প্রদক্ষিণ-ক্রিয়া কোন যুগলেই ছয়ত্রিশ বৎসরের কমে পরিসমাপ্ত হয় না।

যুগল-তারা পরস্পর যেরূপ সম্বদ্ধ, আকাশের অনেক তারা, যোড়ায় যোড়ায়, সেইরূপ সম্পর্কবদ্ধ। † কোথাও এইরূপ প্রেমের সম্পর্ক তিন তারায়। একটি বড় তারা,

* ৬১ সিগ্নি (61 Cygni) নামক যুগল তারার একটি আর একটি হইতে (৪২৭,৫০,০০,০০০) চারিশত সাতাইশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। অথচ, চর্ম্মচক্ষের দৃষ্টিতে উহারা উভয়ে একটি তারা মাত্র।

† "A beautiful star in the constellation of the Lyra will at once give an idea of such a system, and of the use of the telescope in these enquiries. The star in question is (e) Lyræ, and to the naked eye appears as a faint single star. A small telescope or opera-glass even, suffices to show it double, and a powerful instrument reveals the fact that each star composing this double is itself double, hence it is know as "the double-double." *Lockyer.*

তাহার দুই পার্শ্বে দু'টি ছোট তারা। কোথাও বহুতারা এইরূপ সম্পর্কসূত্রে গ্রথিত।

এখানে ফুলের সহিত তারার আর একটি সাদৃশ্য দেখাইব। ফুল তুলিয়া জলে ফেলিয়া দেও, উহা ভাসিয়া যাইবে। ফুল যেমন স্রোতের জলে ভাসিয়া যায়, তারা-ফুলও আকাশের ঐ শ্যাম-সাগরে সততই সেইরূপ ভাসিয়া বেড়ায়। প্রাচীনেরা যে সকল তারাকে স্থির-নক্ষত্র বলিয়া জানিতেন, তাহারাও স্রোতঃপ্রবাহিত ফুলের ন্যায় গতিশীল পদার্থ। তবে দুইয়ে এই পার্থক্য, ফুল ভাসে বৃন্তচ্যুত হইয়া, আর তারা ভাসে আপনার বৃন্তে আপনি দৃঢ়বদ্ধ রহিয়া। ফুলে ও তারায় গতি বিষয়েও ভয়ঙ্কর পার্থক্য আছে; তাহার উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। ফুল যদি স্রোতের নিতান্ত প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়, তাহা হই-লেও এক ঘণ্টায় পাঁচ সাত মাইলের অধিক যাইতে পারে না; তারাফুলের অনেকেই এক মিনিটে ৫,০০০ এবং এক ঘণ্টায় (৩,০০,০০০) মাইল চলিয়া যায়। এই গতি, উপ-ন্যাসের কথার ন্যায় অদ্ভুত বোধ হইলেও, প্রকৃত ও পরীক্ষিত সত্য। *

* Now although the stars, and the various constellations retain the same relative positions as they did in ancient times, all the stars are, nevertheless, in motion ;

আমাদিগের সূর্য্যও একটি তারা; সুতরাং সূর্য্যও অন্যান্য তারার ন্যায় নিত্য গতিশীল অথবা নিত্য ভাসমান। * পৃথিবী সূর্য্যের চারি দিকে বেষ্টন করে, ইহা ত সকলেই জানে। সূর্য্য উহার চারি দিকে সেই পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত গ্রহ ও উপগ্রহ লইয়া, প্রতি সেকণ্ডে চারি মাইলের হিসাবে, প্রতি ঘণ্টায় ১৪,৪০০ মাইলের পথ, প্রবাহিত হয়। † পণ্ডিতেরা বহু প্রকারের গণনা দ্বারা এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, হর-কুলীশ (Hercules) নামক

and in some of them nearest to us, this motion, called proper motion, is very apparent and it has been *measured*. Thus Arcturus is travelling at the rate of at least fifty-four miles a second." *Lockyer.*

* সংস্কৃত মূর্দ্ধণ্যান্ত ভাষ ধাতুর অর্থ, কথা কওয়া এবং দন্ত্যান্ত ভাস্ ধাতুর অর্থ দীপ্তি অর্থাৎ দীপ্ত হওয়া। কিন্তু বাঙ্গালায় এই শেষোক্ত ভাস ধাতুর আর একটি অর্থ একবারে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। সে অর্থ—জলে ভাসা। বৈয়াকরণেরা ধাতুদিগের অনেকার্থতা পূর্ব্বাপরই মানিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং আত্মনেপদী ভাস ধাতু হইতে বাঙ্গালা ভাসমান শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যাকরণ শাস্ত্রের মর্ম্মবিরুদ্ধ নহে।

†"Nor is our sun, which be it remembered is a star, an exception; it is approaching the constellation Hercules at the rate of four miles in a second, carrying its system of planets, including our Earth, with it." *Lockyer.*

দূর-বিধৃত তারাস্তূপের মধ্যে একটি সমধিক প্রসিদ্ধ ও শক্তি-সম্পন্ন তারা আছে। সূর্য্য সংবৎসরে (১২,৬২,৩৬,৫৭৭) বার কোটি বাষট্টি লক্ষ ছয়ত্রিশ হাজার পাঁচশত সাতাত্তর মাইল নিরন্তর ভাসিয়া ভাসিয়া, সেই তারার দিকে চলিয়া যাইতেছে; এবং এখন হইতে পরিগণিত, আঠার কোটি বৎসরে তাহার সান্নিধ্যে পঁহুচিবে। সূর্য্য ভাসিতেছে— সূর্য্যের চারিদিকে লক্ষ লক্ষ তারা দিবারাত্রি ভাসিয়া ভাসিয়া, সাগর-জলে সুদৃশ্য ফুলের শোভা ফলাইতেছে; এবং হর-কুলীশ-স্তূপের সে দূরস্থ তারাও নাকি, সূর্য্যের ন্যায় এইরূপ শত লক্ষ তারা লইয়া, আর একটি বৃহত্তর ও দূর-দূরস্থ তারার দিকে অবিরত ভাসিয়া যাইতেছে!!! * হা ভগবন্ অনন্তদেব! তোমার এই অনন্ত সৃষ্টির অর্থ কি? ইহার কি ইয়ত্তা আছে?

ফুলের সহিত তারার বর্ণে, বহিঃস্থ শোভায় এবং এইরূপ আরও শত বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও, পুনরপি সেই প্রশ্ন হইতেছে, তারা বস্তুটা কি?

* "I refer to the supposed discovery of the great centre about which it is presumed the myriads of stars composing our mighty Milky Way are all revolving". *The Orbs of Heaven by O. M. Mitchell.*

"চাঁদে তরল রজত কিরণ
ভাসায় না আজি ধরা,
ক্ষীণ ক্ষীণ আলো ঢালিতেছে মিসি
অযুতে অযুত তারা।"

এই অগণিত, অযুত তারার প্রত্যেকেই যদি এক একটি প্রভাময় সূর্য্য, তাহা হইলে প্রত্যেকেই কি আবার পৃথিবী-দৃষ্ট সূর্য্যের ন্যায় এক একটি পৃথক্ সৌরজগতের কেন্দ্রস্থ শক্তিবিগ্রহ? সৌর-জগৎ বলিলে কি বুঝিব? সূর্য্য বড়, না সৌর-জগতের গ্রহনিচয় বড়? সৌর-জগতের বিস্তার কত? সৌর-জগতের পরিধি তারাময় অনন্ত জগতের কি পরিমাণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে?

প্রাচীন আর্য্যেরা পৃথিবীকেই অনন্তা অথবা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান অনন্তজগৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। যাহার মঞ্জুল-পুষ্পাভরণা মৃন্ময়ী তনু, পৃষ্ঠে হিমালয় ও বিন্ধ্যমালার ন্যায় শত সহস্র গিরি, এবং বক্ষে শত সমুদ্রের জলরাশির সহিত অগণিত গ্রাম নগর, রাজ্য সাম্রাজ্য ও অসংখ্য জীবের সুখ দুঃখের বোঝা বহিয়া, অহোরাত্র শূন্যবর্ত্মে উড়িয়া যাইতেছে, তাহাকে অনন্তা নাম দেওয়া নিতান্তই অন্যায় নহে। যাহার উপরিভাগ (১৯,৭০,০০,০০০) প্রায় উনিশ কোটি সত্তর লক্ষ বর্গ মাইলে বিভক্ত হইতে পারে, এবং যাহাকে দীর্ঘে এক মাইল, প্রস্থে এক মাইল ও উভে আর এক মাইল,

এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডে ভাগ করিলে, তাদৃশ খণ্ডনিচয়ের সংখ্যা (২৫৯৮০,০০,০০,০০০) পঁচিশ হাজার নয় শত আশী কোটি হইয়া পড়ে, তাহাকে অনন্তা বলিয়া আদর করা নিতান্তই যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। যাহার উৎপত্তির কাল, শত সহস্র যুগ ও মন্বন্তরকে অতিক্রম করিয়া, কল্পনার অনধিগম্য হইয়া রহিয়াছে, এবং যাহার ক্রম-বিকাশের ইতিহাস, যেন কালের তরঙ্গকেও পরিহাস করিয়া, পর্ব্বতের স্তরে স্তরে ও সাগর-গর্ভস্থ প্রবাল-দেহে আপনার কথা আপনি লিখিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে অনন্তা, বলিয়া অভিহিত করা পরিমার্জ্জিত বুদ্ধির পক্ষেও লজ্জার কথা নহে। সূর্য্য সেই অনন্তা হইতেও আয়তনে এত বড় যে, তাহার অতলস্পর্শ উদর-গহ্বরে ঐরূপ প্রায় ত্রয়োদশ লক্ষ অনন্তা অথবা পৃথিবীকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। পৃথিবী যেমন জল-স্থলময় জড়-পিণ্ড, সূর্য্যও সেইরূপ আলোকময় জড়-গোলক। পৃথিবীর ব্যাস ৭,৯১৮ মাইল। সূর্য্যের ব্যাস (৮,৫২,৯০০) আট লক্ষ বায়ান্ন হাজার নয় শত মাইল। পৃথিবীর পরিধি ২৪,৮৭৭ মাইল। সূর্য্যের পরিধি (২৬, ৭৯, ৪৭০) ছাব্বিশ লক্ষ উনাশী হাজার চারিশত সত্তর মাইল। অনন্তপ্রতিমা পৃথিবী প্রকৃত প্রস্তাবে, সূর্য্য হইতে এত ছোট যে, এ দুইয়ের তুলনা করাই বুদ্ধির অসাধ্য। পৃথিবী সৌর-জগতের বহুশত গ্রহের মধ্যে সাধারণ একটি গ্রহ মাত্র। সূর্য্য উহার মত,

অথবা উহা হইতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, কত শত গ্রহ ও উপগ্রহের দ্বারা সতত পরিবেষ্টিত রহে, সে গ্রহনিচয়ের কোন্‌টি সূর্য্য হইতে কত দূরে অবস্থিত রহিয়া কিরূপ বিস্ময়কর বেগে, সূর্য্যের চারিদিকে, কতটা পথ প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, তাহা চিন্তা করিলেই সৌর-জগতের সামান্য একটু ভাব বুদ্ধিস্থ হইতে পারে।

সৌর-পরিবারস্থ গ্রহগণের সংখ্যা প্রায় ৩০০ * হইলেও তন্মধ্যে অনন্তা অথবা পৃথিবী লইয়া আটটিই প্রধানরূপে পরিচিত, এবং সেই আটের মধ্যে বুধই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। কেন না, বুধ সূর্য্যের একান্ত সন্নিহিত। †. বুধগ্রহ সূর্য্য হইতে (৩,৭০,০০,০০০) তিন কোটি সত্তর লক্ষ মাইল

* প্রধান গ্রহ ৮+ক্ষুদ্র গ্রহ ২৪০=২৪৮টি। ইহা ছাড়া উপগ্রহ নিচয়,—পৃথিবীর ১+মঙ্গলের ২+বৃহস্পতির ৪+শনির ৮+ইয়ুরেনসের ৪+নেপচুনের ১=২০টি।

† "First, Mercury, amidst full tides of light,
Rol snext the sun, through his small circle bright."
(Baker,)

বুধ ও সূর্য্যের মধ্যে অন্য কোন গ্রহ নাই। পুরাতন জ্যোতির্ব্বিদ্-দিগের মধ্যে কেহ কেহ এ দুইয়ের মধ্যপথে ভল্কান (Vulcan) নামক আর একটি গ্রহের অবস্থিতি অনুমান করিতেন। সে অনুমান এইক্ষণ সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে।

মাত্র দূরে থাকিয়া, প্রতি মিনিটে ১,৮০০ মাইলের হিসাবে, সূর্য্যকে ৮৮ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে। সুতরাং ঐ ৮৮ দিনেই উহার সংবৎসর পূর্ণ হয়। যাহার গতির পরিমাণ প্রতি মিনিটে ১,৮০০ মাইল, সে ৮৮ দিনে কত কোটি মাইল প্রদক্ষিণ করে, তাহা অঙ্কপাত করিয়া দেখ। বুধের ব্যাস ৩,১৪০ মাইল এবং উহার আয়তন পৃথিবীর তৃতীয়াংশের সমান। বুধের দিনমান পৃথিবীর দিনমান অপেক্ষা একটুকু বড়; এবং সূর্য্যকে পৃথিবী হইতে যত বড় দেখায়, বুধগ্রহ হইতে সাধারণতঃ তাহার সাত গুণ বড় দেখা যায়। সূর্য্যের আলোক এবং উত্তাপও সেখানে সাত গুণ বেশী। ইহার এই অর্থ যে, যাহারা বুধগ্রহের অধিবাসী, তাহাদিগের নিকট পৃথিবী সকল সময়েই প্রায় তিমিরাবৃত ও তুষার-শীতল। পৃথিবীস্থ দ্রষ্টৃবর্গের চক্ষে বুধও একটি তারা। কেন না, সূর্য্য যখন অস্ত যায়, তখন উহাও তারার মত আলোক দান করে; কিন্তু বুধ প্রভৃতি কোন গ্রহই আপনাতে আপনি আলোকময় নহে। আলোক ও উত্তাপের প্রস্রবণ সৌর-জগতে একমাত্র সূর্য্য। ইহাও সূর্য্যের সহিত গ্রহনিচয়ের প্রকৃতিগত পার্থক্যের অন্যতম কারণ। তবে, চন্দ্র যেমন সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হইয়া জীবের হৃদয় রঞ্জন করে, বুধ প্রভৃতি গ্রহচয়ও, গ্রহান্তরবর্ত্তী দর্শকদিগের নিকট, ঠিক একটি প্রস্ফুট তারা-ফুলের ন্যায়, যার পর নাই মনোহর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বুধগ্রহের ইয়ুরোপীয় নাম মার্কিউরী (Mercury)। পুরাতন গ্রীকেরা মার্কিউরীকে সর্ব্বপ্রধান দেব-দূত এবং বাগ্মিতা ও বাণিজ্য শাস্ত্রের দেবতা বলিয়া ভক্তির সহিত পূজা করিতেন।

বুধের পর শুক্রগ্রহ *। উহা সূর্য্য হইতে প্রায় (৬,৮০,০০,০০০) ছয় কোটি আশী লক্ষ মাইল দূরে রহিয়া, প্রতি মিনিটে ১,২৯০ মাইলের হিসাবে, ২২৫ দিনে, সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করে। উহার ব্যাস প্রায় ৭,৬৬০ মাইল, সুতরাং উহার আয়তন পৃথিবীর আয়তনের প্রায় সমান। এই শুক্রগ্রহই এক সময়ে ঊষা অথবা আশার উদয়-তারা অর্থাৎ প্রভাত-নক্ষত্র, আর এক সময়ে প্রসন্ন-প্রভাময় সায়ন্তন তারা অথবা সুখ-সমুজ্জ্বল আকাশ-প্রদীপ। বুধের ন্যায় উহাও আলোকশূন্য এবং উত্তাপ-বিরহিত একটি গ্রহ মাত্র। কিন্তু উহা সূর্য্যের তেজে এত বেশী সমুদ্ভাসিত হয় যে, আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রও উহার রূপের প্রভায় ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়ে। ইয়ুরোপীয় কবি-কল্পনা, এই অপ্রতিম রূপরাশি দেখিয়াই, উহাকে ভিনস (Venus) অর্থাৎ রূপ ও প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জ্ঞানে, ঊর্দ্ধমুখী হইয়া উহার ধ্যান করিয়াছে, † এবং পুরাতন ইয়ুরোপের রূপ-

* বুধের কক্ষ হইতে শুক্রের কক্ষ প্রায় ৩,২০,০০,০০০ মাইল।

† যথা মিল্টন,—

"Fairest of stars, last in the train of night,
If better thou belong not to the dawn,"

লাবণ্যময়ী বিলাসিনী ললনারা পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা উহাকে পূজা দিয়াছে।

সূর্য্য হইতে, ক্রমিক দূরতার গণনায়, শুক্রের পর, আমাদিগের আশ্রয়ভূতা মাতা অনন্তা অথবা পৃথিবী।* পৃথিবী, সূর্য্য হইতে (৯,২৭,০০,০০০) নয় কোটি সাতাইশ লক্ষ মাইল দূরে রহিয়া, প্রতি মিনিটে প্রায় ১,০৮০ মাইলের হিসাবে, ৩৬৫¼ দিনে, (৫৮,৩০,০০,০০০) আটান্ন কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল পরিভ্রমণের দ্বারা, সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। বুধ ও শুক্র চন্দ্রহীন। চন্দ্রালোকে আলোকিত হয় না, কখনও চাঁদের মুখ দেখিতে পায় না। পৃথিবী, অমাবস্যা ছাড়া, প্রায় প্রতিদিনই ক্রম-পরিবর্ত্ত-শীলা জ্যোৎস্নাময়ী চন্দ্রকলা দর্শনে পুলকিত হইয়া থাকে। পৃথিবী যেমন সংবৎসরে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, চঞ্চল-মূর্ত্তি চন্দ্রও অঞ্চল-

Sure pledge of day, that crown'st the smiling morn
With the bright circlet."

যথা বেকার,—

"Fair Venus next fulfils her larger round,
With softer beams, and milder glory crowned;
Friend to mankind, she glitters from afar,
Now the bright evening, now the morning star."

* শুক্রের কক্ষ হইতে পৃথিবীর কক্ষের মধ্যমিত দূরতা প্রায় (২,৪৭,০০,০০০ দুই কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ মাইল)

বদ্ধ প্রিয়তম শিশুর ন্যায় পৃথিবী হইতে প্রায় (২,৪০,০০০) দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে দূরে রহিয়া, পৃথিবীকে প্রায় ২৮ দিনে একবার পরিবেষ্টন করে।* চন্দ্রের ব্যাস প্রায় ২, ১৬০ মাইল, এবং পরিধি প্রায় ৬, ৭৮৫ মাইল; সুতরাং চন্দ্র পৃথিবী হইতে অনেক ছোট,—পৃথিবীর প্রায় পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। চন্দ্র যদি এত ছোট ও এত লঘু না হইত, তাহা হইলে পৃথিবী, সূর্য্য প্রদক্ষিণ-সময়ে, উহাকে সঙ্গে সঙ্গে টানিয়া লইয়া যাইতে পারিত না। পৃথিবীর জোয়ার ভাঁটা, শিল্প-বাণিজ্য, সামুদ্রিক-যাত্রা, এবং আরও বহুবিধ সুখ-সম্পদের সহিত চন্দ্রের বিশেষ সম্পর্ক। পৃথিবীর সাহিত্য সঙ্গীত, প্রেম বিরহ, প্রেমোন্মাদ এবং ভাবোন্মাদের সহিতও চন্দ্রের যে বিশেষ সম্পর্ক নাই, তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? জ্যোতির্ব্বিদেরা চন্দ্রকে পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক অথবা উপগ্রহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমার চক্ষে ঐ 'দিব্যশঙ্খ তুষারাভ' চকোর-প্রিয় চন্দ্র ঠিক যেন পৃথিবীর প্রাণ-প্রিয় প্রীতি বিগ্রহ।

পৃথিবীর পরে মঙ্গলগ্রহ।* মঙ্গলগ্রহ সূর্য্য হইতে প্রায় (১৪,৪০,০০,০০০) চৌদ্দ কোটি চল্লিশ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া, প্রতি মিনিটে ৯,১৬০ মাইলের হিসাবে, ৬৮৭ দিনে

* পৃথিবীর কক্ষ হইতে মঙ্গলের কক্ষের মধ্যমিত দূরতা প্রায় (৫,১৩,০০,০০০) পাঁচ কোটি তের লক্ষ মাইল।

সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। মঙ্গলের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের অর্দ্ধেক হইতে অল্প একটুকু বেসী। সুতরাং উহার আয়তন পৃথিবীর আয়তন হইতে অনেক ছোট। উহার দিনমান প্রায় পার্থিব দিনমানের সমান। কিন্তু, পৃথিবীর দুই বৎসরে উহার এক বৎসর। পৃথিবী আপনার কক্ষে যেরূপ বেগে পরিভ্রমণ করে, মঙ্গল গ্রহের গতির বেগ তাহা হইতে অনেক কম,—প্রায় তাহার অর্দ্ধেক। কারণ, উহা সূর্য্য হইতে অপেক্ষাকৃত দূরে, সুতরাং উহার উপর সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তির ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত কম।

মঙ্গলগ্রহ পার্থিব মর্ত্ত্যদিগের নিকট অনেক কারণেই বড় প্রিয়। উহা শুক্রের ন্যায় পৃথিবীর ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী, সে ত এক পৃথক্ কথা। ইহা ছাড়া, আরও কতকগুলি কারণে, মঙ্গলের প্রতি জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতদিগের বিশেষ অনুরাগ। জ্যোতির্ব্বিদেরা পরীক্ষা দ্বারা এরূপ নিরূপণ করিয়াছেন যে, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ যেমন জলে স্থলে বিভক্ত, পর্ব্বত ও উপত্যকায় আচ্ছাদিত, মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশও সেইরূপ জলে স্থলে বিভক্ত * এবং পর্ব্বতাদিতে সমাবৃত।

* "Mars not only has land and water and snow like us, but it has clouds and mists, and these have been watched at different times. The land is generally reddish, when the planet's atmosphere is clear; this is due to the absorp-

তাঁহারা এই হেতু, এইরূপ অনুমান করেন যে, উহাতে যখন জল আছে, স্থল আছে এবং মনুষ্যের বাস-যোগ্য আরও অনেক প্রকার সম্পদ্ বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন উহার অধিবাসীরা অবশ্যই অনেক অংশে মনুষ্যের মত জীব। বুধ ও শুক্র প্রভৃতি গ্রহকেও, তাঁহারা জীব-শূন্য শূন্য দেশ বলিয়া কল্পনা করেন না। কেন না, জগদীশ্বরের এই পার্থিব-জগতে সূচ্যগ্রপরিমিত সামান্য একটুকু স্থানও যখন জীব-শূন্য দৃষ্ট হয় না, তখন অত বড় এক একটা প্রকাণ্ড গ্রহ যে বৃথাই জগতের অত স্থান জুড়িয়া, ঘুড়িয়া বেড়াই-তেছে,—বৃথা সৃষ্ট হইয়াছে,—নিয়তিনির্দ্দিষ্ট নিত্যক্রিয়া দ্বারা বৃথা ক্ষয় পাইতেছে, এইরূপ অনুমান বুদ্ধিসম্মত নহে। তবে এই পর্য্যন্ত হইতে পারে যে, পৃথিবী ও মঙ্গলের অধিবাসীরা এক প্রকারের জীব এবং বুধ প্রভৃতি গ্রহের অধিবাসীরা আর এক প্রকারের জীব। যাহারা মঙ্গলগ্রহে অবস্থান করিয়া আমাদিগের দুই বৎসরে বৎসর গণনা করে, তাহারা অব-শ্যই মনুষ্য হইতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী, এবং বোধ হয় অধিকতর পুণ্যতপা। তাহারা পৃথ্বীবাসী মনুষ্যকে কি রূপ জীব কল্পনা করে, তাহা কে বলিতে পারে?

পৃথিবীর যেমন একটি পারিপার্শ্বিক, মঙ্গলের সেই রূপ

---

tion of the atmosphere, as is the colour of the setting Sun with us. The water appears of a greenish tinge." *Lockyer.*

দুইটি পারিপার্শ্বিক আছে। জ্যোতির্ব্বিদেরা তাহার একটির নাম রাখিয়াছেন 'ডিমস' আর একটির নাম রাখিয়াছেন 'ফোবস'। * কিন্তু কিবা 'ডিমস', কিবা 'ফোবস', ইহার কেহই আকারে প্রকারে, আয়তনে ও জ্যোতির প্রীতিময় মাধুর্য্যে পার্থিব চন্দ্রমার সমান নহে।

মঙ্গলের ইয়ুরোপীয় নাম মারস্ (Mars)। উহাই পুরাতন ইয়ুরোপীয়দিগের রণ-দেবতা। বস্তুতঃ, মঙ্গলের বর্ণ, বৈভব ও প্রতিমূর্ত্তি বিষয়ে পুরাতন আর্য্য ও পুরাতন ইয়ুরোপীয়ের কল্পনা কেমন করিয়া যাইয়া একখানে মিলিয়াছে,—তাহা চিন্তা করিলে চিত্তে প্রীতি জন্মে। আর্য্যেরা, প্রাচীন কাল হইতেই, মঙ্গলগ্রহের কি রূপ ধ্যান করিয়া আসিয়াছেন, তাহা এ দেশে কাহারও নিকট অবিদিত নাই,—

"ধরণীগর্ব্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জ সমপ্রভম্
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্।"

* "The outer of the satellites revolves round the planet in the period of 30 hours, 17 min., 54 secs ; * * * The inner satellite of Mars moves round in 7 hours, 39 min, 14 secs ! * * * But Deimos was estimated to be no brighter than a star of the twelfth magnitude, * * * Phobos is brighter by about half a magnitude." *Ball.*

মঙ্গলের ইয়ুরোপীয় ধ্যানও প্রায় এইরূপ,—"মহাবীর, মহোদ্ধত, মহাস্ত্রধারী, মহাভয়ঙ্কর!" এই উভয় ধ্যানের সহিতই, বর্ণ বিষয়ে, বৈজ্ঞানিক ধ্যানের বিচিত্র একতা! মঙ্গলগ্রহ পুরাতনদিগের নিকট যেমন 'বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভ' ও 'লোহিতাঙ্গ', উহা অধুনাতন বৈজ্ঞানিকদিগের নিকটও সেই রূপ 'বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভ' ও লোহিতোজ্জ্বল। বৈশাখের শেষ অথবা জ্যৈষ্ঠের প্রথমভাগে আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিলে, বর্ণের উজ্জ্বলতাতে উহাকে চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে। যাহারা গ্রহ ও নক্ষত্রের পার্থক্য বিষয়ে অনভিজ্ঞ, মঙ্গলও তাহাদিগের নিকট একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র অথবা তারা-কুসুম। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মঙ্গলও, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহের ন্যায় নিষ্প্রভ পিণ্ডমাত্র। বুধ ও শুক্র এই দুইটি গ্রহ, পণ্ডিতদিগের ভাষায়, অন্তশ্চর গ্রহ বলিয়া পরিচিত। কারণ, উহারা সূর্য্য ও পৃথিবীর অন্তবর্ত্তিস্থানেই নিজ নিজ কক্ষে থাকিয়া, সূর্য্যের চারি দিকে পরিভ্রমণ করে। মঙ্গল হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য সমস্ত গ্রহেরই নাম বহিশ্চর গ্রহ। কেন না, তাহাদিগের ভ্রমণ-কক্ষ পৃথিবীর ভ্রমণ-কক্ষের বহির্ভাগে।

বহিশ্চর গ্রহের মধ্যে মঙ্গলের পরই বৃহস্পতি। কিন্তু, মঙ্গলের কক্ষ হইতে বৃহস্পতির কক্ষের মধ্যমিত দূরতা প্রায় (৩৩,৮০,০০,০০০) তেত্রিশ কোটি আশী লক্ষ মাইল।

সৌর-জগতের এই ভাগটা ২৪০টি * ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহের বিহার-স্থান। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে, চর্ম্মচক্ষে প্রায়শঃ ইহারা পরিলক্ষিত হয় না। শুধু দূরবীক্ষণেই দৃষ্ট হয় বলিয়া, কেহ কেহ ইহাদিগকে দৌরবীক্ষণিক গ্রহ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই ক্ষুদ্র গ্রহের মধ্যে কতক গুলি আবার অতি ক্ষুদ্র। অতি ক্ষুদ্রদিগের ব্যাস ৫০ মাইলের কম। † চন্দ্রের ব্যাস ২, ১৬০ মাইল। চন্দ্র একাই ইহাদিগের এক সহস্রের সমান হইতে পারে। কিন্তু তথাপি চন্দ্র উপগ্রহ। কেন না,

*"The discovery of one minor planet was quickly followed by similar discoveries, so that within seven years Pallas, Juno, and Vesta were added to the Solar system. The orbits of all those bodies lie in the region between the orbit of Mars and of Jupiter, and for many years it seems to have been thought that our planetary system was now complete. Forty years later the career of discovery was again commenced. Planet after planet was added to the list ; gradually the discoveries became a stream of increasing volume, until in 1884 the total number of the known minor planets exceeded 240." *Sir R. S. Ball.*

†—"the largest minor planet is but 228 miles in diameter, and many of the smaller ones are less than 50." *Lockyer.*

চন্দ্র পৃথিবীর অধীন। চন্দ্র স্বাধীন ভাবে সূর্য্যপ্রদক্ষিণে অধিকারী নহে। উহা যে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, তাহাতেই উহার সূর্য্যপ্রদক্ষিণরূপ মহাব্রত উদ্‌যাপিত হয়। আর এই সকল ক্ষুদ্র গ্রহ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়াও, উপগ্রহ নহে। ইহারা প্রত্যেকেই স্বয়ং এক একটি গ্রহ। কারণ, প্রত্যেকেই আপনার বক্ষে আপনি স্বাধীনভাবে সূর্য্যসেবক। যে জগতে সামান্য একটুকু জলবিন্দু অথবা বালুকণাও বিনা প্রয়োজনে সৃষ্ট হয় নাই, এই সকল ক্ষুদ্র গ্রহও যে, সেই কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল-বদ্ধ নিয়মানুগত জগতে বিশেষ কারণ বিনা সৃষ্ট হইয়াছে, কোন ক্রমেই এইরূপ অনুমান করা যায় না। অথচ, এতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জড়-গোলক, দিবারাত্রি শূন্যপথে পরিভ্রমণ করিয়া, জগন্নিয়ন্তার কি নিগূঢ় উদ্দেশ্য সংসাধন করে, তাহা মনুষ্যের সাধারণ বুদ্ধি কি রূপে নিরূপণ করিবে?

সৌর-জগতের প্রাণ-স্বরূপ সূর্য্য, রূপরাশি শুক্র অথবা ভূতধাত্রী পৃথিবীকেও যেরূপ প্রীতির সহিত স্ব স্ব কক্ষে সংস্থিত রাখিয়া চালনা করিতেছে, উল্লিখিত ক্ষুদ্র গ্রহদিগকে সেইরূপ প্রীতির সহিতই, আলোক, উত্তাপ ও শক্তি দান করিয়া পোষণ করিতেছে। সূর্য্য যাঁহার শক্তিতে শক্তির প্রস্রবণ, তাঁহার কাছে ছোট বড় সকলেই সমান। জ্যোতির্বিদেরা এই সকল ক্ষুদ্রগ্রহের মধ্যে এক শত বাইটটির নাম

নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * কিন্তু সে সকল নাম কাহারও মনে থাকিবার নহে। ইহারা সকলেই সূর্য্য হইতে গড়ে (২৬,১০,০০,০০০) ছাব্বিশ কোটি দশ লক্ষ মাইল দূরে রহিয়া পরস্পর-সন্নিহিত কক্ষচয়ে ভ্রমণ করে।

উল্লিখিত গ্রহস্তূপের লীলাভূমি অতিক্রম করিলেই বৃহস্পতির রাজ্য। † বৃহস্পতি সর্ব্বাংশেই 'বৃহস্পতি'। পুরাতন আর্য্য উহাকে 'সুর-গুরু' এবং পুরাতন ইয়ুরোপীয়েরা উহাকে সুর-পতি যুপিটার (Jupiter) বলিয়া অর্চ্চনা করিয়াছেন। নব্যবিজ্ঞান উহার গুরুত্ব ও গঠনবৈচিত্র্যের আলোচনা করিয়া অদ্যাপি নানাপ্রকারে উহার গুণ-গীতি গাইতেছে। বৃহস্পতি, সূর্য্যের তুলনায় নগণ্য বস্তু ‡ হইলেও, সৌর জগতের যুবরাজ বলিয়া সংবর্দ্ধিত হইবার যোগ্য। কারণ, সৌর-জগতের অন্যান্য সমস্ত গ্রহই উহার কাছে সামান্য গ্রহ। বুধ প্রভৃতি গ্রহ হইতে পৃথিবী কত বড়, তাহা

* ক্ষুদ্র গ্রহদিগের মধ্যে কএকটির নাম। যথা,—(Ceres) সিরিস্, (Pallas) পেলাস্, (Juno) যুনো, (Vesta) ভেষ্টা, (Flora) ফ্লোরা, (Victoria) ভিক্টোরিয়া।

† ক্ষুদ্র গ্রহের কক্ষ হইতে বৃহস্পতির কক্ষ (১৮,১০,০০,০০০) আঠার কোটি দশ লক্ষ মাইল।

‡ সূর্য্য, কিবা আয়তনে কিবা গুরুত্বে, প্রায় এক হাজার পঞ্চাশটি বৃহস্পতির সমান।

পরিগণিত হইয়াছে। বৃহস্পতির আয়তন পৃথিবীর আয়তন অপেক্ষা প্রায় তের শত গুণ বড়। উহার মধ্যমিত ব্যাস ৮৫,০০০ মাইল, পরিধি (২,৬৭,০৩৬) দুই লক্ষ সাতষট্টি হাজার ছয়ত্রিশ মাইল; এবং উহা সূর্য্যের চারিদিকে যে পথ অথবা কক্ষটি পরিভ্রমণ করে, তাহার পরিধি (৩০৮,০০,০০,০০০) তিন শত আট কোটি মাইল। উহার দিনমান পৃথিবীর দশ ঘণ্টা। উহার বর্ষমান ৪,৩৩৩ দিন, অথবা পৃথিবীর প্রায় বার বৎসর। উহা সূর্য্য হইতে গড়ে (৪৮,৪০,০০,০০০) আটচল্লিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ মাইল দূরে রহিয়া প্রতি মিনিটে ৪৮০ মাইলের হিসাবে, প্রায় দ্বাদশ বৎসরে সূর্য্যকে এক বার প্রদক্ষিণ করে। কলের গাড়ী সাধারণতঃ এক ঘণ্টায় ৩০ মাইলের হিসাবে, এক মিনিটে অর্দ্ধ মাইল চলিয়া যায়। আর, তের শতটা পৃথিবীর সমান, বুদ্ধির অগম্য এই বৃহৎপিণ্ড, প্রতি মিনিটে অর্দ্ধ মাইলের ৯৬০ গুণ পথ, অর্থাৎ ৪৮০ মাইল, নিয়ত পরিভ্রমণ করে। উহা কত কোটি শতাব্দী হইতে এইরূপ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং আরও কত কোটি শতাব্দী কাল এইরূপ ভয়ঙ্কর বেগে ভ্রমণ করিবে, তাহা কি রূপে চিন্তা করিব? উহারে কে চালায়? উহা কিরূপে চলে? উহার অচল ও অচেতন জড়দেহে কে এই অদ্ভুতশক্তি সঞ্চালন করিয়া মহিমার চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছে?

বৃহস্পতি, চর্ম্মচক্ষে সমুজ্জ্বল একটুকু চন্দ্রখণ্ডের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু চারিটি বৃহৎ চন্দ্র, প্রিয়সহচর পারিপার্শ্বিকের ন্যায়, সতত উহার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিয়া বেড়ায়। উহার প্রথম চন্দ্র এক দিন আঠার ঘণ্টায় উহাকে একবার প্রদক্ষিণ করে। দ্বিতীয় চন্দ্রের প্রদক্ষিণকাল তিন দিন তের ঘটিকা। তৃতীয় চন্দ্রের প্রদক্ষিণকাল সাত দিন তিন ঘটিকা। চতুর্থ চন্দ্রের প্রদক্ষিণকাল ষোল দিন ষোল ঘটিকা। পৃথিবী বৃহস্পতির নিকট সামান্য একটুকু মৃৎপিণ্ড মাত্র। পার্থিবচন্দ্র ভয়াবহ বেগশালী হইয়াও, সেই সামান্য মৃৎপিণ্ডটিকেই প্রায় আটাইশ দিনের কমে প্রদক্ষিণ করিতে পারে না। অথচ, বৃহস্পতির প্রথম চন্দ্র অত বড় একটা বৃহৎপিণ্ডের বহু দূরবর্ত্তী কক্ষে, অর্থাৎ আড়াই লক্ষ মাইল * দূরে দূরে রহিয়াও বিয়াল্লিশ ঘণ্টায় উহাকে এক এক বার প্রদক্ষিণ করে। এ দৃশ্য যার পর নাই হৃদয়হারি হইলেও, এ বেগ মনুষ্যের অনুমেয় নহে। চন্দ্র-চতুষ্টয়-বেষ্টিত চলন্ত বৃহস্পতিকে অনেকে গ্রহ-চতুষ্টয়-বেষ্টিত ক্ষুদ্র একটি সূর্য্য বলিয়া অনুমান করেন। এ অনুমানের ইহাই মুখ্য তাৎপর্য্য যে, বৃহস্পতি, অন্যান্য গ্রহের ন্যায়, সূর্য্যের আলোকে

* "The distance from the centre of Jupiter to the orbit of the innermost Satellite is about a quarter of a million miles while the radius of the outermost is a little more than a million miles". *Sir Robert Stawell Ball.*

আলোকময় হইলেও, সে প্রতিফলিত আলোক পরিমাণে এত বেসী যে, উহা তদ্দারাই, আপনার পারিপার্শ্বিকদিগের সম্বন্ধে প্রতিফলিত সূর্য্যের ন্যায় প্রীতিপ্রদ এবং উপকারজনক। যাহারা সে সকল পারিপার্শ্বিক উপগ্রহে বসতি করে, তাহারা সূর্য্যের আলোক প্রচুর পায় না বলিয়াই, বৃহস্পতির প্রাগুক্ত আলোক তাহাদিগের সে অভাব পূরণ করিয়া থাকে। কিন্তু বৃহস্পতির পারিপার্শ্বিকচয়ে জীবের যেমন বসতি আছে, বৃহস্পতির পৃষ্ঠদেশেও জীবের সেইরূপ বসতি থাকা কি সম্ভবপর নহে? পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে দুই পক্ষ। এক পক্ষ এইরূপ বলেন যে, বৃহস্পতি এইক্ষণ পর্য্যন্তও একটা তরলপিণ্ডের মত রহিয়াছে; পৃথিবীর ন্যায় ঘন হইতে পারে নাই। সুতরাং উহার পৃষ্ঠভূমি এক্ষণ পর্য্যন্তও মনুষ্যের ন্যায় পৃথ্বীচর জীবের বাসযোগ্য হইয়া উঠে নাই; সে আশা কালে পূর্ণ হইবে। আর এক পক্ষ এইরূপ বলেন যে, উহার উপরিভাগ যতই কেন তরল হউক না, যাহারা এখন উহাতে বসতি করিতেছে, তাহারা সর্ব্বাংশেই তাদৃশ তরলগোলকে বসতি করিবার উপযোগী জীব। উভয়প্রকার অনুমানের পোষকতায় উভয়দিকেই বলিবার কথা বিস্তর আছে।

গ্রহগণের ক্রম-সংস্থানে বৃহস্পতির পর শনৈশ্চর। *

---

* বৃহস্পতির কক্ষ হইতে শনৈশ্চরের কক্ষের মধ্যমিত দূরতা (৪০,২০,০০,০০০) চল্লিশ কোটি বিশ লক্ষ মাইল।

উহার পুরাতন ইয়ুরোপীয় নাম সেটারণ্ (Sturn)। পুরাতন ইয়ুরোপীয়েরা উহাকে কালের অধিষ্ঠাতৃ-দেব-পুরুষ এবং যুপাটরের পিতা বলিয়া পূজ্য মনে করিত।

শনৈশ্চরও একটি বিশাল গ্রহ। উহা বৃহস্পতি অপেক্ষা আয়তনে একটুকু ছোট হইলেও পৃথিবী অপেক্ষা সাত শত একুশ গুণ বড়* এবং সৌরজগতের অন্যান্য সমস্ত গ্রহের নিকটই সর্ব্বপ্রকারে গৌরবাস্পদ। উহার মধ্যমিত ব্যাস ৭১,০০০ মাইল অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় নয় গুণ। উহার পরিধি (২,২৩,০০০) দুই লক্ষ তেইশ হাজার মাইল এবং সূর্য্য হইতে উহা (৮৮,৪০,০০,০০০) অষ্টাশী কোটি চল্লিশ লক্ষ মাইল দূরে রহিয়া, প্রতি মিনিটে ৩৫৮ মাইলের হিসাবে, পার্থিব দিনমানের ১০,৭৫৯ দিবসে অর্থাৎ মনুষ্যের সাড়ে ঊনত্রিশ বৎসরে, সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে। উহার দিনমান সাড়ে দশ ঘটিকা অর্থাৎ বৃহস্পতির দিনমান অপেক্ষা অর্দ্ধ ঘটিকা মাত্র বেসী, এবং পৃথিবীর দিনমানের অর্দ্ধেক হইতেও কম।

শনৈশ্চর মনুষ্যের স্বাভাবিক দৃষ্টিতে শুক্র প্রভৃতি গ্রহের ন্যায়, খুব বেসী সুন্দর দেখায় না! কিন্তু উহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য যন্ত্রযোগে যেরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা চিন্তা

---

* পুরাতন গণনায়—"Nearly one thousand times exceeding the Earth in bulk." *J. F. W. Herschel.*

করিলেও হৃদয় সানন্দবিস্ময়ে স্পন্দহীন হয়। উহার কলেবর, নানাবিধ বিচিত্র বর্ণের একত্র সমাবেশে, সকল সময়েই এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। দুই দিকের দুই প্রান্তভাগ অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর সন্নিহিত প্রদেশ নিলাঞ্জন-পুঞ্জের ন্যায় প্রগাঢ় নীল। শরীরের অন্যান্য স্থান তরল-পীত। মধ্যভাগ শ্বেত এবং সমস্ত দেহই পিঙ্গল, নীল-লোহিত ও রক্ত লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত। পৃথিবীকে একটি মাত্র চন্দ্র নৈশ অন্ধকারে আলোক দান করিয়া থাকে। শনৈশ্চর আটটি চন্দ্রের সুখ-মধুর শীতল জ্যোৎস্নায় সতত আলোকিত রহে। যখন সে আট চন্দ্র, এক সঙ্গে পূর্ণকলায় প্রমুদিত হইয়া, আটদিকে আটটি জ্যোতির্ম্ময় কুসুমের ন্যায় বিরাজমান হয়, বোধ হয়, তখনকার সে শোভা দেখিবার জন্য দেব-লোক-বাসী যোগ-মগ্ন তাপসেরাও ক্ষণকাল চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া থাকেন। ঐ আট চন্দ্রেই শনির আলোক-সম্পদ পরিসমাপ্ত নহে। উহার চারু-চিত্রিত কান্ত-কলেবর তিনটি অপরূপ ও পরস্পর অসংলগ্ন * আলোক-

* "বহিঃস্থ বলয়ের বহির্ভাগের ব্যাস ১,৬৬,৯২০ মাইল। বহিঃস্থ বলয় হইতে মধ্যস্থিত বলয়ের দূরতা ১,৬৮০ মাইল।—বহিঃস্থ বলয়ের পরিসর ৯,৬২৫ মাইল। মধ্যস্থিত বলয়ের পরিসর ১৭,৬০৫ মাইল। তন্নিম্নস্থ স্বচ্ছ শ্যাম-বলয়ের পরিসর ৮,৬৬০ মাইল। উক্ত শ্যাম-বলয় হইতে শনৈশ্চরের পৃষ্ঠদেশের দূরতা ৯,৭৬০ মাইল।" *Lockyer.*

বলয়ে বেষ্টিত। সে বলয়গুলি এত বড় এবং এমন দৃঢ়গঠিত যে, তাহার এক একটিতে আমাদিগের এই পৃথিবীর মত বহুশত বিপুলায়ত গ্রহ-পিণ্ডের মত, সারি সারি বসাইয়া রাখিতে অথবা ঝুলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। পণ্ডিতেরা প্রকৃষ্টতম দূরবীক্ষণের সাহায্যে যাহা দেখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের এইরূপ ধারণা যে, এই তিনটি বলয়ই তিন গাছি 'বিনা সূতার' চন্দ্রহার এবং প্রত্যেক বলয় অথবা প্রত্যেক হারই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চন্দ্রের * অবিচ্ছিন্ন সংযোগের দ্বারা গঠিত। জগতে এ রূপের তুলনা কোথায়? শনৈশ্চরও, বৃহস্পতির ন্যায়, আপনার পারিপার্শ্বিকদিকের সম্বন্ধে, প্রতিফলিত আলোকের প্রীতিকরচ্ছটায় আর একটি ক্ষুদ্র সূর্য্য অথবা সূর্য্য প্রতিবিম্ব। উহাও বৃহস্পতির ন্যায় অপেক্ষাকৃত তরল পিণ্ড। যাহারা ঐরূপ তরল দেশে বাস করিয়াও আট চন্দ্র লইয়া আনন্দে জীবন যাপন করে, তাহারা কি প্রকারের জীব, মনুষ্য তাহা কল্পনা করিতেও সমর্থ নহে।

শনৈশ্চরের পরবর্ত্তী গ্রহের নাম ইয়ুরেনস। সংস্কৃত ভাষায় উহার পরিচয় কিংবা নামান্তর নাই। উহার মধ্যমিত ব্যাস ৩১,৭০০ মাইল এবং উহা পৃথিবী হইতে প্রায় চৌষট্টি গুণ বড়। ইয়ুরেনস শনৈশ্চরের কক্ষ হইতে

*—"and the idea now generally accepted is that they are composed of millions of satellites." *Lockyer.*

(৯১,৬০,০০,০০০) একানব্বই কোটি ষাইট লক্ষ মাইল এবং সূর্য্য হইতে প্রায় (১৮০,০০,০০,০০০) একশত, আশী কোটি মাইল দূরে রহিয়া ৩০,৬৮৭ দিবসে অর্থাৎ মনুষ্যের ৮৪ বৎসর ২৭ দিনে সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করে। ইয়ুরেনস শনৈশ্চরের ন্যায় 'নীলাঞ্জন-চয়প্রখ্য' না হইলেও, উহার অমল-ধবলশুভ্রকান্তি, ঈষন্নীল স্নিগ্ধ আভায় আবৃত হইয়া সময়ে সময়ে বড়ই শোভাশালী হয়। ইয়ুরেনসও চন্দ্রসম্পদে সামান্য নহে। কেন না, উহা নিয়ত চারিটি চন্দ্রে পরিবেষ্টিত রহে। হয় ত ঐ চারি চন্দ্র জীব-বসতির উপযোগী চারিটি সাধারণ গ্রহ, এবং ইয়ুরেনস * তাহাদিগের সম্বন্ধে, বৃহস্পতি ও শনৈশ্চরের ন্যায়, ক্ষুদ্র একটি প্রতিবিম্ব সূর্য্য,—পরের আলোকে আলোকিত হইলেও প্রাণ-প্রিয়, প্রাণ-প্রদ।

ইউরেনসের পরবর্ত্তী গ্রহের নাম নেপচুন। নেপচুনও ভারতীয় সাহিত্যে অজ্ঞাত-নামা এবং অপরিচিত। উহার ব্যাস প্রায় ৩৪,৫০০ মাইল। সুতরাং উহা পৃথিবী হইতে অনেক বড়, এবং ইউরেনস হইতেও অধিকতর বৃহৎ একটা

* সৌর-জগতের এই গ্রহটি স্যার উইলিয়ম হার্সেল কর্ত্তৃক ১৭৮১ খৃঃ অব্দে আবিষ্কৃত হয় বলিয়া, উহা কিছু দিন, তাঁহার সম্মানে হার্সেলগ্রহ নামে পরিচিত ছিল। এখন গ্রন্থপত্রে ইউরেনস নামই অধিকতর প্রচলিত।

তরল গোলক। শুক্রগ্রহ পৃথিবী হইতে যেরূপ দৃষ্ট হয়, আলোক-সমুদ্র সূর্য্যও, নেপচুনের পৃষ্ঠ হইতে, সেইরূপ একটি সমুজ্জ্বল ক্ষুদ্র তারার ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে কি নেপচুনের অধিকারমণ্ডলে আলো নাই?—আছে। সে আলো নেপচুনের নিজ-ভোগ্য না হইলেও নেপচুনের পারিপার্শ্বিকবাসীরা তাহা ভোগ করিয়া থাকে। কেন না, নেপচুন, সূর্য্যের আলোক-পাতে, একাই তাহাদিগের নিকট দুই সহস্র শুক্রগ্রহের পুঞ্জীভূত আলোকের ন্যায় নিত্য প্রভা-ময়। এখন পর্য্যন্ত নেপচুনের একটি মাত্র পারিপার্শ্বিক আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার আরও বহু পারিপার্শ্বিক থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু সে পারিপার্শ্বিকেরা, এক ভাবে যেমন উহার চন্দ্র, আর এক ভাবে তেমন উহারই আলোকাশ্রিত অধীন গ্রহ।

নেপচুন ইউরেনসের কক্ষ হইতে (৯৮,০০,০০,০০০) আটানব্বই কোটি মাইল, এবং সূর্য্য হইতে (২৭৮,০০,০০,০০০) দুই শত আটাত্তর কোটি মাইল দূরে রহিয়া, প্রতি মিনিটে ১৮০ মাইলের হিসাবে, ৬০,১২৬ দিনে অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় একশত পঁয়ষট্টি বৎসরে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। নেপচুনের পর আর কোন গ্রহ আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু যদি নেপচুনকেই সূর্য্য মণ্ডলের চরম-বিগ্রহ অথবা সীমাগ্রহ বলিয়া অবধারণ করা যায়, তাহা হইলেও সৌর-জগতের

ব্যাস (৫৭২০০,০০,০০০) পাঁচ শত বায়াত্তর কোটি মাইল এবং পরিধি (১৭০০,০০,০০,০০০) সতর শত কোটি মাইল হইয়া দাঁড়ায়। গণনা! তুমি অঙ্কের পর অঙ্কপাত করিয়া এখানে কি গণিলে? বুদ্ধি! তুমিই বা কি বুঝিয়া রাখিলে? সতর শত কোটি মাইলের বেষ্টনী!!! এ বিশাল বিস্তার, কল্পনার অগম্য না হইলেও, চিত্তের ধারণাযোগ্য হয় কি?

গ্রহ ও উপগ্রহ ছাড়া সূর্য্যের আর এক প্রকার পরিচয় আছে। উহাদিগের নাম ধূমকেতু। ধূমকেতুর আকৃতি প্রায়শঃই নিতান্ত ভয়াবহ; দেখিলেই চক্ষু আপনা হইতে স্থির হইয়া রহে। ধূমকেতুর কলেবর প্রতপ্ত ও প্রভাময় বায়বীয় পদার্থের লঘুভার-পুঞ্জমাত্র। কিন্তু সে প্রতপ্ত বাষ্প-রাশি নিদাঘের মেঘ-নিবহের ন্যায় নিত্য পরিবর্ত্তশীল। মেঘের যেমন নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তি নাই, ধূমকেতুরও সেইরূপ কোন একটা নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তি আছে বলিয়া জানা যায় না। তথাপি সাধারণের নিকট ধূমকেতু সকলের একটা বিশেষ পরিচয় আছে। সে পরিচয় উহাদিগের শিরঃপিণ্ডে ও পুচ্ছবিস্তারে। উহাদিগের শিরোভাগ অপেক্ষাকৃত ঘন ও উজ্জ্বল। শিরো-ভাগের মধ্যস্থলে, অধিকতর ঘন ও অধিকতর উজ্জ্বল একটা পিণ্ডীভূত বস্তু পরিলক্ষিত হয়। তাহা অতি সূক্ষ্ম ও অতি স্বচ্ছ ধূমল আবরণে আবৃত, বৃহৎ একটি তারার ন্যায় তেজঃপ্রদীপ্ত। শিরোভাগের পর হইতে অধঃপ্রক্ষিপ্ত অথবা ঊর্দ্ধপ্রসারিত

সুবিস্তৃত ধূমল পুচ্ছ। কোন কোন ধূমকেতু কবন্ধ জাতীয়, অর্থাৎ একেবারে শিরোহীন। কোনটি বা পুচ্ছহীন শিরঃপিণ্ড। কিন্তু প্রখর জ্যোতির্ম্ময় শিরঃপিণ্ড এবং ধূমল-প্রভাময় বিশালপুচ্ছই ধূমকেতুদিগের আকৃতি-পরিচায়ক; উহারা এই নিমিত্তই, অশিক্ষিত লোকের নিকট পুচ্ছশালী তারা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

দ্বিপুচ্ছ অথবা ত্রিপুচ্ছ ধূমকেতুও একান্ত বিরল নহে। ১৭৪৪ খ্রীঃ অব্দে একটি ধূমকেতু একবারে ছয়টা দিগন্ত-প্রসারি দুর্নিরীক্ষ পুচ্ছ পরিশোভিত হইয়া দেখা দিয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ ধূমকেতুই এক-পুচ্ছ বিশিষ্ট, এবং পুচ্ছের মধ্যভাগ সাধারণতঃ একটি শ্যাম-রেখায় লাঞ্ছিত রহে বলিয়া, ঐ এক পুচ্ছই ভূতলস্থ দর্শকের নিকট দুইটি পুচ্ছের মত প্রতীয়মান হয়।

ধূমকেতুর পুচ্ছ জগতের এক বিচিত্র দৃশ্য! উহা কখনও কখনও বহু কোটি মাইলের পথ প্রসারিত হইয়া মনুষ্যের চিত্তে চমৎকার জন্মায়,—মনুষ্যকে ভয়ে আড়ষ্ট করিয়া রাখে। ১৮১১ খ্রীঃ অব্দে যে ধূমকেতুর উদয় হয়, তাহার শিরঃপিণ্ডের ব্যাস ৪২৮ মাইল, এবং পুচ্ছের দীর্ঘতা (১৩,২০,০০,০০০) তের কোটি বিশ লক্ষ মাইল। এইরূপ বৃহৎ একটা সর্প অথবা সূত্রের দ্বারা পৃথিবীর পরিধিকে ৫,২৪০ বার পরিবেষ্টন করা যাইতে পারে।

যে ধূমকেতুটি ১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দে পরিলক্ষিত হইয়াছিল,

তাহার শিরস্থ পিণ্ডের ব্যাস ৪০০ মাইল, সমগ্র শিরো-মণ্ডলের ব্যাস ১,০০,০১২ মাইল এবং সুবিশাল পুচ্ছের দৈর্ঘ্য (১১,২০,০০,০০০) এগার কোটি বিশ লক্ষ মাইল। উল্লিখিতরূপে পুচ্ছভাগই ধূমকেতুর কেতু অথবা পতাকা, এবং যে দিকে সূর্য্য থাকে, উহা তাহার বিপরীত দিকে বিলম্বিত রহে। ধূমকেতু যখন সূর্য্য হইতে দূরে রহে, তখন উহার আলো যেমন মৃদু, গতিও তেমনই মন্দীভূত হয়। কিন্তু উহা আপনার কক্ষপথে পরিভ্রমণ করিয়া যতই সূর্য্যের সন্নিহিত হইতে আরম্ভ করে, ততই উহার জ্যোতিঃ প্রখর এবং গতি বেগবতী হইতে থাকে। ১৬৮০ খ্রীঃ অব্দের পরিলক্ষিত ধূমকেতুটিরে লোকে প্রথমতঃ পুচ্ছহীন ও নিতান্ত মন্থরগামী বলিয়া বোধ করিয়াছিল। উহা যখন পরিশেষে সূর্য্যের সন্নিহিত বর্ত্মে পঁহুছিয়া বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন উহা প্রতি ঘণ্টায় (১২,০০,০০০) বার লক্ষ মাইলের পথ চলিয়া মনুষ্যজগতে সূর্য্যের মহিমা দেখাইল। উহার অপরিদৃষ্ট পুচ্ছও, তখন দুই দিবসের মধ্যেই, (৬,০০,০০,০০০) ছয় কোটি মাইলের পথ ছাঁইয়া পড়িল। দুই একটি সপুচ্ছ ধূমকেতু কদাচিৎ সূর্য্যের সন্নিহিত হইয়া পুচ্ছহীন আলোক-পিণ্ডের ন্যায় দৃষ্ট হইয়াছে। উহারা, কি হেতু, সাধারণ নিয়মের বিপরীত ফল পাইয়াছে, তাহা সুচারুরূপে মীমাংসিত হয় নাই।

ধূমকেতুর সংখ্যা অজ্ঞাত ও অপরিজ্ঞেয়। কেন না, আকাশের কোন্ দিকে কত ছোট বড় ধূমকেতু, কি ভাবে, উড়িয়া যাইতেছে, তাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারে না। যে সমস্ত অদ্ভুত-মূর্ত্তি ধূমকেতুর উদয় দর্শনে মনুষ্যের মধ্যে বিশেষ আলোচনা হইয়াছে, তাহার সংখ্যাও আট শতের কম নহে।

গ্রহ এবং উপগ্রহচয়ের যেমন বুধ, শুক্র ও বৃহস্পতি প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট নাম আছে, ধূমকেতুনিচয়ের সেইরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট নাম নাই। কিন্তু তথাপি, অভ্যুদয়ের সময়, সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা আবিষ্কর্ত্তার নাম অনুসারে কতকগুলি ধূমকেতুর নাম হইয়াছে। যথা,—যোহান এঙ্কে নামক জর্ম্মাণ পণ্ডিত একটি ধূমকেতু আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত উহার নাম এঙ্কের ধূমকেতু। হেলী নামক সুবিখ্যাত ইংলণ্ডীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ ১৬৮২ খ্রীঃ অব্দে আর একটি পরিদৃষ্ট ধূমকেতুর গতিবিধি পর্য্যালোচনা দ্বারা, উহা সেই সময় হইতে ৭৬ বৎসর ৯ মাস পরে কোন্ সময়ে সূর্য্যের কত দূর সন্নিহিত হইয়া পুনরায় প্রকাশিত হইবে, তাহা ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় বলিয়া গিয়াছিলেন। যখন উল্লিখিত ধূমকেতু ঠিক সেই ৭৬ বৎসর ৯ মাস পর অর্থাৎ ১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দে পুনরায় উহার দীর্ঘায়ত পুচ্ছ ও দৃপ্ত আভায় লোকের দৃষ্টিগোচর হইল, তখন জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের মধ্যে

চারিদিকে একটা জয় জয় কোলাহল উঠিল,—লোকে, জ্যোতির্ষী গণনার প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া, বাহু তুলিয়া জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিল, এবং যদিও হেলী তখন লোকান্তরে, তথাপি সেই ধূমকেতুটি তাঁহারই নামে, চিরকালের তরে অভিহিত হইয়া রহিল। ইহা বলা অনাবশ্যক যে, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ধূমকেতুর সংখ্যা খুব অল্প।

ধূমকেতুসকল, সূর্য্য সম্পর্কে, দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কতকগুলি ধূমকেতু, গ্রহনিচয়ের ন্যায়, সৌর-রাজ্যের নিত্য গৃহস্থ,—সূর্য্যের অধিকারস্থ প্রজা,—অনন্যগতিক আশ্রিত উপাসক। উহারা সৌর-জগতেই চিরকাল অবস্থান করিতেছে, এবং নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কক্ষে, নির্দ্ধারিত সময়ে, সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া, নিয়তির পথে অগ্রসর হইতেছে। এ সকল ধূমকেতুর কোনটি সূর্য্যকে তিন চারি বৎসরে একবার প্রদক্ষিণ করে। কোনটির বা এই প্রদক্ষিণক্রিয়ায় ইহার দ্বিগুণ, ত্রিগুণ অথবা বিশ পঁচিশ গুণ সময় লাগে। এঙ্কের ধূমকেতু সূর্য্যকে সওয়া তিন বৎসরে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া যায়। উহার বৃত্তাভাসরূপ সুদীর্ঘ ভ্রমণবর্ত্মের যে স্থানটি সূর্য্যের অত্যন্ত সন্নিহিত, তাহা সূর্য্য হইতে (৩,২০,০০,০০০) তিন কোটি বিশ লক্ষ মাইল দূরবর্ত্তি; যে স্থানটি অত্যন্ত দূরস্থ, তাহার দূরতা প্রায় (৪০,০০,০০,০০০) চল্লিশ কোটি মাইল। হেলীর ধূমকেতু সূর্য্যকে ৭৬ বৎসর ৯ মাসে একবার প্রদক্ষিণ

করে। উহা যখন সূর্য্যের খুব কাছে আইসে, তখনও উহা সূর্য্য হইতে (৫,৬০,০০,০০০) পাঁচ কোটি ষাইট লক্ষ মাইল দূরে রহে। এই সময়ই পৃথিবীর লোকেরা উহারে দেখিতে পায়,—উহার আকৃতি ও প্রকৃতি লইয়া ঘোরতর পর্য্যালোচনা উপস্থিত হয়। যখন উহা নিয়ম-নির্দ্দিষ্ট বেগে সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া পুনরায় আপনার গতিপথের চরমপ্রান্তে যাইয়া সরিয়া পড়ে, অর্থাৎ যে স্থান হইতে আসিয়াছিল, আবার সেই স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন উহা সূর্য্য হইতে (৩২০,০০,০০,০০০) তিন শত বিশ কোটি মাইল দূরে রহে। এই ধূমকেতু ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে শেষ দেখা দিয়া গিয়াছে, সুতরাং উহা ১৯১০ খ্রীঃ অব্দে মনুষ্যকে আবার দেখা দিবে।

এই শ্রেণীর ধূমকেতুকে পণ্ডিতেরা অল্পাবৃত্ত সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করেন। কেন না, উহারা ঐ যে সওয়া তিন অথবা ৭৭ বৎসরে সূর্য্যের চারিদিকে একবার আবর্ত্তিত হয়, ইহাই ধূমকেতুর গতিগণনায় অতি অল্প কাল। যাহারা দীর্ঘাবৃত্ত. সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে তাহাদিগের কাহারও ২০০০, কাহারও ৩০০০, কাহারও বা এক লক্ষ বৎসর সময় লাগে।

আর এক প্রকারের ধূমকেতু আছে; তাহাদিগের কথা স্মরণ করিলেই শরীর শিহরিয়া উঠে। তাহারা

সৌররাজ্যের প্রজা অথবা অধিবাসী নহে ;—সূর্য্যের অতিথি মাত্র। তাহারা কোথা হইতে আইসে, পুনরায় কোথায় চলিয়া যায়, দূরবীক্ষণ তাহা দেখিতে পায় না ;—কখন আসিয়া আকাশে, আতঙ্কজনক উগ্রবেশে, উপস্থিত হইবে, জ্যোতির্ব্বিদ্যা তাহা গণিয়া জানিতে পারে না, এবং যে একবার আসিয়া চলিয়া গেল, সে যে অনন্তকালের আর কোন্ যুগে অথবা মন্বন্তরে আবার আসিয়া মনুষ্যকে দেখা দিবে, তাহাও কেহ বলিতে সমর্থ হয় না। তাহারা যদি সূর্য্যের ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী অর্থাৎ কোন নিকটবর্ত্তী তারার অধিকার হইতে আগমন করিয়া পুনরায় সেখানেই চলিয়া যায়, সে যাতায়াতও কোটিকল্প বৎসরের কম সময়ে নির্ব্বাহ পাইবার নহে। * তাহাদিগের সংখ্যা অগণিত। কারণ, এই অনন্ত আকাশের সকল স্থলেই তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা অন্যান্য ধূমকেতুর ন্যায়, সূর্য্যের নিত্যপরিচর বলিয়া পরিগণিত হইতে না পারিলেও, অবশ্যই সাময়িক সেবক।

* "I showed in my last, that eight million years would be the shortest time in which any comet could traverse the space separating our system from the *Nearest Star*." *R. A. Proctor.*

এইরূপ অসংখ্য ধূমকেতু এবং পূর্ব্বোল্লিখিত সংখ্যা-নির্দ্দিষ্ট গ্রহ ও উপগ্রহ লইয়া মনুষ্যের এই সৌর-জগৎ; এবং তাহার ঠিক মধ্যস্থলে স্বয়ং সূর্য্য—কনক-কিরীটশালী, মরীচিমালী, মহাতেজোময় জ্বলদগ্নিপিণ্ড। এই সকল গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতু, অনন্ত অতীতের কোন না কোন সময়ে, উহারই স্খলিত-খণ্ড কিংবা উৎক্ষিপ্তপিণ্ডরূপে, জীবনলাভ করিয়া, চিরকালই শক্তিতে জীবিত আছে;—উহারই নিকট আলোক, উত্তাপ ও জীবিকার অন্যান্য সম্পদ্ লাভ করিয়া জীবের কার্য্য সাধন করিতেছে, এবং যেন উহাকেই আপনাদিগের পিতা, মাতা, প্রাণদাতা ও পরমবিধাতা জ্ঞান করিয়া, আলোক-মুগ্ধ পতঙ্গ অথবা প্রেম-মুগ্ধ ভক্তের ন্যায়, অশ্রান্তগতিতে উহাকে বেষ্টন করিতেছে। সূর্য্যের কলেবর পৃথিবী হইতে কত বড়, পাঠকের অবশ্যই তাহা স্মরণ আছে। যদি সৌর-জগতের সমস্ত গ্রহ ও উপগ্রহকে পিণ্ডী-ভূত রূপে কল্পনা করা যায়, সূর্য্য সেই কল্পিত পিণ্ড হইতেও ছয় শত গুণ বড়। পৃথিবী যেমন বায়ুর আবরণে পরিবেষ্টিত, সূর্য্যমণ্ডলও বায়ুর সূক্ষ্ম আবরণে সতত ঐরূপ পরিবেষ্টিত রহে। সে বায়বীয় আবরণের উপর মেঘের মত তরল অথচ পরিবর্ত্তশীল বিবিধ বিচিত্র পদার্থ, দূরবীক্ষণের সাহায্যে, সময়ে সময়ে ভাসমান দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ সকল সৌর-মেঘও বুধ, শুক্র, মঙ্গল ও পৃথিবী এই সুপরিচিত গ্রহচতুষ্টয়ের

সমবেত আয়তন হইতে দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে বহু গুণ বড়। সূর্য্যদেহ হইতে এখনও যে সকল দহমান বস্তু, ভয়ঙ্কর বেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, দশ মিনিটে দুই লক্ষ মাইলের পথ অতিক্রম করিয়া যায়, তাহারা সামান্য একটি গ্রহ কিংবা উপগ্রহের সমান। ফলতঃ, সূর্য্যের আয়তন, সূর্য্য-গোলক-নিহিত আলোক ও উত্তাপের পরিমাণ, সে আলোর প্রখরতা, সে উত্তাপের প্রকার, এবং সূর্য্যের সর্ব্ববিধ শক্তি ও সম্পদ্ চিন্তার অতীত পদার্থ। যদি জগদীশ্বরের এই অনন্ত জগতে সূর্য্য ও সৌর-জগৎ ভিন্ন আর কিছু না থাকিত, মনুষ্যের বুদ্ধি তাহা হইলে চিরকাল ইহা লইয়াই ব্যাপৃত রহিত। কিন্তু সে অনন্ত জগতের অনন্ত বিস্তারের মধ্যে সূর্য্য ও এই সৌর-জগৎ কোথায় ?

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সূর্য্য যেমন অগণিত তারার একটি তারা, আকাশস্থ তারকাচয়ও সেইরূপ এক একটি প্রখর জ্যোতির্ম্ময় প্রচণ্ড সূর্য্য। সূর্য্য যে উপাদানে গঠিত, উহা-রাও প্রত্যেকেই সেই উপাদানে গঠিত। সূর্য্য যেমন আপ-নার তেজে আপনি আলোকময়, উহারাও সেইরূপ অতীত সৃষ্টির অচিন্তনীয় কাল হইতে আলোকোজ্জ্বল। কিন্তু, উহারা শুধু আলোক উত্তাপ বিষয়েই সূর্য্যসদৃশ নহে। উহারা প্রত্যেকেই, সূর্য্যের মত, সহস্রকোটি-যোজন-বিস্তারিত পৃথক্ এক একটি সৌর-জগতের প্রাণ-প্রভব অধীশ্বর—প্রত্যেকেই

অসংখ্য গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতুর চালক, পালক, চিরন্তনী গতির 'সূত্রধর'—চিরন্তনী শক্তির প্রত্যক্ষ আকর। অপিচ, উহাদিগের অনেকেই আলোক, উত্তাপ ও আয়তনে সূর্য্য হইতে শত শত গুণ বড়।

সিরিয়স (Sirius) নামে একটি সুবিখ্যাত সবুজতারা আছে। উহা পুরাতন ইয়ুরোপীয় সাহিত্যে 'ডগষ্টার' (Dogstar) এবং পুরাতন আর্য্য সাহিত্যে লুব্ধক ও মৃগব্যাধ নামে বিশেষরূপে পরিচিত। * সিরিয়সের কথা লইয়া সকল দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের মধ্যেই বহুকাল অবধি বিশেষ আন্দোলন যাইতেছে। উহার জ্যোতিঃ চর্ম্মচক্ষেও এত বেশী প্রখর ও প্রভাবশালি যে, আকাশের দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া রহিলেই, দৃষ্টি আপনা হইতে উহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের মধ্যে অনেকে উহাকে সূর্য্যমণ্ডলীর রাজা অথবা রাজ-সূর্য্য নামে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের মধ্যে কেহ

* অশীতিভাগৈর্যাম্যায়ামগস্ত্যো মিথুনান্তগঃ।
বিংশে চ মিথুনস্যাংশে মৃগব্যাধো ব্যবস্থিতঃ ॥ ১০

সূর্য্যসিদ্ধান্তঃ, ৮ম অধ্যায়।

লুব্ধক নামটি মূলে নাই,—টীকায় আছে। যথা,—
"মৃগব্যাধোলুব্ধকো মিথুনরাশে বিংশতিভাগে স্থিতঃ ॥"

কেহ উহাকেই অনন্তসূর্য্যময় অখিল জগতের "পরং জ্যোতিঃ, পরং ধাম" অর্থাৎ কেন্দ্রীভূত মহাসূর্য্য স্থানে সম্মার্দ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সিরিয়সের আয়তন পার্থিব সূর্য্যের আয়তন হইতে প্রায় ২০০০ গুণ বড়। * এ কথার অর্থ কি? অর্থ এই,—পার্থিব সূর্য্য যেমন তাহার উদরে তের লক্ষ পৃথিবীকে স্থান দিতে পারে, সিরিয়সও সেইরূপ উহার অমিত উদর-গহ্বরে, দুই হাজার বার তের লক্ষ, অর্থাৎ (২৬০,০,০০,০০০) দুইশত ষাইট কোটি পৃথিবীকে অসংখ্য পুষ্পরাশির ন্যায়, অনায়াসে ধারণ করিতে পারে। সিরিয়সের এই আয়তন চিন্তা করিলে কাহার শরীর না রোমাঞ্চিত. কাহার আত্মা না জড়ীভূত হয়?

ইদানীং যন্ত্র-পরীক্ষায় এইরূপ প্রমাণিত হইয়াছে যে, সিরিয়সের ন্যায় বৃহদায়তন রাজ-সূর্য্য অথবা বৈভবশালী তারা, আকাশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে, অনেক আছে। অরিয়ন (Orion) নামক তারাস্তূপের মধ্যে একটি খুব প্রখর জ্যোতির্ম্ময় নীল রঙের তারা আছে। তাহার নাম (Rigal)। সুনীল রিগেল, শোভায় ও প্রভায়, সিরিয়সের সমান শ্রেণীস্থ; আয়তনেও প্রায় সেইরূপ। বীণা নামক তারাস্তূপের মধ্যে শ্যামল বর্ণ একটি জ্যোতিঃপিণ্ড আছে। তাহার

* "From that glorious orb, nearly 2,000 such orbs as the sun & & &." (*Proctor.*)

নাম বেগা (Vega)। বেগার ভারতীয় নাম অভিজিৎ।* শ্যামলাভ বেগাও সর্ব্বাংশে রাজ-সূর্য্য বলিয়া সম্মানার্হ। ফুলের মধ্যে যেমন শতদল, দল-কমল, সূর্য্যমুখী অথবা মকর-কুণ্ডল, তারার মধ্যেও সেই প্রকার রিগেল, বেগা, মীরা ও বিটেল্‌গো। উহারা সংখ্যায় কত, এখন পর্য্যন্ত তাহার সম্যক্ গণনা হইতে পারে নাই।

তবে এ সকল তারা অথবা প্রভাময় সূর্য্য মনুষ্যের চর্ম্ম চক্ষে এত ক্ষুদ্র বোধ হয় কেন? উত্তর,—দূরতা। সূর্য্য কত বড় প্রকাণ্ড জ্যোতিঃপিণ্ড তাহা ত পরিজ্ঞাত আছি। অথচ, পৃথিবী হইতে উহা কিরূপ ক্ষুদ্র প্রতীয়মান হয়, তাহা আমরা সর্ব্বদাই চিন্তা করি কি? সূর্য্যের সেই সর্ব্বদাহী, সুদূর-বিসারী, শঙ্কাবহ মূর্ত্তি যখন সান্ধ্য-মেঘে আচ্ছাদিত, অথবা সরোবরের অমল অম্বুরাশিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া, সুন্দর একখানি সুবর্ণ পাত্রের ন্যায় ঝক্ ঝক্ করে, শিশুরাও তখন উহাকে খেলার সামগ্রী মনে করিয়া আনন্দে অধীর হয়। কিন্তু, সে শিশুরঞ্জন স্বর্ণ-সূর্য্যই যে সুদূরস্থিত ভুবন-মোহন ভাস্কর, তাহা আমরা নিয়তই ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পাই কি? আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে

* মনবোহথ রসা বেদা বৈশ্বমাপ্যধভোগগম্।
আপ্যস্যৈবাভিজিৎপ্রান্তে বৈশ্বান্তে শ্রবণস্থিতিঃ॥ ৪—
সূর্য্যসিদ্ধান্তঃ—৮ম অধ্যায়।

১,৮৬,০০০ মাইল। সূর্য্য যে সময়ে উদিত হয়, আমরা তাহার ঠিক সোয়া আট মিনিট পরে, উহার আলোক-রেখা প্রথম দেখিতে পাইয়া পুলকিত হই। ইহাতে এই বুঝা গেল যে, পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরতা উল্লিখিত এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইলের চারিশত পঁচানব্বই গুণ বেসী এবং এই নিমিত্তই সূর্য্যের এত বড় বিপুল আয়তন পৃথ্বীবাসীর চক্ষে এত ছোট। কোন কোন তারার আলো, পঞ্চাশ হাজার বৎসরের কমে, পৃথিবীতে পঁহুচিতে পারে না। ঐ সকল তারা কত দূরে রহিয়াছে, তাহাদিগের আয়তনই বা কিরূপ বিশাল, এবং তাহাদিগের বিশাল আয়তন কেন আমাদিগের নিকট অতি সামান্য এক একটি মিটি মিটি আলোক-বিন্দুর ন্যায় প্রতিভাত হয়, তাহা ইহা দ্বারাই কতকটা বুঝা যাইতে পারে।

ইহা বিশেষরূপে পরিগণিত এবং অবধারিত হইয়াছে যে, পৃথিবী হইতে সূর্য্যের মধ্যমিতা দূরতা (৯,২৭,০০,০০০) নয় কোটি সাতাইশ লক্ষ মাইল। আকাশের যে তারাটি * পৃথিবীর অত্যন্ত সন্নিহিত এবং সূর্য্যের ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী, সেটিও ঐ ভয়ানক দূরতার (২,২৪,০০০) দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার গুণ অধিক দূরে, অর্থাৎ পৃথিবী হইতে (২০,৭৬,৪৮০,০০,০০০) বিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার চারি

* সেণ্টারাই (Centauri.)

শত আশী কোটি মাইলের পর-পারে অবস্থান করে। বেগা অথবা আভিজিত' নামক নক্ষত্রের দূরতা সূর্য্যের দূরতা হইতে (১৩,৩৭ ০০০) তের লক্ষ সাইত্রিশ হাজার গুণ বেশী, অর্থাৎ উহা আকাশের যে স্থানে অধিষ্ঠিত, তাহা পৃথিবী হইতে (১,২৩,৯৩,৯৯০,০০,০০,০০০) এক কোটি তেইশ লক্ষ তিরনব্বই হাজার নয় শত নব্বই কোটি মাইলের পথ; সিরিয়স অথবা লুব্ধক তারার দূরতা, সূর্য্যের দূরতা হইতে (১৩, ৭৫,০০০) তেরলক্ষ পঁচাত্তর হাজার গুণ বেশী অর্থাৎ উহা আকাশের যে স্থান যুড়িয়া রহিয়াছে, সেই স্থান পৃথিবী হইতে (১,২৭,৪৬,২৫০,০০,০০,০০০) এক কোটি সাতাইশ লক্ষ ছয়চল্লিশ হাজার দুইশত পঞ্চাশ কোটি মাইলের ব্যবধান। নাবিক যাহার মৃদু মৃদু আলো দেখিয়া দুস্তর সমুদ্রে দিঙ্‌-নিরূপণ করে, সেই সুপরিচিত ধ্রুব নক্ষত্র * অথবা পোলারিস (Polaris) সূর্য্যের দূরতা হইতে (৩০,৭৮,০০০) ত্রিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার গুণ বেশী দূরে, অর্থাৎ পৃথিবী হইতে (২,৮৫,৩৩,০৬০,০০,০০,০০০) দুই কোটি পঁচাশী লক্ষ তেত্রিশ হাজার যাইট কোটি মাইল অন্তরে আপনার

* মেরোরুভয়তো মধ্যে ধ্রুবতারে নভঃস্থিতে।
নিরক্ষদেশসংস্থানামুভয়ে ক্ষিতিজাশ্রয়ে ॥ ৪৩।
সূর্য্যসিদ্ধান্তঃ—১২শ অধ্যায়।

সমুচ্চ আসনে সমাসীন। পুরাতন আর্য্যের ব্রহ্মহৃদয় * অথবা ক্যাপেলা (Capella) নামক নক্ষত্রের দূরতা সূর্য্যের দূরতার (৪৪,৮৪,০০০) চুয়াল্লিশ লক্ষ চৌরাশী হাজার গুণ বেসী অর্থাৎ উহা পৃথিবী হইতে (৪, ১৫, ৬৬, ৬৮০,০০,০০,০০০) চারি কোটি পনর লক্ষ ছিয়ষট্টি হাজার ছয় শত আশী কোটি মাইল দূরে রহিয়া, আপনার রাজ্যে আপনি গ্রহ ও উপগ্রহ লইয়া রাজত্ব করে।

এখানে, আমাদিগের সূর্য্য ছাড়া, পাঁচটি তারা অথবা পাঁচটা সৌর-জগতের প্রাণ-সূর্য্যের কথা হইল। আকাশে ঐরূপ তারা অথবা ঐরূপ সূর্য্য কত আছে, মনুষ্য কোন দিন তাহা গণিয়া শেষ করিতে পারে নাই,—কোন দিনও শেষ করিতে পারিবে না। আকাশের উত্তর-দক্ষিণ-ব্যাপি যে পথটি, আমাদিগের এ দেশে, ছায়া-পথ অথবা হরিতালী এবং ইয়ুরোপীয়দিগের নিকট দুগ্ধবর্ত্ম বলিয়া পরিচিত, শুধু তাহাই অন্যূন এক কোটি আশীলক্ষ তারা অথবা এক কোটি আশী লক্ষ সৌর-জগতের আশ্রয়স্থান। কোন কোন

---

* বিক্ষেপো দক্ষিণে ভাগৈঃ খার্ণবৈঃ স্বাদপক্রমাৎ।
হুতভুগ্ ব্রহ্মহৃদয়ৌ বৃষে দ্বাবিংশভাগগৌ॥ ১১।
অষ্টাভিস্ত্রিংশতা চৈব বিক্ষিপ্তা উত্তরেণ তৌ।
গোলং বধ্বা পরীক্ষেত বিক্ষেপং ধ্রুবকং স্ফুটম্॥১২।
সূর্য্যসিদ্ধান্তঃ—৮ম অধ্যায়।

জ্যোতির্ব্বিদ্ সমস্ত আকাশে সাত কোটি তারা গণিয়াছেন। এ গণনাও কিছুই নহে। কারণ, দূরবীক্ষণের দৃষ্টিশক্তি যতই দূরতর দূরে প্রসারিত হইতেছে, তারার সংখ্যাও ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। পৃথিবীর উত্তরে দক্ষিণে, পূর্ব্বে পশ্চিমে, ঈশানে নৈঋর্তে, বায়ু ও অগ্নিকোণে এবং ঊর্দ্ধে ও অধে সকলদিকেই অসংখ্য তারা অথবা অসংখ্য সূর্য্য ও অসংখ্য সৌর-জগৎ। বিজ্ঞান অশেষবিধ পরীক্ষা ও অকাট্য গণনা দ্বারা এই সকল সিদ্ধান্তে পঁহুচিয়াছে। কিন্তু আমি অকৃতী অধম বিজ্ঞানের এই অভ্রান্ত সত্যনিচয়কে কিরূপে আমার ভ্রান্তিসঙ্কুল ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণ করিব? আমি আমার নিত্যপ্রত্যক্ষ, নিত্য-প্রাণদা একটি সূর্য্যের আয়তন চিন্তা করিতে পারি না, এইক্ষণ কিরূপে এই অনন্ত কোটি সূর্য্য-পুঞ্জ-ময় অনন্ত-রাশীভূত সৌর-জগৎকে চিন্তা দ্বারা আমার চিত্তের বিলীভূত করিব? আমি যে দিকের কথা কল্পনা করি, সেই দিকেই সূর্য্যের পর সূর্য্য, সৌর-জগতের পর সৌর-জগৎ, এবং সমস্ত সৌর-জগতে অনন্ত কোটি গ্রহের পর অনন্ত কোটি গ্রহ !!! আমি কোন্ দিকে চক্ষু মেলিয়া চাহিব?—কোন্ দিকের কোন্ কথা চিন্তা করিতে যাইয়া অচেতনের মত পড়িয়া রহিব? হায়! আমি এই "অবাঙ্ মনসোগোচর" অচিন্তনীয় অনন্তের মধ্যে আমার অপ্রতিম ক্ষুদ্রতা লইয়া কোথায় গিয়া লুকাইয়া রহিব?

ধিক্ মনুষ্যের আস্পর্দ্ধায়! ধিক্ মনুষ্যের অভিমানে ও আত্মাদরে। ধিক্ মনুষ্যের মনঃকল্পিত গুণ, জ্ঞান এবং অতৈল-প্রদীপবৎ অন্তঃসার-শূন্য প্রতিভায়;—ধিক্ তাহার যশ, মান এবং প্রভুত্ব ও প্রতিষ্ঠার মনঃকল্পিত মহিমায়। সমুদ্রের মধ্যে যেমন জল বিন্দু, অথবা সাহারার ধু ধু বিস্তারিত মরুভূমির মধ্যে যেরূপ বালু কণিকা, পৃথিবী এই অনন্ত জগতের মধ্যে তাহা অপেক্ষাও অনন্ত গুণে ক্ষুদ্র। মনুষ্য সেই ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র নগণ্য ধূলি-কণা-সদৃশ পৃথিবীর একটুকু ধূলি-পরমাণু হইয়া, বৃথা কেন পরের প্রতি দর্পের চক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে যাইবে? বৃথা কেন কাহাকেও ক্রোধ ও দম্ভের কঠোর-স্বরে কথা কহিয়া, মানবজাতিকে জীব-জগতে ঘৃণিত ও উপহাসিত করিবে? পশ্চাতে ও পুরোভাগে অনন্ত কাল লইয়া ভগবানের এই অনন্ত জগৎ। মুহূর্ত্তস্থায়ী মনুষ্য বৃথা কেন ইহার মধ্যে মাথা তুলিতে যাইয়া বিড়ম্বিত হইবে?

বস্তুতঃ, এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অনন্তস্বরূপের অনন্ত ভাব মুহূর্ত্তকালও মনের মধ্যে ধারণা করিবার জন্য যত্নপর হইলে, মনুষ্য আগে তারা আর ফুলের কথা বিস্মৃত হইয়া শেষে আপনার কথাও বিস্মৃত হইয়া যায়। তাহার হস্ত পদ অবশের ন্যায় হয়; হৃদ্‌যন্ত্র ক্ষণকাল কম্পিত হইয়া পরিশেষে শ্লথ হইতে থাকে,—চক্ষু দৃষ্টিশূন্য রহে; এবং সে প্রকৃত প্রস্তাবে আছে কি নাই, সে বিষয়েও তাহার সংশয় জন্মে।

অর্জ্জুনের মত মহাপুরুষও, বিশ্বরূপ-দর্শন-প্রসঙ্গে, ক্ষণমাত্র অনন্তস্বরূপে আত্ম-সমর্পণ করিতে যাইয়া, ভয়ে থর থর কাঁপিয়াছিলেন; এবং একবারে আত্মহারা ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন স্থলে, অকৃতপ্রজ্ঞ, অল্পবুদ্ধি সাধারণ লোকের কাছে আর কি আশা করা যাইতে পারে? তবে এ জগতে মনুষ্যের কোথাও কি দাঁড়াইবার আর স্থান নাই? এক্ষণ সেই কথাটুকুই বলিবার বাকী রহিয়াছে। অনন্তের এই অনন্তবিস্তার শুধুই মনুষ্যের পশ্চাতে ও পুরোভাগে নহে। মনুষ্যের বাহিরে যেমন সকল দিকেই অনন্ত, মনুষ্যের ভিতরেও সেইরূপ অনন্তেরই অনন্ত লীলা—অনন্ত বিকাশ। জগতের এই সারাৎসার তত্ত্বটিই এখানে এক্ষণ অতি সংক্ষেপে বিবৃত করা আবশ্যক হইয়াছে।

একদিন একটি বৃষ্টিস্নাত স্ফুটিত যূথিকার বক্ষঃস্থলে এক ফোঁটা জল দেখিয়াছিলাম। ফুলের মধ্যে যূঁই বড় ছোট। যে জলটুকু যূঁই ফুলের ক্ষুদ্র হৃদয়ে নিবদ্ধ রহিতে পারে, তাহা যে জল-কণার মধ্যে যার পর নাই ছোট, ইহা সহজেই অনুমিত হয়। অথচ চাহিয়া দেখিলাম যে, শ্যামল-স্নিগ্ধ সান্ধ্যগগনের যে অনন্ত বিস্তার আমার মাথার উপর বিলম্বিত, যূথিকালগ্ন জলকণার মধ্যেও তাহাই, আণুবীক্ষণিক পরিমাণে, অপরূপ আভায় প্রতিবিম্বিত। আমি অনন্ত গগনের সেই

চিত্রিত-প্রতিবিম্ব দেখিয়া তখন মোহিত হইয়াছিলাম মাত্র। কিন্তু আজি যামিনীর এই নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ, নিরুপম গাম্ভীর্য্যের মধ্যে আমার ঊর্দ্ধে ঐ তারার বাগান এবং সম্মুখে এই ফুলের বাগান লইয়া যতই আমি চিন্তা করিতেছি, আমার চিত্ত ততই এক অভিনব ভাবে উচ্ছ্বসিত,—এক অভিনব আলোকে আলোকিত হইতেছে; আর সেই যূঁই ফুল ও তাহার জল কণা এবং সেই জলকণার অভ্যন্তর-প্রতিভাসিত অনন্তের চিত্র আমার নিকট আর একরূপ লাগিতেছে। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, প্রকৃতির এই অনন্ত উদ্যানে প্রত্যেক মনুষ্যই অসংখ্য ফুলের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি যূঁই ফুল। যূঁই ফুলের বক্ষঃস্থলে যেমন জল-কণা, মনুষ্যের বক্ষস্থলেও সেইরূপ অতি ক্ষুদ্র একটুকু চৈতন্য কণা, এবং যূথিকাবদ্ধ জল-কণায় যেমন অনন্ত গগনের অনির্ব্বচনীয় চিত্র, মনুষ্যের এই হৃদয়-বদ্ধ চৈতন্য-কণায়ও অনন্তকাল, অনন্ত দেশ এবং অনন্তস্বরূপের অনন্ত চিত্র। মনুষ্য কেমন করিয়া তাহার তাদৃশ ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে এই অনন্তের বোঝা অলক্ষিত ভাবে এবং অতি গোপনে বহন করিতেছে, তাহা অধিকাংশ মনুষ্যই জীবনে কখনও ভাবিয়া দেখে না। ভাবিলেও প্রায়শঃ কেহই সে ভাবনায় কূল পায় না। কিন্তু যে বিরলে বসিয়া ভাবে, তাহার স্বতঃস্ফুরিত মতি যেমন অনন্তের দিকে; যে না ভাবে, তাহারও গতি এবং ক্রমবিকাশ সেইরূপ সেই

অনন্তের দিকে। ইহার পরীক্ষা—মনুষ্যের হৃদয়ে ও মনে, প্রমাণ—মনুষ্যের জীবনে।

মনুষ্য, রাজ রাজেশ্বরের স্বর্ণসিংহাসন অথবা নিরন্ন দরিদ্রের পর্ণশয্যা, ইহার যেখানেই যে ভাবে কেন অবস্থান করুক না, মনুষ্যের নাম মনুষ্য; এবং তাহার সমস্ত আকাঙ্ক্ষাই অনন্ত, অমিত ও অপরিমেয়,—সমস্ত মনোবৃত্তিই, সাগরাভিসারিণী ভাগীরথীর ন্যায়, অনন্তোন্মুখী। ইহাই তাহার অদৃষ্ট-লিপি এবং এই সুখ অথবা এই দুঃখের অশ্রান্ত তাড়নাতেই তাহার মানবজীবন। মনুষ্যের কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা এবং কোন একটি মনোবৃত্তিও বিশ্বসংসারের কোথাও কোন অবস্থায় পঁহুচিয়া পূর্ণতৃপ্তি লাভ করিতে পারিয়াছে কি?

চক্ষু মনুষ্যের বহু ইন্দ্রিয়ের একটি ইন্দ্রিয়। এই একটি ইন্দ্রিয়ের পরীক্ষা দ্বারাই মনুষ্যের হৃদয় ও মনের কতকটা পরীক্ষা করিতে পার। মনুষ্যের চক্ষু জগতের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সূক্ষ্ম ও স্থূল, দ্রব ও ঘন, সুন্দর ও কুৎসিত, এবং সালোক ও সান্দ্র-তিমিরাবৃত সমস্ত বস্তু, এক, দুই, তিন করিয়া শত বার গণিতেছে;—যাহা কিছু দেখিবার আছে, তাহা এক বারের স্থলে শত সহস্র বার দেখিতেছে;—যে কোন বস্তুতে সৌন্দর্য্যের সামান্য একটুকু আভা পড়িয়াছে, তাহারই আলোক-চিত্র আহরণের জন্য রূপের অপার সমুদ্রে

অহর্নিশ সন্তরণ করিতেছে ;—বনের কাঠ, সৈকতভূমির বালু, পদ-তলের মৃত্তিকা, পর্ব্বতশৃঙ্গের প্রস্তর, কুশ, কাশ, তৃণ, লতা, মৎস্যের অস্থি, পশুর রোম, পক্ষী ও পতঙ্গের পক্ষ প্রভৃতি অসংখ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তাহাতে রূপের অসংখ্য চিত্র ফলাইয়াছে ;—রূপের সহিত রূপ মিলাইয়া দেখিবার জন্য সাগরগর্ভ হইতে প্রবাল ও মুক্তা তুলিয়া ভূগর্ভস্থ হীরা মণি মাণিক্যের সহিত এক সূতায় গাঁথিতেছে—এবং বাঘের নখে বিদ্রুমের শোভা ও বিষ-সর্পের খণ্ড খণ্ড হাড়ে অখণ্ড কণ্ঠহারের কমনীয় প্রভা নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দে টল-টল হইতেছে। কিন্তু ইহার কিছুতেই মনুষ্যের দুঃসহ ও দুর্নিবার দৃষ্টি-লালসার তৃপ্তি কিংবা নিবৃত্তি হইতেছে কি ?

এইরূপ আবার মনুষ্যের কর্ণ। কর্ণও বহু ইন্দ্রিয়ের একটি ইন্দ্রিয়। চক্ষে যেমন দৃষ্টি-লালসা, কর্ণে সেইরূপ শ্রুতি-লালসা। উহা শব্দময়ী সৃষ্টির অনন্তবৈচিত্র্য ও আনন্দ-মাধুর্য্য আহরণের জন্য কতই কি না শুনিতেছে ;—সজল-জলদের মধুর-গভীর মোহনগর্জ্জন, সমুদ্রের উন্মাদ-ভৈরব উত্তাল কোলাহল, সমুদ্রগামিনী স্রোতস্বিনীর তরঙ্গধ্বনি, ঝিল্লীর পীযূষবর্ষী তান, তৃষাতুর চাতকের প্রাণ-স্পর্শি গীত, নৈশ-বিহঙ্গের ঔদাস্যময় বিলাপ, মনুষ্যকণ্ঠের নব-রস-বিলাসিনী কোমল ও কঠোর প্রভৃতি স্বর-লহরী, কত কিছুই না

দিবারাত্রি পান করিতেছে! উহারই পরিতর্পণের জন্য রস-ভাবের পুষ্টিভেদে, ছয় রাগ, ছয়ত্রিশ রাগিণী এবং তাহাদিগের সংমিশ্রণ-সম্ভূত অসংখ্য স্বর। উহারই জন্য বীণার ধীর-মন্থর বিলম্পিত ঝঙ্কার, বেণুর হৃদয়হারি বিনোদ নিঃস্বন, এবং সারঙ্গ শরোদ, রবাব, ও সুরবীণ প্রভৃতি অশেষবিধ যন্ত্রের অসংখ্য প্রকার স্বর-বিলাস! অথবা এক কথায় এই বলা যাইতে পারে যে, উহারই পরিতৃপ্তির জন্য সঙ্গীতের সৃষ্টি, এবং শত-শাখা বিস্তারিত সঙ্গীত-শাস্ত্রের ক্রমিক বিকাশ। কিন্তু কিবা কণ্ঠগীত, কিবা প্রকৃতির গভীরতর সঙ্গীত, ইহার কিছুতেই মনুষ্যের অনন্ত-প্রধাবিত শ্রুতি-লালসার তৃপ্তি হইতেছে কি?

দৃষ্টি আর শ্রুতি মনুষ্যের বহিরিন্দ্রিয় মাত্র। উহারা তথাপি যে এইরূপ মহিমময়ী ও মহাশক্তিশালিনী, মনোবৃত্তি অথবা অন্তরিন্দ্রিয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই তাহার মুখ্য-কারণ। চক্ষু যাহা পলকে পলকে দেখে, বুদ্ধি তাহা লইয়া বিচার-বিতর্ক করে, হৃদয় তাহার সার-সৌন্দর্য্যটুকু আপনার ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিয়া রাখে, এবং সেই সঞ্চিত সম্পদে প্রীতি ও কল্পনার পরিতর্পণ করে। কর্ণ যাহা শোনে, প্রাণটাই তাহাতে শীতল অথবা সন্ধুক্ষিত হয়। কিন্তু মনুষ্যের সেই বিশ্বগ্রাসিনী বুদ্ধি, বিশ্ববিহারিণী প্রীতি, মনুষ্যের বিবেক, মনুষ্যের কল্পনা এবং মনুষ্যের আরও বহু মনোবৃত্তি অহোরাত্র

যাহা চাহিতেছে, দৃষ্টি এবং শ্রুতি, সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়ের সর্ব্বপ্রকার সাহায্য গ্রহণ করিয়াও, কখন তাহা যোগাইতে পারিতেছে কি? শুনিয়াছি, পৃথিবীর কোন কোন সমুদ্রকে পণ্ডিতেরা অতল-স্পর্শ বলিয়া বর্ণনা করেন। সমুদ্র কখনও অতল-স্পর্শ হইতে পারে না। কেন না, উহা পরিমাপিত পৃথিবীর পরিমিত একটা গহ্বর মাত্র। যদি এ জগতে প্রকৃত প্রস্তাবে অতল-স্পর্শ কিছু থাকে, তাহা হইলে এক অতল-স্পর্শ ঐ অনন্ত তারার আশ্রয়স্বরূপ অনন্ত-নীল নভঃসাগর, আর এক অতল-স্পর্শ মনুষ্যাত্মার অভ্যন্তরস্থিত অনন্ত-শাখাপ্রসারিত আকাঙ্ক্ষার সাগর।

তাই বুঝিয়াছি যে, মনুষ্যের বাহিরে যেমন অনন্ত তাহার কাছে অনন্তের অনন্ত কথা, ভিতরেও তেমন বুদ্ধি, বিবেক, কল্পনা, এবং প্রীতি ও ভক্তি প্রভৃতি অনন্তোন্মুখী মনোবৃত্তির কাছে অনন্তের অনন্ত কাহিনী। * আমি যখন গভীর রাত্রিতে ঐ অনন্ত তারার দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন এ

*"——Ages past, yet nothing gone!
Morn without eve! A race without a goal!
Unshortened by progression infinite!
Futurity for ever future! Life,
Beginning still, where computation ends!"
(Young.)

জগতে আমার অথবা আমার মত অসংখ্য-কোটি মনুষ্য-কীটের কিছুই যে করণীয় আছে, এমন কথা আমার মনে থাকে না। কিন্তু যখন ফিরিয়া আবার আমার সম্মুখস্থ যুঁইফুল ও সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়-ফুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করি,—যুঁইফুলের জল-কণা এবং আমার হৃদয়-ফুলের চৈতন্যকণা কিরূপে অনন্তের চিত্রে চিত্রিত হইয়াছে, তাহা ভাবিতে থাকি, তখন মনে আপনা হইতেই জ্ঞানের একটা বিস্ময়াবহ আভা আসিয়া উপস্থিত হয়,—তখন আপনা হইতেই এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, মনুষ্য এক দিকে যেমন যার পর নাই 'দীন-হীন' নগণ্য রেণু-কণা,—অভিমানের অযোগ্য, আস্পর্দ্ধার অযোগ্য, এবং সর্ব্বপ্রকার উচ্চ্রিতভাব-সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অনধিকারী, আর এক দিকে সেই মনুষ্যই আবার অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম এবং অনন্তস্বরূপের অনন্তবিধ ভোগের জন্য অনুল্লঙ্ঘনীয় শাসনে নিয়োজিত,—অনন্ত-অধিকারী। মনুষ্য ইচ্ছায় যাউক আর অনিচ্ছায় যাউক, অনন্তের দিকেই তাহাকে যাইতে হইবে,—উত্থান ও অধঃপতনে আবর্ত্তিত হইয়া, অনন্তের দিকেই তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে। কেন না, অনন্তই তাহার জীবনের চরমা গতি ও পরমা তৃপ্তির একমাত্র স্থান। শৈত্য যেমন জলের এবং সন্তাপ যেমন অগ্নির নিয়তিনির্দ্দিষ্ট স্বভাব, অনন্তের দিকে নিত্যগতি এবং অনন্তোন্মুখ বিস্তার ও বিকাশই

সেইরূপ মনুষ্যহৃদয়স্থ চৈতন্য-কণার নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম। অনন্ত লইয়া যাহার এইরূপ অবিনশ্বর জীবন-সম্বন্ধ, সে কেন তারা আর ফুল উভয়কেই অতিক্রম করিয়া আশার অনন্তসাগরে সন্তরণ করিতে বিরত রহিবে ?

বিরহ।

"সে সুখ-সায়র দৈবে শুকায়ল
পিয়াসে পরাণ যায়।
* * *
বিরহ আগুন দহয়ে দ্বিগুণ,
সহন নাহিক যায়।"

প্রেমের প্রকৃত বিকাশ, অর্থাৎ উহার শক্তির পুষ্টি ও সৌন্দর্য্যের প্রকর্ষবৃদ্ধি মিলনে—না বিরহে? যাঁহাদিগের হৃদয় আছে এবং হৃদয়ে প্রীতির প্রতিমা অঙ্কিত আছে,—যাঁহারা প্রেম-সম্মিলন আর বিরহ-যন্ত্রণাকে বিলাস-তরল নট-লীলামাত্র মনে না করিয়া, হৃদয়-রহস্য ও অধ্যাত্মতত্ত্বের নিগূঢ় কথা জ্ঞান করেন, সেই সাধু হৃদয় প্রেমিকেরা, এইরূপ চন্দ্র-তারাময়ী চন্দ্র-যামিনীর অপরূপ গাম্ভীর্য্যে অনুপ্রাণিত হইয়া, এই প্রশ্নের উত্তর চিন্তা করুন।

আমার চক্ষে পরস্পর-মুগ্ধ হৃদয়-যুগলের মোহময় সম্মিলন প্রেমের পুষ্টি বিষয়ে যেমন সহায়, বিষাদময় বিরহ-তাপও উহার প্রকর্ষবৃদ্ধি বিষয়ে তেমনই উপকারজনক। এখানে মিলন ও বিরহ সম্পর্কে সুখ-দুঃখের কথা কহিতেছি না। প্রেমের যেরূপ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি মানব-জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির অনুকূল, তাহারই কথা কহিতেছি। সে পথে মিলন মনুষ্যকে সাধারণতঃ যে পরিমাণ সাহায্য করে, বিরহ, আমার বিবেচনায়, কোন কোন অবস্থায়, এবং প্রকৃতিবিশেষে, ততোধিক সাহায্য করিয়া থাকে। কারণ, একটিতে প্রীতির পৌত্তলিকতা, অর্থাৎ প্রত্যক্ষের উপাসনা,—যে নয়নের সন্নিধানে বসিয়া রহিয়াছে নয়ন-জলে তাহার রূপ ও গুণের সংবর্দ্ধনা; আর একটিতে প্রীতি-নিহিত সূক্ষ্মতর ভাবের উদ্দীপনা, অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষের আরাধনা,—যাহাকে চক্ষে দেখি না, যাহার কথা কাণে শুনি না, হৃদয়ে তাহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, সেই মূর্ত্তির নিরন্তর ধ্যানের দ্বারা, অদৃষ্ট রূপ ও অদৃষ্ট গুণের অর্চ্চনা। প্রত্যক্ষের উপাসনা, যার পর নাই মধুর, মনোমদ, হৃদয় ও মনের পুষ্টিকর এবং ক্ষণমুহূর্ত্তের জন্য দুর্দ্দম উল্লাসময় হইলেও, উহা উচ্চতর মনোবৃত্তির উপর অধিক কার্য্য করে না,—আত্মাকে দূর হইতে দূরতর উচ্চতায় লইয়া যায় না। কিন্তু অপ্রত্যক্ষের আরাধনা অপেক্ষাকৃত 'নীরস নিঠুর' ও কঠিন হইলেও, উহা উচ্চতর বৃত্তিনিচয়-

কেই সমধিক উদ্বোধিত রাখে, এবং সেই জন্যই উহা ধর্ম্ম-শিক্ষার প্রথম সোপান ও ধর্ম্ম-জীবনের আরম্ভস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়া মনুষ্যকে জীবনের উচ্চব্রত যাপনে আশ্রয় দান করে।

যে জন্মিয়া অবধি কখনও পরের প্রাণে প্রাণ-সম্মিলন-সুখের নির্ম্মল অমৃত-রাশিতে অবগাহন করে নাই,—জগতে কাহারও না কাহারও হৃদয়ের সহিত হৃদয় মিলাইয়া মনুষ্য প্রকৃতির তরলতরঙ্গময় মধুর-গভীর মহাসঙ্গীত শ্রবণ করে নাই,—ফল কথা, যে কদাপি প্রীতির মোহন-মন্ত্রে পরাধীন হয় নাই এবং এক জনের প্রীতিতে দ্রবীভূত হইয়া আপনার একটা প্রাণ সহস্র প্রাণে ঢালিয়া দেওয়ার তত্ত্ব শিখে নাই: সে যোগী হউক, সন্ন্যাসী হউক, ব্রহ্মচর্য্যের পর-পারে অবস্থিত হউক, তাহার হৃদয় একভাগে মরুভূমিসদৃশ,—তাহার মানব-জীবন এক অংশে বৃথা। পক্ষান্তরে যে প্রিয়সম্মি-লনের আনন্দময় উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া আপনার সুখেই একবারে ডুবিয়া রহিয়াছে, কখনও প্রিয়-বিরহে হাহাকার করিয়া পরের ভাবনা ভাবিবার ও পরের সুখ-দুঃখ-চিন্তার অবস্থায় পড়ে নাই,—আপনার জনের জন্য বিরলে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে পরের জন্যও অশ্রু বর্ষণ করিতে অভ্যাস করে নাই, প্রেমের প্রকৃত সাধনা যে কি এক গভীর রহস্য, তাহা সে সম্যক্ জানে নাই—জানিবার সুযোগ পায়

নাই। সে প্রীতির একটা দিক্‌ই দেখিতে পাইয়াছে, উহার অনন্ত-লীলাময়ী অমিয়-মূরতি মুহূর্ত্তের তরেও তাহার হৃদয়ে কি মনে পূর্ণসৌন্দর্য্যে প্রতিবিম্বিত হয় নাই! তাই বলিতেছি, বিরহ বিষাদ-বিষের প্রতিকৃতি হইলেও নিরবচ্ছিন্নই বিপদ নহে।

বিরহে প্রেমের পরিশুদ্ধি,—প্রীতির পবিত্রতা। প্রেমের মূলতত্ত্ব পরকীয় প্রকৃতিনিহিত সৌন্দর্য্য অথবা সেই সৌন্দর্য্যের প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতিস্বরূপ রূপের উপাসনা এবং পরার্থ আত্মোৎসর্গ;—প্রেমের মুখ্য কণ্টক সুখ-লালসা আর স্বার্থ-পরতা। যে অনুরাগ শুধুই সুখ-লালসায় অঙ্কুরিত এবং স্বার্থপরতায় সংবর্দ্ধিত হয়, তাহা প্রেম নহে প্রেমের বিড়ম্বনা মাত্র। তাদৃশ আকর্ষণীর সহিত উপাসনা কিংবা আত্মোৎ-সর্গের কোন প্রকার সম্পর্ক থাকিতে পারে না। যাহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট অথবা মনুষ্যত্বের উচ্চতর আদর্শে বঞ্চিত, উহা তাহাদিগেরই ভোগে আসিতে পারে; উচ্চপ্রকৃতিশালী উদার-চরিত্রদিগের উপভোগ্য হয় না। বিরহ সুখ-লালসা এবং স্বার্থপরতা সম্বন্ধে স্বভাবতঃই বহ্নির ন্যায়,—পরিশোষক, পরিশোধক, এবং সুতরাংই প্রীতির প্রকর্ষ-বর্দ্ধক। যাহার হৃদয় স্বপ্নেও কখনও পবিত্র-তার শান্ত-স্নিগ্ধ, শুদ্ধ-সুন্দর স্বর্গীয় মূর্ত্তি দেখিতে পায় না, সেও বিরহের যজ্ঞীয় অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া, সহসা তাহার হৃদয়-

নিহিত প্রীতিতেই পবিত্রতার সৌন্দর্য্যসমাবেশ দর্শনে আনন্দে শিহরিয়া উঠে, এবং উহার সংস্পর্শে সমস্ত মনোবৃত্তিরই পুনর্জ্জন্ম অথবা নব-জীবনের ভাব অনুভব করিয়া জীবনে কৃতার্থ হয়। এইরূপে, ইচ্ছা ধীরে ধীরে লালসার সম্পর্ক-শূন্য হইয়া পড়ে, লালসা একবারে বিনষ্ট না হইলেও পয়োরাশিতে শর্করার ন্যায়, প্রীতিতে মিশিয়া যায়, এবং মনুষ্যের প্রাণ; অপ্রত্যক্ষ প্রিয়জনের উপাসনা দ্বারা স্মৃতির উপাসনা করিতে প্রথম শিক্ষা পাইয়া, দেব-প্রকৃতির সোপান-পরম্পরায় ধীরে ধীরে আরোহণ করে। আমি বিরহের ঈদৃশ শিক্ষাকে কোন প্রকারেই সামান্য শিক্ষা বলিতে সাহস পাই না।

শোক কি, না—স্মৃতির উপাসনা, এবং স্মৃতির উপাসনাতেই মনুষ্যের গৌরব—মনুষ্যত্বের উন্নতি। মুহূর্ত্তের জন্য যে আসক্তি, তাহা মানব-জাতির অধস্তন জীবসমূহেই শোভা পায়; মনুষ্যে শোভা পায় না। মনুষ্যহৃদয়ের অনুরাগ অনন্ত কাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত সমান বেগে প্রবাহিত হইতে না পারিলে পরিতৃপ্ত হয় না,—সূর্য্য চন্দ্র ও নক্ষত্রনিচয়ের সৃষ্টি এবং বিলয়কেও পরিহাস করিয়া একবার কালের সঙ্গে সমান রেখায় বহিতে না পারিলে কৃতার্থ হয় না। এই হেতুই শোকাহত প্রীতির অনন্তোন্মুখী গতি নিতান্ত পাষাণ-চিত্ত পাপিষ্ঠকেও ক্ষণকাল আপনার সঙ্গে টানিয়া লয়, এবং

এই নিমিত্তই মনুষ্যের জন্য মনুষ্যের শোক পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেব-দুর্লভ পূত-বস্তুর ন্যায় পূজিত হয়।

যাহারা শোক-সন্তপ্ত ব্যক্তিকে সংসারের বৃথা কথা কহিয়া সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছা করে, আমার বিবেচনায় তাহারা হৃদয়শূন্য। আর, যাহারা নানারূপ নিষ্ঠুর নীতিসূত্র অথবা প্রীতির অনিত্যতা প্রভৃতি অর্থশূন্য অসার শাস্ত্র শুনাইয়া শোকাকুল হৃদয়ের মর্ম্মস্থান হইতে পর-লোক-গত প্রিয়-জনের প্রতিমূর্ত্তি খানি পুছিয়া ফেলিতে যত্নশীল হয়, তাহারা মূঢ়। আমার নিকট শোকের প্রতিকৃতি, সাধনার প্রতি-কৃতির ন্যায়, প্রশান্ত জ্যোতির্ম্ময় ও পবিত্র ; এবং শোকাকুলের দৃষ্টি স্নেহের শীতলতায় সুধাবর্ষিণী। আমি আর্ত্তনাদকে শোক বলি না, এবং প্রিয়বিচ্ছেদের প্রথম আঘাতে মনুষ্য-মাত্রেরই যে ভয়ানক একটা বিকলতা জন্মে, তাহাকেও শোক বলিয়া ব্যাখ্যা করি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শোকের নাম স্মৃতির উপাসনা, এবং যে কাল-কুক্ষি-নিহিত প্রাণ-প্রিয়-জনের রূপ ও গুণকে প্রীতির শক্তিতে সজীব রাখিয়া হৃদয়ে নিত্য পূজা করিতে পারে, শোকে তাহারই সার্থক সাধনা। মনুষ্য যখন ঐরূপ শোক-সন্তাপে শান্ত, সুস্থির, সহিষ্ণু ও সংযতচিত্ত হইয়া, শত্রু মিত্র সকলের প্রতিই সকরুণ দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহার জন্য দুঃখ না হইয়া, প্রত্যুত তাহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি জন্মে ; এবং

মনুষ্যের প্রীতি, মনুষ্যের অনুরাগ যে নিতান্তই একটা কথার কথা, খেলার সামগ্রী অথবা মায়ার ছলনা নহে, ইহা অনুভব করিয়া, হৃদয় মনুষ্যজাতির প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া পড়ে।

যে সংসারে ক্ষণিক সম্পদই অধিকাংশ লোকের একমাত্র উপাস্য, ক্ষতি-লাভ-গণনাই একমাত্র শিক্ষা, এবং ক্ষণস্থায়ী ভোগের ভ্রান্তিসঙ্কুল আবর্ত্তচক্রই সাধারণতঃ মনুষ্যের বিলাস-ক্ষেত্র, যদি সেই সংসারেও শোক-স্মৃতির প্রকৃত সম্মান দেখিতে না পাই ;—যে সংসারে প্রেম আর পলক-জীবী পরিমল, এবং প্রেমিকনিচয় ও প্রকৃতিচঞ্চল ভ্রমরের দল পরস্পরের উপমাস্থল বলিয়া আদর পায়—মনুষ্যের মমতা, সৈকত-ভূমিতে জল রেখার ন্যায়, দেখিতে দেখিতেই অদৃশ্য হয়,—অনুরাগের তরঙ্গ বাসন্তী স্রোতস্বিনীর লীলা-তরঙ্গের ন্যায় এই খল খল হাসিতে থাকে, এই আবার ভাঙ্গিয়া পড়ে, এই পুনরায় লীলাজলে বিলীন হইয়া যায়, যদি সেই সংসারেও স্মৃতির উপাসনা সমুচিত পূজা লাভ না করে, তবে জানি না মনুষ্যের শেষ গতি কোথায় ?

বিরহও শোকের ন্যায় স্মৃতির উপাসনা। সুতরাং বিরহও শোকেরই ন্যায় সম্মানার্হ অবস্থা। শোকসন্তপ্ত ব্যক্তির পরিম্লান মুখশ্রীতে যে গাম্ভীর্য্য, বিরহ-সন্তপ্ত প্রেমিক ব্যক্তির মলিন মুখ-মাধুরীতেও সেই গভীর ছায়া। শোক সুদীর্ঘ-বিরহ ;—বিরহ শোকের সাময়িক ভোগ। শোকে যে শিক্ষা

বিরহেও সেই শিক্ষা; শোকে আত্মার যতটুকু ঊর্দ্ধগতি, বিরহেও প্রায় ততটুকু ঊর্দ্ধগতি। প্রভেদ এই মাত্র, শোক দুই একটি সিদ্ধপুরুষ ছাড়া সংসারে সকলের নিকটই আশাশূন্য অন্ধকার! বিরহের অন্ধকার আশাপ্রদ।

অপিচ, বিরহে প্রেমের পরীক্ষা। দৃষ্টি যখন মুখরা নর্ম্মসখীর ন্যায় হৃদয়ের মর্ম্মকথা অন্যদীয় হৃদয়ের নিকট কহিয়া ফেলায়;—জিহ্বায় যাহা প্রকাশ পাইতে চাহে না, অন্তরের অন্তরতম স্থান-নিহিত সেই নিগূঢ় কাহিনীও অনায়াসে প্রকাশ করিয়া, পরকে আপন করিতে যত্নপর হয়;—রজ্জুর ন্যায় বন্ধনীর কার্য্য করিয়া হৃদয়কে হৃদয়ের সহিত গাঁথিয়া রাখে;—অথবা হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া সশঙ্ক প্রিয়জনকে সেখানে সবলে টানিয়া লইয়া যায়; নিতান্ত অসার-চিত্ত ক্ষীণ-প্রাণ মনুষ্যও তখন প্রীতির হিল্লোলে, ক্ষণ-কালের তরে, ফুলের মত ভাসিয়া ভাসিয়া, আপনার শোভা ও সৌভাগ্য দেখাইতে পারে। তাদৃশ পরায়ত্ত প্রীতির আর গৌরব কিসে? সেই প্রীতিই প্রীতি, যাহা আপনার বলে আপনি জীবিত রহে;—সেই প্রীতিই প্রীতি, যাহা কালের তরঙ্গাঘাতে এবং অবস্থার ঘূর্ণপাকে আহত, প্রত্যাহত ও পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইয়াও সম্পূর্ণরূপে অটল থাকে; সেই প্রীতিই প্রীতি, যাহা চক্ষুর প্রলোভন এবং চির-প্রিয় প্ররোচনাচয়ে বঞ্চিত রহিয়াও, আশা ও

নৈরাশ্যে, আলোকে ও অন্ধকারে, হৃদয়ারাধ্যের ধ্যান করে। ইহাও এক প্রকারের পুণ্যময় তপস্যা, এবং প্রীতির যদি কিছু পরীক্ষা থাকে, সেই পরীক্ষা বিরহের এই সুদীর্ঘ তপস্যায়।

এই সংসারে কে না প্রণয়ের খেলা খেলে, আর কেই বা না, প্রণয়ের খেলায় আত্মবিড়ম্বনা ও মনুষ্যত্বের অবমাননা করে? মুহূর্ত্ত পরেই মন যার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও বিস্মৃত হয়, মনুষ্য সম্মুখে তাহাকে 'প্রিয়তম' বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া থাকে। যে নয়ন-পথের অন্তরালে গেলেই একবারে হৃদয়েরও অদৃশ্য হইয়া পড়ে, মনুষ্য তাহাকেও 'অভিন্নহৃদয়' বন্ধু বলিয়া আদরের আসন দেয়। যাহাকে উৎসব ও ব্যসন অথবা হর্ষ ও বিষাদ প্রভৃতি জীবনের কোন অবস্থায়ই মনে পড়ে না, এবং অতি দীর্ঘ বিরহেও যাহার জন্য মন পোড়ে না,—মনুষ্য যাহাকে ছাড়িয়া জীবনের সকল কার্য্যেই সমান উৎসাহে ব্যাপৃত রহিতে পারে,—এবং যাহার অদর্শন ও অভাবে আপনাকে কোন অংশেও অঙ্গহীন জ্ঞান না করিয়া জীবনের সমস্ত অনুষ্ঠানেই, প্রফুল্লচিত্তে নিবিষ্ট রহিতে সমর্থ হয়, সে তাদৃশ নিতান্ত বহিঃস্থ জনকেও নিকটে পাইলেই প্রাণের জন বলিয়া প্রিয়সম্ভাষণের মধু বিলায়! প্রীতির পরমারাধ্যা পবিত্রতা লইয়া এইরূপ লৌকিকতার খেলা খেলিতে কোন ক্রমেই আমার সাহস হয় না, এবং মনুষ্যের

সহিত মনুষ্যের এইরূপ ছলনার অভিনয় দেখিতেও আমার চিত্ত অগ্রসর হইতে চাহে না। প্রীতিই প্রকৃত অমৃত। যুগান্তব্যাপী তপস্যা বিনা এ অমৃতে মনুষ্যের অধিকার হইবে কেন? প্রীতিই অবনীতে সাক্ষাৎ স্বর্গ। মনুষ্য বহুদিনের কঠোর সাধনায় আপনার আত্মাকে নরক-স্পর্শ হইতে প্রক্ষালিত করিতে না পারিলে, সেই স্বর্গে প্রবেশ পাইবে কেন? আর, হৃদয় যদি প্রীতির অমৃতস্পর্শেই আনন্দময় ও শীতল রহে, এবং দূরস্থ প্রিয়জনকেও, সতত নিকটস্থ জ্ঞানে সন্তর্পণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে বিরহেই বা মনুষ্যের তেমন একটা দুর্ভাবনার বিষয় কি?

এই নিখিল জগৎ নৈশ নিস্তব্ধতায় অভিভূত হইয়া নিদ্রায় যখন অচেতন রহে, বিরহিণী প্রীতি তখন তপস্বিনীর ন্যায়, জাগরূক রহিয়া, সুখও নয়, দুঃখও নয়, সুখদুঃখের মিশ্রণও নয়, মনের সেই যে এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থা প্রিয়-চিন্তার আবেশে তাহাতে ডুবিয়া থাকে। আত্মার গাম্ভীর্য্য এবং প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য তখন এক হইয়া যায়। প্রকৃতির যে সকল প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য্য অন্য সময়ে চক্ষে পড়ে না, প্রেমালোক-প্রদীপ্ত মনুষ্যচক্ষু যামিনীর তিমির-রাশি ভেদ করিয়া তাহা তখন দেখিতে পায়। প্রকৃতির অযুত-কণ্ঠ-নিঃসৃত স্বর-লহরীর যে মাধুরী অন্য সময়ে অনুভূত হয় না, তাহাও তখন ঝিল্লীর ঝঙ্কার, ঘুমন্ত বিহঙ্গের অর্দ্ধরুদ্ধ কণ্ঠধ্বনি, বৃক্ষ-

পত্রের আকস্মিক মর্ম্মর শব্দ অথবা নিশীথ-বায়ুর অশ্রুত-পূর্ব্ব নিঃস্বনে, শ্রুতিপথে হৃদয়ে প্রবেশ করে,—এবং মধ্যে জড়-জগতের যতটা স্থান কেন ব্যবধানস্বরূপ রহুক না, হৃদয় তখন হৃদয়ের সহিত সঙ্গত হইয়া,—সুদূর-স্থিত হৃদয়ের সহিতও অধ্যাত্মযোগে আলাপ করিয়া, যিনি সকল হৃদয়ের শেষগতি ও প্রীতির চরম-নিলয়, তাঁহার অমৃতময় ক্রোড়ে, মুহূর্ত্তের তরে ঢলিয়া পড়ে।

আশার ছলনা।

"আশার ছলনে ভুলি, কি ফল লভিনু,—
হায় ! তাই ভাবি মনে।"

অন্ধকার রাত্রি। উত্তাল তরঙ্গ। উত্তরে দক্ষিণে সকল দিকেই তরঙ্গের পর তরঙ্গের অট্টহাস ও উন্মত্ত উল্লাস। নদীর গর্জ্জন, প্রলয়-ভেরীর ভৈরব গর্জ্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর। নৈশ-সমীর হুঃ হুঃ শব্দে বহিয়া যাইতেছে এবং নদীর তরঙ্গ লইয়া প্রমত্ত একটা দৈত্য কিংবা দানবের মত আস্ফালন করিতেছে। যেন ভগবানের সৃষ্টিনাশই উহার মুখ্য অভিলাষ। তাহাতে আবার মাথার উপর মুষলধারায় বৃষ্টি। নৌকার ছঁই ছিল, তাহা উড়িয়া গিয়াছে। নৌকায় আলো ছিল, তাহা নিবিয়া গিয়াছে। আলোক উৎপাদনের যে সকল সামগ্রী ছিল, তাহাও ভাসিয়া গিয়াছে। আকাশে দুই একটি নক্ষত্র মিটি মিটি জ্বলিতেছিল, তাহাও নির্ব্বাণ

হইয়াছে। কিন্তু, তথাপি নাবিক হাল ছাড়িতেছে না। তাহার আশা আছে, সে এই ভয়াবহ বৃষ্টিধারা এবং ঝটিকার মধ্যেও তরঙ্গের মাথা ভাঙ্গিয়া—তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া, তাহার অর্দ্ধবিধ্বস্ত ভগ্নতরী লইয়া কূল পাইবে। বণিক্, বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া, বাণিজ্যে বিশেষ লাভের আকাঙ্ক্ষায়, একে একে সাত ডিঙ্গা ভাসাইয়াছিল। দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাহার সাতখানা ডিঙ্গাই ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু, তথাপি সে তাহার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া পুনরায় ডিঙ্গা সাজাইবার আয়োজন করিতেছে। তাহার আশা আছে, যদিও তাহার প্রথম উদ্যম ব্যর্থ হইয়া থাকুক, তাহার দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বারের উদ্যম অবশ্যই তাহাকে পূর্ণমনোরথ করিবে। রোগী অশীতিপর বৃদ্ধ। রোগ রাজ-যক্ষ্মা। অবস্থা এখন তখন। নাড়ী বহুক্ষণের পর, এক এক বার তির্ তির্ করিয়া একটুকু ভাসিয়া উঠে; আবার ডুবিয়া যায়। কিন্তু, চিকিৎসক তথাপি কাছে বসিয়া, আশ্বস্ত হৃদয়ে, ঔষধের পর ঔষধ যোগাইতেছে। কেন না, তাহার হৃদয়েও আশা আছে।

এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে, সংসারে সকলেই আশার অধীন—আশার কর-সূত্র-ধৃত ক্রীড়া-পুত্তল, অথবা আশাই মানব-হৃদয়-রূপ চির-চঞ্চল বিচিত্র যন্ত্রের সঞ্চালনী শক্তি। কিন্তু, আশার আশ্বাস-প্রদ মধুরবাক্যে সকল সময়েই বিশ্বাস

করা যায় কি ? এই তৃষিত মেদিনী যেমন আশামাত্র অবলম্বনে আকাশের পানে চাহিয়া রহিয়াছে; এবং আশা করিয়া সহস্রগুণে অধিকতর ক্লেশ পাইতেছে; আমার এই মরুময় দগ্ধহৃদয়ও সেইরূপ আশার পথপানে উর্দ্ধনয়নে চাহিয়া আছে, এবং হায়! আশার মোহন ছলনায় ভুলিয়া ভুলিয়াই জীবনে এত যন্ত্রণা ও এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে। আশারই কি আর এক নাম মৃগ-তৃষ্ণিকা ?

আশা ছিল, জ্ঞানের আরাধনায় আত্মসমর্পণ করিয়া জীবনে কৃতার্থ হইব,—জ্ঞানের শেষ সীমা পর্য্যন্ত দর্শন করিবার জন্য এ দেহ, এই প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। কিন্তু, আমার সে জ্বলন্ত আশা এ জীবনে আর সফল হইবে কি ? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গিয়াছে, অথচ আমার সেই জ্বালাময়ী জ্ঞান-তৃষ্ণা, অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও যেমন অতৃপ্ত ছিল, অদ্যও ঠিক তেমনই অতৃপ্ত রহিয়াছে। সে তৃষ্ণা আর কি কখনও তৃপ্তিলাভ করিয়া আমার আত্মাকে কৃতার্থ করিবে ? আমি এই সংসারে আসিয়া কি জানিয়াছি, কি শিখিয়াছি ? আমার মত অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন অবোধের পক্ষে জ্ঞান আর অজ্ঞান সমান কথা, অন্ধকার আর আলোক এক। আমি সমুদ্র-সৈকতের শুষ্ক বালুসদৃশ আমার এই অতি শুষ্ক শূন্যময় সামান্য জ্ঞান লইয়া সংসারে কোথায় যাইয়া কার কি করিব ?

হে জ্ঞানাভিমানী বীরণ! তোমার অবস্থাও কি ঠিক আমারই মত শোচনীয় নহে? তুমি তোমার বহুশ্রমের উপার্জ্জিত স্তূপীকৃত জ্ঞানে কি ধন পাইয়াছ, তাহা বলিতে পার কি? তোমার সমস্ত জ্ঞানের শেষ পরিণাম, অন্ধতম অবিশ্বাস—অন্ধকারময় শূন্যতা! তুমি এই শূন্য অন্ধকারে কোন্ প্রাণে আর নিরালম্ব অবস্থান করিবে, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? ঐ যে আলোক-বিন্দু অর্ব্বুদ-কোটি-যোজন-বিস্তারিত দূরপথের পরপার হইতে তোমার নয়ন-তারার মধ্যবিন্দুতে আসিয়া প্রতিবিম্বিত হইতেছে, বলিতে পার উহা পদার্থটা কি? তুমি হয় ত আলোককে আর একটা নূতন নাম দিয়া নির্দ্দেশ করিবে; অথবা কোন একটা অপরিজ্ঞাত সূক্ষ্মতর পদার্থের সূক্ষ্মতর তরঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করিবে। ইহাতে তুমিই বা কি বুঝিবে; আর, আমিই বা কি বুঝিব? শুনিয়াছি, তোমার ঐ নয়ন-তারা নাকি অপূর্ব্ব একটি চিত্রশালিকা এবং আলোক সেখানকার চিত্রকর। অচেতন আলো কি রূপে তোমার নয়ন-পটে অহোরাত্র চিত্রের পর চিত্র ফলাইতেছে—চিত্রের সৌন্দর্য্যে তোমাকে প্রীতিতে বিমোহিত, সৌকুমার্য্যে তোমায় স্নেহে বিগলিত, এবং শঙ্কাজনক বিকট-বিরূপতায় তোমাকে ভয়ে কম্পিত রাখিতেছে—নিমেষে নিমেষে তোমাকে নূতন চিত্র দেখাইয়া, তোমার চিত্তে হর্ষ, বিষাদ, বিস্ময়, ভক্তি, লোভ,

ক্ষোভ ও ঘৃণা লজ্জা প্রভৃতি অসংখ্য নূতন ভাবের নূতন লহরী তুলিতেছে, তুমি তাহার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পাও কি ?

এই যে বায়ু, মৃদুল-হিল্লোলে দুলিয়া দুলিয়া, ফুলের মধু ও ফুলের সৌরভ চুরি করিতেছে, অথবা ঝঞ্চাবলে প্রবাহিত হইয়া ফুল, ফল ও তরুলতা উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে, এবং বট ও পাকুড়ের মত বড় বড় গাছের ঘাড় ভাঙ্গিতেছে, জান উহা পদার্থ টা কি ? তুমি আলোর যেমন একটা নূতন নাম নির্দ্দেশ করিয়াছ, বায়ুরও তেমন পাঁচটা নূতন নাম নির্দ্দেশ করিতে পার। কিন্তু, তোমার সে নাম-নির্দ্দেশে প্রকৃত জ্ঞানের কি হইবে ? বায়ু পৃথিবীর একটা আবরণ-ভূত পদার্থ এবং উহা আর দুইটি সূক্ষ্মপদার্থের সংযোগ-সম্ভূত, ইহা ত সকলেই পরিজ্ঞাত হইয়াছি। কিন্তু পৃথিবী যখন জলে স্থলে বিভক্ত হয় নাই, উহার এ বায়ুরাশি তখন কোথায় ছিল ? উহা কোথা হইতে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া, কদম্ব-কুসুম-প্রতিমা পৃথিবীকে কেশরাশির ন্যায় পরিবেষ্টন করিল ?

তুমি যেমন কালের গতি পরিজ্ঞানের জন্য প্রতিমুহূর্ত্তেই তোমার কণ্ঠবিলম্বিত ঘটিকাযন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, আমিও সেইরূপ প্রতিমুহূর্ত্তেই ঘটিকার কর-লেখা পাঠ করি ;—দণ্ড, দিন, সপ্তাহ কিংবা মাসের হিসাব করিয়া কর্ত্তব্য বিষয়ে সময়ের নিয়ম করিয়া থাকি। কিন্তু, বলিতে

পার, কোন্ সময় হইতে কালের প্রথম আরম্ভ এবং কোন্ সময়ে উহার শেষ? তুমিও সৃষ্টির বিবিধসৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্মিত ও বিমোহিত হও, আমিও সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভুলিয়া যাই। কিন্তু, সৌন্দর্য্যের মধ্যে কোন্ পদার্থটি প্রকৃতপ্রস্তাবে সার-ভূত সুন্দর, তাহা আমায় বুঝাইয়া দিতে পার কি? সৌন্দর্য্য তোমার ও আমার হৃদয়ে, না হৃদয়ের বহিঃস্থিত—দৃশ্য কোন পদার্থে? যদি বহিঃস্থিত বস্তুই সৌন্দর্য্যের সুখ-নিকেতন, তাহা হইলে উহা সকলের চক্ষেই সমান সুন্দর দেখায় না কেন? আর, যদি তাহা না হইয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, দ্রষ্টার হৃদয় অথবা কল্পনাই সৌন্দর্য্যের বিলাস-ক্ষেত্র, তাহা হইলে রূপ দেখিবার জন্য হৃদয়ে না খুঁজিয়া বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াই কেন? এই যে জগতে অসংখ্য প্রাণী, অসংখ্য প্রাণ লইয়া, চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত রহিয়াছে, এবং ভোগ লালসার পরিতৃপ্তিতে সুখে উৎফুল্ল অথবা অতৃপ্তিতে দুঃখে অবসন্ন হইতেছে, এগুলি কি? প্রাণ আর প্রাণী, এবং প্রাণের সুখ দুঃখ সমস্তই কি স্বপ্নলীলা, না সমুদ্রজলে জলবুদ্বুদের ন্যায়;—অথবা অচেতন জড়শক্তির অনন্ত প্রকার চৈতন্যময় ক্রিয়া? হা! এই সকল সামান্য তত্ত্বের অন্ত পাই না; যাহা অসামান্য তাহা আমি কিরূপে জানিব? জ্ঞানের কিরূপ সাধনায় তাহার অন্ত পাইব?

বিশ্বব্যাপি জ্ঞান যেমন বুদ্ধি-যোগে জীবের নিত্য-

আরাধ্য, বিশ্বব্যাপি প্রেম তেমন হৃদয়-যোগে জীবের নিত্য-সেব্য—নিত্যপূজ্য। অথবা, প্রেম একটা অতল, অপার ও অপ্রমেয় সাগর, এবং মনুষ্যের হৃদয় সেই সাগর-জল-বিহারী ক্ষুদ্র সফরী। কখনও কখনও এই রূপও মনে লয় যে, প্রেমই এ জগতের পরাৎপর তত্ত্ব ও প্রাণ-পদার্থ; জ্ঞান সে দুর্লভ ধনের অন্বেষণ-পথে আলোকমাত্র। বস্তুতঃ, এই 'পরিদৃশ্যমান' প্রাকৃত জগতের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই প্রেমের কোন না কোনরূপ পূজা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রীতিতে বিমোহিত হই। জড়বস্তু মাত্রই, ভূলোকে ও অনন্ত অন্তরীক্ষে, জড়বস্তুকে আকর্ষণ করে,—জড়বস্তুতে আকৃষ্ট হয়। আমার মনে লয়, উহারা একে অন্যকে, আপনার দিকে, প্রাণের টানে টানিয়া লইয়া প্রেমের এক সূতায় গাঁথা রহে। জলবিন্দু আর একটি জল বিন্দুর সন্নিহিত হইলেই তাহাতে যাইয়া ঢলিয়া পড়ে;—জল-ভার-পূর্ণ মেঘ, আকাশ-পথে উড়িতে উড়িতে, আর এক খানি মেঘের কাছে যাইয়া পঁহুচিলেই, আপনার হৃদয়-নিহিত প্রীতির প্রভাকে বিদ্যুৎ-প্রভায় প্রতিভাসিত করিয়া, তাহাতে যাইয়া মিশিয়া যায়। আমার মনে লয়, জল জল-বিন্দুকে এবং মেঘ মেঘ খানিকে প্রেমের আকর্ষণে আপনাতে আনিয়া মিশায়। নদীর জলও স্বভাবের বেগেই সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু, নিশীথ-জ্যোৎস্নায় নিবিষ্ট

চিত্তে চাহিয়া-দেখিলে চিত্তে আপনা হইতেই এইরূপ প্রতীতি জন্মে যে, নদী বুঝি কাহারও হৃদয়-নিহিত প্রেমের দ্রবীভূত ধারা এবং সমুদ্র তাহার প্রেমের ধন। নহিলে, উহা সমুদ্রের দিকে, এরূপ পাগলের মত, প্রধাবিত হয় কেন? পৃথিবীর বন, উপবন ও উদ্যাননিচয় স্বভাবতঃই প্রাতঃসময়ে ও সন্ধ্যা-সমাগমে ফুলের হাসিতে হসিত-মূর্ত্তি ধারণ করে,—অসংখ্য ফুলের ফুটন্ত সৌন্দর্য্যে নূতন শোভা ধারণ করিয়া মনুষ্যের মন ও প্রাণ মোহিত করিতে রহে। কিন্তু বন ও উপবনের সেই বিচিত্র শোভার দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া রহিলেই মনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হয় যে, ফুল বুঝি কাহারও প্রেমের চক্ষু, এবং ঐ অসংখ্য ফুলের আনন্দময় দৃষ্টি যে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় সৌন্দর্য্যের উপাসনার জন্য উন্মীলিত হইয়াছে, তাহাই বুঝি তাহার প্রাণারাধ্য বস্তু। বিহঙ্গ স্বভাবতঃই ঊষার অভ্যুদয়ে এবং দিবাবসানে মনের সুখে কল-কল ধ্বনি করে। কিন্তু বিহঙ্গের সেই কল-কূজন, কিছু ক্ষণ কর্ণ পাতিয়া শুনিলেই, এইরূপ মনে লয় যে, প্রভাত ও সন্ধ্যার ঐ প্রমোদ-সুখময় পবিত্র উৎসব অবশ্যই কাহারও প্রেমের আরতি, এবং বিহঙ্গের কল-ধ্বনি সেই আরতিরই অঙ্গীভূত গীতি-স্তুতি।

প্রকৃতির লীলা-কাননে প্রেমের এইরূপ উৎসব, আরতি ও 'ভোগ-রাগ' দেখিয়া, আশার প্ররোচনায়, এক সময়ে

আমি এইরূপ সংকল্পও হৃদয়ে পুষিয়াছিলাম যে, জগতের প্রকৃততত্ত্ব বুঝি আর না বুঝি, একবার ঐ প্রেমার্ণবে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আমার এ প্রাণ জুড়াইব, এবং জ্ঞানে কিছু সঞ্চয় করিতে পারিলেও, প্রেমের অমৃতসমুদ্র হইতে আকণ্ঠ পান করিব,—মনুষ্য সমাজে প্রীতির পবিত্র ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে, আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণটা বিলাইয়া দিয়া, আনন্দে বিভোর রহিব। হায়! আমার এ আশাও এ জীবনে আর সার্থক হইবে কি?

এ আশা বাল্যে প্রথম স্ফুরিত, যৌবনে শত শাখায় প্রসারিত এবং আজি বার্দ্ধক্যের শীত-সমাগমেও হৃদয়ে সজীব-মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়া আমাকে মনুষ্য হৃদয়ের প্রীতির জন্য সহস্র প্রকারে প্রণোদিত করিতেছে। কিন্তু, যেখানে মনুষ্য, বহির্জগতের এই বিস্ময়াবহ প্রেমোৎসব চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও, বৃশ্চিক কিংবা বিষ-সর্পের মত, মনুষ্যকে দংশন করে,—জলোকার মত তাহার জীবনী শক্তি শোষণ করে, এবং পারিলে বজ্রের মত তাহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করে, আমি কি এখনও সেই বিদ্বেষ-বহ্নি-দগ্ধ মানব-জগতে মনুষ্যের নিকট প্রীতির জন্য লালায়িত রহিব? যেখানে মনুষ্য আপনার অন্যায্য, অসঙ্গত ও অতি কুৎসিত সুখ-লালসার সন্তর্পণের অভিলাষে অন্যের ন্যায়োপেত ও ধর্ম্ম-সঙ্গত সুখ সম্পদচয়কে অসুরের মত পাদ-তলে দলন করিতে

ভালবাসে,—এক শত লোকের এক শত প্রাণ আগুনে আহুতি দিয়া আপনার একটা রুগ্ন, জীর্ণ ও বিকৃত প্রাণের ক্ষণিক তৃপ্তির জন্য উন্মত্ত হয়,—এক শত লোককে অশ্রুজলে ভাসাইয়া, আপনি একটি মুহূর্ত আমোদে থাকিতে প্রয়াস পায়, আমি কি এখনও সেই আত্মর-সুখ-সর্ব্বস্ব মনুষ্যজগতে প্রীতির জন্য ভিখারী হইয়া বিড়ম্বিত হইব? যেখানে প্রাতঃসময়ের ফুল্লপ্রীতি, প্রাতঃকালীন পদ্মকান্তির ন্যায়, ক্ষণমাত্র মনুষ্যের নয়ন বিনোদন করিয়া, সন্ধ্যা না হইতেই শুষ্ক ও মলিন হয়, অদ্যকার অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ কল্যই অকৃত্রিম শত্রুতায় পরিণতি পায়, এক যুগের সঞ্চিত ভালবাসা একটা কথার ছলে ভাসিয়া যায়,—ক্লিওপেট্রা এণ্টনিকে কৈশরের গ্রাসে বলিস্বরূপ উপহার দিয়া আপনার প্রাণটা লইয়া আপনি পালায়, এবং অরঙ্গজেবের মত গুণনিধান পুত্রও পুণ্যের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া লোকের কাছে পূজা পাইয়া থাকে, আমি কি সেই আত্মোদর-সর্ব্বস্ব মনুষ্যজগতে পুনরপি মনুষ্যের দ্বারে দ্বারে, প্রীতির জন্য প্রার্থী হইতে যাইয়া লাঞ্ছিত ও ধিকৃত হইব?

যখন দেখিয়াছি যে, পুত্রশোকাতুরা জননী এই মুহূর্ত্তে পুত্রের জন্য বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া, পরমুহূর্ত্তেই পুত্রের বিষয় ভোগ-বাসনায় বিধবা পুত্রবধূর সহিত বিবাদ বিসংবাদে আত্মবিস্মৃত হইয়াছে, আমি তখনই বুঝিয়াছি, মনুষ্যের

এ অপূর্ণ বিকসিত রুগ্নসমাজে প্রীতির আশা বৃথা। যখন দেখিয়াছি যে, স্নেহময় ভ্রাতা, কৌশলে ও বলে, ভ্রাতার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া, আপনি সুখ-সম্মানের সুকোমল পর্য্যঙ্কে শুইয়া আছে—স্নেহশীলা ভগিনী, প্রভুত্ব-লালসার তৃপ্তির জন্য, ভ্রাতৃ-বিয়োগের দিন গণনা করিয়াছে, এবং প্রাণাধিক প্রিয়তমা প্রেম-বিহ্বলা ভার্য্যা, ভৈরবের নূতন মদিরা-পানেই নব-বৈধব্যের সকল দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছে, আমি তখনই বুঝিয়াছি মনুষ্যের এ অপূর্ণ বিকসিত রুগ্ন-সমাজে প্রীতির আশা বৃথা। যখন দেখিয়াছি যে, মনুষ্য হাতে ধরিয়া যাহাকে পদক্রম শিখাইয়াছে, পদ-ক্রম শিখিয়াই সে তাহাকে পদাঘাত করিতে চাহিয়াছে,—যাহাকে শত প্রকার অবলম্বন-দানে বাড়াইয়া তুলিয়াছে, সে প্রবর্দ্ধিত হইয়াই তাহার অবমাননার জন্য অশেষবিশেষে প্রয়াস-পর হইতেছে, এবং যাহার জন্য বিরলে বসিয়া অশ্রুপাত করিয়াছে, সে বিরলে বসিয়া তাহাকে অভিসম্পাতে পোড়াইয়াছে, আমি তখনই বুঝিয়াছি, মনুষ্যের এ অপূর্ণ-বিকসিত রুগ্নসমাজে প্রীতির আশা বৃথা। যখন দেখিয়াছি যে, মনুষ্য যে তরুর ছায়া অবলম্বন করিয়া এক সময়ে দগ্ধদেহ শীতল করিয়াছিল, সময়ক্রমে সেই তরুরই মূলচ্ছেদে যত্ন পাইয়াছে—রোগে যে তাহার ঔষধ, শোকে সান্ত্বনা, বিপদে সম্বল এবং সম্পদে সুখ-শান্তিময় আশ্রয়-স্বরূপ ছিল, সে,

কালে তাহারই মর্ম্মকৃন্তনের অবসর খুঁজিয়াছে, এবং কৃতজ্ঞতা এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে মনুষ্যনিবাস হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ও ত্রাহি রবে পলাইয়া যাইতেছে, আমি তখনই বুঝিয়াছি, মনুষ্যের এ অপূর্ণ বিকসিত রুগ্নসমাজে প্রীতির আশা বৃথা। যখন দেখিয়াছি যে, লোকে দেবতার অঙ্গে ধূলিকর্দ্দম মাখিয়া পিশুন ও পিশাচের পদ-ধূলি মাথায় লইতেছে -- মহত্ত্ব, মনস্বিতা ও প্রতিভার মস্তকে পদাঘাত করিয়া, মর্কট ও মহিষের পিছু পিছু, ভেড়ের মত দল-বদ্ধ চলিয়াছে, এবং দিনকে রাত্রি, সত্যকে অসত্য ও আলোককে অন্ধকারে পরিণত করিয়া, কুটিল-বুদ্ধির কূট অভিসন্ধি সম্পূর্ণ করিতেছে, আমি তখনই বুঝিয়াছি, মনুষ্যের এ অপূর্ণ বিকসিত রুগ্নসমাজে প্রীতির আশা বৃথা। যখন দেখিয়াছি যে মমতা আর মাধুরী, মনুষ্যলোকে ঠাঁই না পাইয়া, অনাথা অভাগিনীর ন্যায় বনে বনে ঘুরিতেছে, এবং ঈর্ষা ও অসূয়া বিবিধ দুর্লভ ভূষণে বিভূষিত হইয়া স্বর্ণপীঠে শোভা পাইতেছে পবিত্রতাকে লোকে পাগলিনী জ্ঞানে 'দূর দূর' করিয়া দূরে তাড়াইয়া দিতেছে, এবং পিশাচীরেই * প্রকৃতির

* ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লবের চরম উচ্ছৃঙ্খলার সময়ে দেশের প্রধান পুরুষেরা, দেবালয়ের পবিত্র আসনে কিরূপ লজ্জাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া সকলে মিলিয়া প্রকাশ্য ভাবে পূজা করিয়াছেন, তাহা পাঠকের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন।

প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতি জ্ঞানে মাথায় তুলিয়া নাচিতেছে, আমি তখনই হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছি এবং সহস্রবার বলিয়াছি মনুষ্যের এ অপূর্ণ-বিকসিত রুগ্নসমাজে প্রীতির আশা বৃথা।

তবে কেন পড়িয়া রহিয়াছি?—আশা তুমিই এই প্রশ্নের উত্তর দেও। মনুষ্যকে ত্যাগ করিয়াও তুমি একবারে ত্যাগ করিতে পার কি, এবং মনুষ্যের প্রলুব্ধ ও প্রতারিত প্রাণ, পুনঃ পুনঃ তোমায় পরিত্যাগ করিয়াও তোমায় ছাড়িয়া একবারে দূরে যাইতে সমর্থ হয় কি? দীপ নির্ব্বাণ-প্রায়, তথাপি আশা আছে, আবার উহা জ্বলিয়া উঠিবে—এইক্ষণ যাহা দেখিতে পাইলাম না, এই দীপেরই উজ্জ্বলতর আলোকে, পুরোবর্ত্তীকালের কোন এক পরিচ্ছেদে, তাহা দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া আত্মাকে আনন্দে চরিতার্থ করিবে;—হৃদয় অতৃপ্তি ও অবসাদের তুষানলে ভস্ম হইয়া যাইতেছে, তথাপি আশা আছে, আবার উহা অমৃতরসে সিক্ত হইবে,—কালের অনন্ত ব্যবধানে অমৃতসাগরে নিমগ্ন হইয়া, একবারে অমৃতময় হইয়া রহিবে।

ঐ শুন, আশার মোহন-মুরলী, ভয়-ভঞ্জনের পাঞ্চজন্য অথবা ভক্তবৎসলের মধুর-বংশীর ন্যায়, এই গভীর নিশীথে কি অপূর্ব্ব মাধুরীতে নিনাদিত হইতেছে; এবং সেই মৃদু-মোহন মধুর-লহরী নিদ্রা-মৃত মনুষ্যহৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া মনুষ্যকে কিরূপ আকুল, উৎফুল্ল ও উন্মত্ত

করিয়া তুলিতেছে। ঐ যে বিরহবিধুরা বিষণ্ণবদনা সতী, অচ্ছোদ-সরোবর-শোভিনী মহাশ্বেতার ন্যায়, নিদ্রার আবেশে দীনবেশে পড়িয়া রহিয়াছে, আশা তাহার কর্ণকুহরে ধীরে ধীরে কহিতেছে,—

'নিদাঘের পর বারিধারা,—
দুঃখের পর সুখ।'

ঐ যে ক্ষীণ-কলেবর সুন্দর যুবা, জীবন-সংগ্রামে অবসন্ন এবং জীবনের সমস্ত উদ্যমে ব্যর্থ হইয়া, শ্বেত-কমলাসনা সর্ব্বশুক্লা সারদার চরণ-চিন্তামাত্র অবলম্বনে, আছে কি নাই এই ভাবে আপনাতে আপনি লুক্কায়িত দৃষ্ট হইতেছে, আশা তাহার কর্ণকুহরে ধীরে ধীরে কহিতেছে,—

'অন্ধকারের পর আনন্দময় জ্যোৎস্না,—
দুঃখের পর সুখ।'

ঐ যে অদীন-সত্ত্ব অভিমানী পুরুষ, পৃথিবীতে পৌরুষ ও প্রতিভার বিড়ম্বনা এবং নির্গুণ-নীচতা ও নিকৃষ্ট ক্ষুদ্রতার পরিপুষ্টি দেখিয়া, অন্তর্দ্দাহের বিষজ্বালায়, নিদ্রার অচেতন অবস্থায়ও, পুনঃ পুনঃ প্রতপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে, আশা তাহার কর্ণকুহরে ধীরে ধীরে কহিতেছে,—

'শীতের পর বসন্তশ্রী,—
দুঃখের পর সুখ।'

আর ঐ যে জগদগ্রগণ্যা, জগন্মান্যা, 'মলিন-মূরতি'

দিব্যাঙ্গনা, কি যেন হারাইয়া, যেন কি অমূল্যনিধি অশ্রু-জলের অবিরামবাহি অনাবিল-স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া, আজি রাজ-পথের কাঙ্গালিনীর মত, এই ঘোর যামিনীতে শ্মশানে শ্মশানে পরিভ্রমণ করিতেছেন,—সেই শোভা নাই, সেই মহিমা নাই,—তথাপি সেই পুরাতন গৌরবের প্রদীপ্ত ছটায় গর্ব্বিত রহিয়া, পাগলিনীর মত, কি যেন অন্ধকারে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, আশা—ভয়ে ভয়ে—ভীত-ভীত-পদ-ক্ষেপে, তাঁহারও সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, ভীতিরুদ্ধ অস্ফুটস্বরে কহিতেছে,—

'রাত্রির পর প্রভাত-সূর্য্য,—

দুঃখের পর সুখ।'

চন্দ্রবদন

"আহা কি সুন্দর নিশী, চন্দ্রমা-উদয়,
কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল !"

দেখ, দেখ ! আজি শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের পরিপূর্ণ শোভা - পূর্ণবিকসিত চন্দ্রবদনের চিত্তহারি সৌন্দর্য্য একবার চক্ষের তৃষ্ণা পূরণ করিয়া দেখ। ঐ যে পত্রপল্লবময়, শাখা-প্রশাখা-পরিশোভিত• বৃক্ষসমূহ, কোটরে কোটরে বিহঙ্গ এবং পত্রে পত্রে কীট-পতঙ্গের বোঝা বহিয়া, যোগ-মুগ্ধ তাপস সমূহের ন্যায়, নিস্তব্ধ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, উহাদের ছায়ায় বসিয়া দেখ। অথবা ঐ যে মৃদুল-দুলিত, মুগ্ধ-লম্বিত, রমণীয় লতিকা-নিচয়, রমণীর উৎকীর্ণ চূর্ণ কুন্তলের ন্যায়, 'চন্দ্রবদন' ঢাকিয়া রাখিয়াছে, উহাদের অন্তরালে বসিয়া দেখ। দেখ দেখি, এমন সুন্দর আর কিছু দেখিয়াছ কি ? তুমি উদাসী হও, আর বিলাসী হও; দেখ দেখি, এমন মনভুলানো মধুর-

কান্তি—এমন স্বপ্নাবেশময় সুখ-সৌন্দর্য্য আর কোথাও চক্ষে পড়িয়াছে কি ?

চন্দ্র, ধীরে ধীরে, ফুটিয়া, শ্যামল-মনোহর 'নিথর-অম্বরে' ধীরে ধীরে উপরে উঠিতেছে, আর যেন জগৎ ও যামিনীর বিষাদ-অন্ধকার, আপনাতে আপনি আবৃত, আপনাতে আপনি লুক্কায়িত হইয়া, প্রফুল্লতার প্রমোদ-উচ্ছ্বাস ও প্রীতির মধুর-বিলাসে পরিণত হইতেছে। চন্দ্র হাসিতেছে; আর যেন সেই হাসির মাধুরী চুরি করিয়া—হাসির শোভা গায়ে মাখিয়া জলে স্থলে সকলই হাসির হিল্লোলে ভাসিতেছে। নগরের সৌধরাজি, চন্দ্রের জোৎস্নাময় হাস্যে, অমরাবতীর উৎসবগৃহনিচয়ের ন্যায়, হাস্যময় প্রতীয়মান হইতেছে। বনের বৃক্ষপংক্তি, উপবনের পুষ্পিতগুল্ম—রজনীগন্ধা, শেফালিকা, দারুমল্লিকা, সন্ধ্যামালতী, গোপীকাঞ্চন, কৃষ্ণচূড়া এবং অপরাজিতা, নীরব ও নিস্পন্দ সুখের আনন্দময় আবেশে, একে অন্যের দিকে হাসির চক্ষে চাহিতেছে। সরোবরের স্বচ্ছসলিল এবং বিল ও ঝিলের শৈবাল ও শ্বেতোৎপল-সমাচ্ছাদিত জলরাশি জ্যোৎস্নার হাস্যে ঝিকি মিকি করিতেছে। তটিনীর তরঙ্গমালা, এক চন্দ্রে সহস্র চন্দ্র সৃষ্টি করিয়া, সেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা ও ডুবু ডুবু চন্দ্র রাশির অতুল সৌন্দর্য্যে খেলিতে খেলিতে চলিয়া যাইতেছে। চন্দ্রের ঘুমন্ত জ্যোৎস্না, পাদপ-পরিবৃত প্রমোদ-পুলিনে

রূপের অলস-মধুর আভার ন্যায়, এলাইয়া পড়িয়াছে, এবং সেই অজড়, ও অনির্ব্বচনীয় শোভা দর্শনে বিমোহিত হইয়া আকাশের নক্ষত্রমালাও একটি একটি করিয়া লজ্জায় নিবিতেছে। চন্দ্রের এই বিচিত্র বৈভব, এ বিশ্বদুর্লভ সম্পদ কোথা হইতে আসিল? এই বিচিত্র বিশ্বকাননে কোন বস্তুতেই কি চন্দ্রবদনের প্রতিকৃতি পরিলক্ষিত হয় না? সংসারে এমন সুখ-শীতল সৌন্দর্য্য আর কিছুতেই কি নাই?—আছে। পৃথিবীর শত সহস্র হৃদয়ে, হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে, প্রতিধ্বনি হইতেছে—আছে। কেন না, মনুষ্যের প্রাণ, চন্দ্রবদনের স্নিগ্ধ-জ্যোৎস্নায় আর্দ্র না হইলে, ক্ষণকালও সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ রহে না; প্রাণটা প্রকৃতপ্রস্তাবে বিকাশ লাভেরই সুযোগ পায় না।

শিশু, যুবা, প্রৌঢ়, প্রাচীন, সকলেই এ কথার সমান সাক্ষী। সকলেই বলিতেছে,—আছে; এবং ইহাও বলিতেছে যে, চন্দ্রবদনের সেই প্রতিকৃতি দেখিয়াই সে জীবিত রহিয়াছে। শিশুর চক্ষে চন্দ্রবদন মায়ের স্নেহমাখা ঢলঢল মুখখানি। যদি শিশুর প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া সেই সুকোমল প্রাণের অভ্যন্তরীণ সংবাদ সংগ্রহ করিতে পার, তাহা হইলে জানিতে পাইবে,—বোধ হয়, কতকটা অনুভব করিতেও সমর্থ হইবে যে, এ জগতের কোথাও যে সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ হয় না, সেই সৌন্দর্য্য মায়ের মুখে। ঐ চন্দ্রমুখ

দেখিয়াই শিশু হাসিতেছে, খেলিতেছে, দুলিতেছে, দৌড়িতেছে, এবং পৃথিবীতে তাহার আর কোন সম্বল না থাকিলেও, সে সম্রাটের গৌরবে প্রবর্দ্ধিত হইতেছে।

যেমন শিশুর কাছে মায়ের মুখখানি, তেমনই আবার মায়ের কাছে তদীয় অঞ্চলের নিধি ও আদরের পুতুল-স্বরূপ শিশুর মুখখানি। যিনি ক্রোড়স্থ শিশুটিকে, শয্যার শুষ্ক-প্রদেশে, শতপ্রকার সাবধানতায় রাখিয়া, আপনি ঈষদার্দ্র-শয্যায় আর্দ্রবসনে নিশী * যাপন করিয়াছেন, সেই স্নেহময়ী মাতা এ কথায় সাক্ষ্যদান করিতে পারিবেন। যিনি শিশুর নিদ্রা-সুখ-বাসনায় আপনি উন্নিদ্র রহিয়া, তাহার পার্শ্বে বসিয়া, দুঃসহ নিদাঘ-রাত্রি বীজন-হস্তে অতিবাহিত করিয়াছেন, এবং শিশুর সে সুকুমার চন্দ্রমুখখানি বারংবার অতৃপ্তচক্ষে অবলোকন করিয়া আপনার সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া গিয়াছেন, সেই স্নেহময়ী মাতা এ কথায় সাক্ষ্যদান করিতে পারিবেন যিনি সুস্বাদু বস্তুটুকু আপনি না খাইয়া শিশুর চন্দ্রবদনে তুলিয়া দিয়াছেন, এবং শিশুর তৃপ্তিতেই প্রাণে পরিতৃপ্ত রহিয়াছেন, সেই স্নেহময়ী মাতা এ কথায় সাক্ষ্যদান করিতে পারিবেন। যাঁহারা মায়ের প্রাণে শিশু-পালন

* সংস্কৃত নিশা শব্দ মহাজন-কবিদিগের সময় হইতেই বাঙ্গালায় 'নিশী'।—নিশীকান্ত প্রভৃতি নামও সর্ব্বত্র প্রচলিত।

করিয়াছেন, এখানে মাতৃশব্দ তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছে। তবে, এসংসারে কুপুত্র যেমন শত সহস্র, কুমাতাও তেমন শত সহস্র। উভয়ই অপ্রাকৃত জীব, এবং মানব-জগতের ঘৃণাস্পদ। ভগবান্ তাহাদিগের কল্যাণ করুন।

মাতা ও শিশুর রূপ-মোহ পরস্পরের স্নেহে,—প্রেমিক ও প্রেমিকার রূপ-মোহ পরস্পরের প্রেমে। প্রেম পৃথিবীর অনেক স্থলেই গুণের প্রকৃতিস্বরূপ রূপের উপাসনা; এবং প্রেম-জনিত রূপ-মোহের আনন্দময় উন্মাদ, এই হেতুই, স্থলবিশেষে, কবি-কল্পনার অগম্য,—কবি-সমুচিত বর্ণনা-শক্তিরও অতীত পদার্থ। প্রেমিক আর প্রেমিকা পরস্পরের চন্দ্রবদনে কিরূপ অনির্ব্বচনীয় শোভা দেখিতে পায়, এবং তাহারা সেই শোভা দর্শনে কেন একবারে আকুল, অবশ ও আত্মহারা হইয়া, চন্দ্রমুগ্ধ চকোরের ন্যায়, একে অন্যের মুখ-চন্দ্র পানে, অনন্যসমাসক্ত নয়নে, চাহিয়া রহে, তাহা আর কেহ বুঝিতে পায় না। মানব-হৃদয়ে মর্ম্মদর্শী দার্শনিক-কবি শেক্ষপীরও তাহা সম্যক্ বুঝেন নাই,—তাঁহার অলৌকিক ভাষায় সম্যক্ ব্যক্ত করিতে পারেন নাই।

শেক্ষপীরের রোমিয়ো ও জুলিয়েট, উৎসব-গৃহে, সহসা একে অন্যের চন্দ্রমুখ দেখিয়া, রূপের মোহে তৎক্ষণাৎই পাগলের মত,—রূপের তদ্গত ও তন্ময় উপাসনায় তৎক্ষণাৎই পরমযোগীর ন্যায় প্রেমিক হইয়াছিল, এবং তাহারা

ঐ প্রকার আকস্মিক সম্মিলনের পর যে কয়টি দিন জীবিত ছিল, সেই কয়টি দিন, কিবা আলোকে, কিবা অন্ধকারে, কিবা জাগরণে, কিবা যন্ত্রণা-জর্জ্জরিত শয়নে, পরস্পরের চন্দ্রবদন ধ্যান করিয়াই জীবলীলার চরম-অঙ্কে পঁহুচিয়াছিল। রোমিয়ো যখন যামিনীর গভীর ছায়ায় গবাক্ষ-শোভিনী জুলিয়েটকে অলক্ষিত স্থানে থাকিয়া দর্শন করে, তখন রূপের সে অতুল চমকে নভস্থল-শোভি চন্দ্রবদনও ক্ষণকাল তাহার নিকট নিষ্প্রভ বোধ হইয়াছিল। রোমিয়ো রূপের উপাসনায়, স্তুতির হৃদয়হারিণী ভাষায়, আপনা-আপনি বলিতেছে :—

"কিসের ও আলো— অই বাতায়ন পথে !
অহো ! পূর্ব্বাসার অই,—জুলিয়ে তাহায়
জ্বলে দিক্ আলো করি—রূপের মিহির।
ওঠো অংশুমালী মম, নাশো নিশানাথে,
এখনি সে পাণ্ডুবর্ণ করেছে ধারণ
রূপের হিংসায় তব,—ক্লিষ্ট শোভাহীন।
ও শশী কি লাবণ্যের উপমা তোমার,
শরতের জ্যোৎস্না ছটা নখে ঝরে যার ?
আমার হৃদয়-রাজ্যে তুমিই ঈশ্বরী !" *

* কবিবর হেমচন্দ্রের অনুবাদিত 'রোমিয়ো ও জুলিয়েট'।

অমল-হৃদয়া ও অমিয়-স্বভাবা জুলিয়েটও তদীয় প্রাণা-রাধ্যের মুখচ্ছবিখানিকে চন্দ্রবদন হইতে কত বেশী সুন্দর মনে করিয়াছিল, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিনিচয়ে প্রকাশ পাইবে। রোমিয়ো আপনার প্রেমের পবিত্রতা ও চিরস্থায়িতা সম্বন্ধে চন্দ্রের নাম লইয়া শপথ করিতে যাইতেছে। আর জুলিয়েট চন্দ্রের নামে শপথ করিতে নিষেধ করিতেছে। যথা,—

রো। "এই ইন্দু—যার কর বিন্দু বিন্দু পড়ি
পল্লব-নিচয়-প্রান্তে, রজতের টিপ
পরাইছে সাধ ক'রে, উঁরি নাম ধরি
শপথ করিয়া, বলি—

জু। না না, তা ক'রো না;
ও শশী বিভিন্ন রূপ ধরে মাসে মাসে,
কলানিধি নাম তাই উঁর—

রো। কি শপথ বল তবে, করি তা এখন।

জু। কিছুই না।
কিম্বা যদি কর দিব্য—কর আপনার,
আমার আরাধ্য দেব তুমিই সাকার;
তোমাতেই পূর্ণরূপে প্রত্যয় আমার।"

উল্লিখিতরূপে স্নেহ ও প্রেমের চন্দ্রবদন এ সংসারে ঘরে ঘরে অসংখ্য। কেন না, যে যারে ভালবাসে, তার

মুখখানিই তাহার কাছে সতত চন্দ্রপ্রতিম, অথবা চন্দ্র হইতেও অধিকতর প্রীতিকর ও সুন্দর। সে মুখচ্ছবিতে সাধারণের চিত্ত আকর্ষণের জন্য সৌন্দর্য্যের বিশেষ কোন আভা থাকুক বা নাই থাকুক, উহা তথাপি, ব্যক্তিবিশেষের চক্ষে, যার-পর-নাই মনোহর। কিন্তু, আমি এই জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীতে পূর্ণচন্দ্রের দিগন্ত-প্রমোদিনী পূর্ণশোভা নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া ঐরূপ ব্যক্তিনিষ্ঠ চন্দ্রবদনের কথা চিন্তা করিবার সুযোগ পাইতেছি না। আমার হৃদয়ে পুনরপি সেই প্রশ্ন হইতেছে যে, আকাশের এই সর্ব্বজন-প্রিয়, সর্ব্ব-সুখ-প্রদ, শর্ব্বরীরঞ্জন চন্দ্রবদন যেমন বিশাল সমুদ্র হইতে বিশুষ্কপল্বল পর্য্যন্ত সকল স্থলেই সমান উল্লাসজনক, সর্ব্বত্র শীতল, মানব-জগতে তেমন কিছু আছে কি? মনে লয়, যেন এবারও মানব-জাতির সমবেত-হৃদয় হইতে সুগভীর স্বরে প্রত্যুত্তর শুনিতেছি,—'আছে'।

চন্দ্র অনন্তকোটি নয়নে জ্যোৎস্না ও অনন্তকোটি প্রাণে আনন্দের পীযূষ-ধারা ঢালিয়া দেয় বলিয়া উহার নাম চন্দ্র। যাঁহারা, আত্মায় জ্ঞানের আনন্দময় জ্যোৎস্না এবং হৃদয়ে স্নেহ, প্রীতি, অথবা দয়া ও প্রেমভক্তির অমিয়-সমুদ্র লইয়া, "যুগে যুগে" অথবা সময় ও সংসারের বিশেষ কোন যোগে, এ অবনীতে অবতীর্ণ হন এবং আপনাদিগের সেই স্নেহ, প্রীতি, দয়া ও ভক্তি জগতে মুক্তহস্তে বিলাইয়া মানব-

জাতিকে কৃতার্থ করিয়া যান, তাঁহাদিগের মুখচ্ছবিতেও চন্দ্রবদনের ঐ অপরূপ শোভা প্রতিভাত হইয়া থাকে। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র উথলে। সমুদ্র উদ্বেল ও উচ্ছ্বসিত হইয়া অট্টহাস্যে হাসিতে থাকে; তরঙ্গ-বাহু বিক্ষেপ করিয়া পাগলের মত নাচে, এবং আপনার পরিপূর্ণতায় নদ, নদী, হ্রদ, সরোবর ও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী পর্য্যন্ত জলাশয়কে কল-কল মধুর-নিঃস্বনে জলরাশিতে পূর্ণ করিয়া তোলে। উল্লিখিতরূপ অবতীর্ণ জ্যোতির অভ্যুদয়েও মানব-জাতির হৃদয়-সমুদ্র উথলিয়া উঠে। সে উদ্বেল ও উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের তর-তর-বাহী আনন্দপ্রবাহ, শত শাখায় প্রবাহিত হইয়া, মনুষ্যসমাজের সমস্ত স্থানকেই আনন্দে পরিপ্লাবিত করে। মনুষ্য তখন যুগান্তের মোহ-নিদ্রা হইতে সহসা জাগিয়া কেমন এক অননুভূতপূর্ব্ব বিচিত্র ভাবে উন্মাদিত রহে।

আকাশের চন্দ্রবদন যেমন প্রাসাদ ও কুটীর এবং কোটী-শ্বর ও কাঙ্গালের সাধারণ সম্পত্তি, ঐরূপ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ-দিগের চন্দ্রবদনও সেই প্রকার ধনী ও নির্ধন, পণ্ডিত ও মূর্খ, প্রতাপবান্ ও দীন-দুর্ব্বল, সাধু ও অসাধু; এবং ঋষি যোগী ও পাপী তাপীর সমান আরাধ্য—সমান সেব্য ও সমান উপভোগ্য। মায়ের মুখখানি শুধুই তাহার ক্রোড়স্থ শিশুর কাছে চন্দ্রমুখ। প্রেমময়ীর মধুর-মুখচ্ছবিও শুধুই তাহার প্রেমিকের কাছে চন্দ্রবদন। কিন্তু, আমি এইক্ষণ

যাঁহাদিগের কথা কহিতেছি, তাঁহারা স্নেহের কোমলতায়, সকলের কাছেই মায়ের মত, প্রীতির মাধুর্য্যে সকলেরই প্রেমারাধ্য ;—সুতরাং ছোট বড়, পতিত ও পবিত্র, সকলেরই প্রাণের ধন, প্রাণের জন ও প্রাণ-সর্ব্বস্ব ; এবং তাঁহাদিগের অলৌকিক-কান্তি-পূর্ণ চিন্ন-প্রসন্ন মুখচ্ছবিও সকলের কাছেই অদৃষ্টপূর্ব্ব চন্দ্রমুখ। যে একবার চক্ষু ভরিয়া দেখে, সে আর চক্ষু ফিরাইয়া ঘরে যাইতে চাহে না। যে একবার সেই চন্দ্রবদনের চারু-শোভায় আকৃষ্ট হয়, সে রাজ্য সাম্রাজ্য উপহার পাইলেও, সেই স্নিগ্ধ-জ্যোৎস্না পরিত্যাগ করিয়া দূরে যাইতে সমর্থ হয় না। রাজাধিরাজ সে চন্দ্রবদন চক্ষে দেখিলে আপনাকে আপনি 'দীন হীন' মনে করিয়া ধূলায় লোটাইয়া পড়ে ; এবং ধূলি-ধূসর পথের ভিখারী, সে চন্দ্রবদন দেখিয়াই আপনার সকল দুঃখ ভুলিয়া যায়—আপনাকে আপনি রাজাধিরাজ হইতেও অধিকতর সৌভাগ্যবান্ জ্ঞানে আনন্দে ফুলিয়া উঠে।

তবে, আকাশের এই চন্দ্রবদনের সহিত সেইরূপ চন্দ্র-বদনের কোন কোন বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আকাশের চন্দ্রবদন হ্রাস-বৃদ্ধির নিয়মের অধীন। উহা দিনে দিনে ক্ষয় পায়, আবার তিল তিল করিয়া দিনে দিনে বাড়িয়া আপনার পূর্ণ শোভায় ও পরিবর্ত্তশীলতা ও অপূর্ণতার ছায়া দেখায়। মানবীয় হৃদয়াকাশের চন্দ্রকান্তিতে

হ্রাস নাই, বৃদ্ধি আছে। উহা জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত ও প্রত্যেক পরিচ্ছেদেই পূর্ণসৌন্দর্য্যের দিকে প্রবর্দ্ধিত হয়, এবং কিবা সুখে, কিবা দুঃখে কিবা সম্পদে, কিবা বিপদে সকল অবস্থায়ই নিজ নিজ পূর্ণকলায় পরিশোভিত রহিয়া মনুষ্যকে জগন্ময়-সৌন্দর্য্যের কতকটা আভাস দেখায়। শ্রীরামচন্দ্র যখন পিতৃসত্য পালনের অভিলাষে সাম্রাজ্যসম্পদ পরিত্যাগ করিয়া,—বাকল পরিয়া অনায়াসে বনবাসী হইয়া চলিলেন, সুমন্ত্র তাঁহার সেই সময়ের প্রীতি-প্রফুল্ল মুখচ্ছবি দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে,—

> "আহূতস্যাভিষেকায় বিসৃষ্টস্য বনায় চ
>
> ন ময়া লক্ষিতস্তস্য স্বল্পোপ্যাকারবিভ্রমঃ।"

অর্থাৎ রাম যখন রাজপদে অভিষিক্ত হইবার জন্য আহূত, তখন তাঁহার মুখশ্রী যেমন প্রফুল্ল, বন-গমন-সময়েও সেইরূপ প্রসন্ন। তাঁহাতে কোন সময়েও অণুমাত্র আকার-পরিবর্ত্ত পরিলক্ষিত হয় নাই।

আকাশের চন্দ্রবদন এই হেতুই মানুষের চক্ষে লোকোত্তর পুরুষের চন্দ্রবদনের কাছে নিষ্প্রভ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আকাশের চন্দ্রবদন লইয়া বিজ্ঞানের একই লহরী, এবং কাব্যের একই গীত; মানবীয় হৃদয়াকাশের চন্দ্রবদন লইয়া বিজ্ঞান ও দর্শন এবং কাব্য ও ইতিহাসের অনন্ত লহরী—অনন্ত গীত। আকাশের চন্দ্রবদন শুধু জলরাশিকেই উল্লসিত

করিয়া জোয়ার ও ভাঁটায় ক্রীড়া করে। হৃদয়াকাশে চন্দ্রবদন, সুশীতল জ্যোৎস্নার সহিত সুদুঃসহ তাড়িত-সঞ্চালনে, ভক্তি ও শক্তি, প্রেম ও পৌরুষ এবং মহত্ত্ব ও মাধুর্য্য, প্রভৃতি অনন্তভাবের অনন্তগুণরাশিকে উত্তেজিত করিয়া, জগতে এক আনন্দময় বিপ্লব ঘটায়,—কর্ম্মজগতের সমস্ত যন্ত্রকে অভিনব বেগে চালাইয়া দেয়। ঐ চন্দ্রবদন দেখিয়া চকোরের নৃত্য; আর সেই চন্দ্রবদন দেখিয়া জগতে ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মরাজ্যের পুনরুজ্জীবন, জীবিকার সংগ্রাম, জীবনের উদ্যম, সাধকের কঠোর সাধনা, ভক্তের কুসুম-কোমল প্রেমোৎসব, বীরের যোগশিক্ষা ও আত্মবিসর্জ্জন, এবং ধীর-যোগীর বীরাচাররূপ মহাযোগে চিত্ত-সন্তর্পণ। যদি তাদৃশ প্রেমময় চন্দ্রবদন জীবনে ক্ষণকালও ধ্যানযোগে দর্শন করিয়া থাক, তবে আজিকার এই পূর্ণিমার মত প্রফুল্ল যামিনীতে আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া আপনার হৃদয়ের অভ্যন্তরেও একবার দৃষ্টিপাত কর। আকাশের অন্ধকার যেমন, ধীরে ধীরে, জ্যোৎস্নায় ভিজিয়া, জ্যোৎস্নাতেই ডুবিয়া যাইতেছে, হৃদয়ের তিমিররাশিও প্রেমের পূর্ণচন্দ্রোদয়ে, সেইরূপ জ্যোৎস্নায় ভিজিয়া জ্যোৎস্নার সহিতেই মিশিয়া যায় কিনা, তাহা দেখ। আকাশ যেমন জ্যোৎস্নায় শীতল হইয়া সকলেরই সুখ-সেব্য হইয়াছে, তোমার হৃদয়াকাশও সেইরূপ প্রেমের জ্যোৎস্নায় শীতল হইয়া, সুখী ও দুঃখী, উচ্চ ও নীচ এবং

উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট প্রভৃতি সকলেরই জন্য সুখ-সেব্য ও শান্তি-নিকেতন-স্বরূপ হইতেছে কি না,—তোমার একটী প্রাণ, জ্যোৎস্নার মত সহস্রধা বিকীর্ণ ও বিক্ষিপ্ত হইয়া সহস্র প্রাণ শীতল করিবার উপযোগী-শক্তি-সম্পন্ন হইতে পারিতেছে কি না, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখ।